উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 18 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 179

সেনসেক্স : ৮৪,৯৫০.৯৫ (+৩৮৮.১৭)

নিফটি : ২৬,০১৩.৪৫ (+১০৩.৪০)

জঙ্গি ও মদতদাতাদের রেয়াত নয়

সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের একই বন্ধনীতে রাখে ভারত। সোমবার নাম না করেই পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

» ৭

সৌদিতে মৃত্যু ৪৫ ভারতীয় পুণ্যার্থীর

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫ জন ভারতীয় পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। মক্কা থেকে মদিনার পথে হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন মাত্র একজন।

» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	২৯°	৩০°	২৭°
সর্বনিম্ন	১৬°	১৬°	১৬°	১৫°

রাজভবনে ডগ স্কোয়াডের তল্লাশি

» ৫

কারা অভিযুক্ত

■ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ভারতে আছেন)

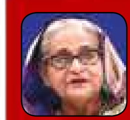

■ প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল (পলাতক)

■ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুন (রাজসাক্ষী)

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত ট্রাইবিউনাল আমার বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করেছে, তা অগণতান্ত্রিক। এটা পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই রায় শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লিগকে মুছে ফেলার অপচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি সরকারের মধ্যে থাকা কট্টরপন্থীদের মানসিকতাকেও তুলে ধরে।

-শেখ হাসিনা

বিচারের বাণী!

বিচারের দিনলিপি

■ ২০২৪

৫ অগাস্ট : হাসিনা সরকারের পতন। আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনাল পুনর্গঠিত।

১৭ অক্টোবর : হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। প্রথমে হাসিনা একা অভিযুক্ত।

■ ২০২৫

১৬ মার্চ : মামুনও অভিযুক্ত।

১২ মে : তদন্ত রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টে প্রথমবার আসাদুজ্জামানের নাম।

১ জুন : হাসিনা সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল ট্রাইবিউনালে।

১০ জুলাই : অভিযোগ গঠন ট্রাইবিউনালের। রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন মামুনের।

৩ অগাস্ট : বিচার শুরু। প্রথম সাক্ষ্য গণ আন্দোলনে আহত খোকনচন্দ্র বর্মনের।

৮ অক্টোবর : সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ। ৫৪ জন সাক্ষী।

২৩ অক্টোবর : শেষ সওয়ালজবাব।

১৩ নভেম্বর : ট্রাইবিউনাল জানায়, ১৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা।

১৭ নভেম্বর : রায় দিল আদালত।

কার কী শাস্তি

১ উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের

২ বাকি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের

৩ ৫ বছরের কারাদণ্ড আল মামুনের

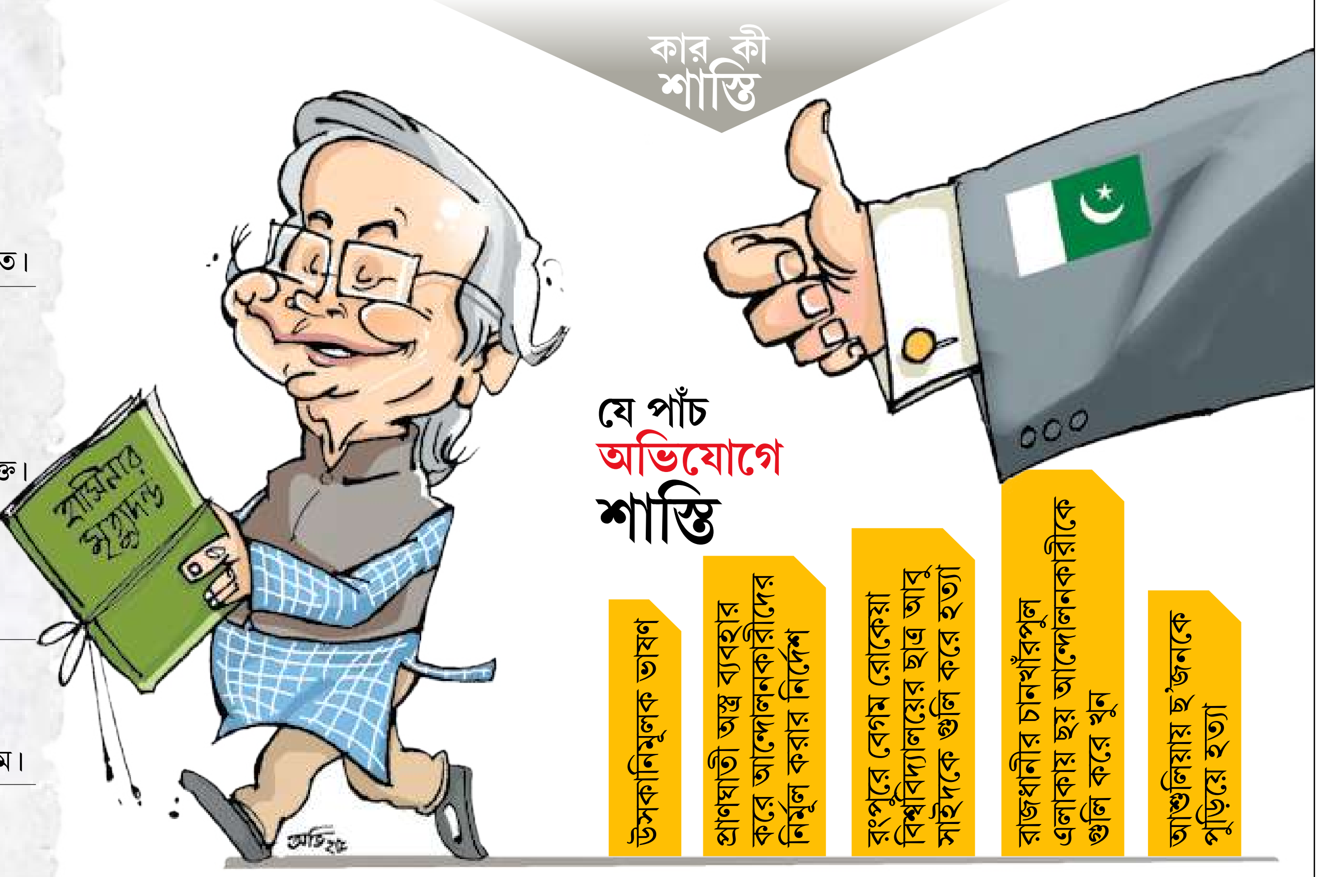

হাসিনা দিল্লিতে, মৃত্যুদণ্ড ঢাকায়

পরোয়া করি না, ঘোষণা বঙ্গবন্ধু-কন্যার

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই বটে।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট নিজের হাতে তৈরি দেশের কিছু সেনাকর্তার গুলিতে সপরিবার নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৫০ বছর পর বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল তাঁরই হাতে তৈরি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল (আইসিটি-বিডি)।

ঘটনাচক্রে এই দিনটি মুজিব-কন্যার বিবাহবার্ষিকী। ৫৮ বছর আগে এই দিনে বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

সোমবার দুপুরে ভিড়ে ঠাসা এজলাসে ট্রাইবিউনাল-১'এর বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। একই অভিযোগে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালেরও ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজসাক্ষী হওয়ায় প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনের শাস্তি কমিয়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

ইউনূসের জমানায় হাসিনাকে যে কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না, সেটা রায় ঘোষণার অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাসিনা, তাঁর পরিবার ও আওয়ামী লিগেরও সেটা অজানা ছিল না। তাই ট্রাইবিউনালের রায়কে পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই রায় পক্ষপাতদুষ্ট।' এক বিবৃতিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বরং তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে বাংলাদেশে মানবাধিকার ও উন্নয়নমূলক নানাবিধ কাজের উল্লেখ করে সেজন্য তিনি গর্বিত বলে জানান। হাসিনার কথায়, 'এই রায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে থাকা চরমপন্থীদের নির্লজ্জ ও খুনি মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই রায় দেওয়া হয়েছে। অনির্বাচিত সরকারের অধীন পক্ষপাতদুষ্ট ট্রাইবিউনাল এই রায় দিয়েছে। বাংলাদেশের শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করতে ও আওয়ামী লিগকে রাজনৈতিকভাবে ভেঙে দিতে কাজটি করা হয়েছে।'

হাসিনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করলেন রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ সবসময়ই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে থাকে।

ট্রাইবিউনালের রায় ঘোষণার পর ঢাকায় উচ্ছ্বাস। সোমবার। -এএফপি

এরপর দশের পাতায়

প্রত্যর্পণ চুক্তিই অস্ত্র ভারতের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : অদ্ভুত পরিস্থিতি। যাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, তিনি আদালতের হেপাজতে নেই। দেশের মধ্যেই নেই। তাহলে সাজা কার্যকর হবে কীভাবে? শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করাটা তাই এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন।

মুজিব-কন্যা ভারতের আশ্রয়ে থাকায় চর্চা শুরু হয়েছে, ভারত আদৌ কি তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য? বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে বটে, কিন্তু তার ফাঁক গলেই হাসিনাকে আগলে রাখতে পারে নয়াদিল্লি। কী আছে সেই চুক্তিতে?

২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত ওই প্রত্যর্পণ চুক্তি ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। যার ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, 'যদি অপরাধ রাজনৈতিক চরিত্রের হয়, তাহলে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।' যদিও একই চুক্তি অনুযায়ী, কিছু অপরাধকে রাজনৈতিক বলে ধরা হবে না। ধারা ৬(২)-এ হত্যাকাণ্ড, গুম, ভয়ংকর আক্রমণ এবং অস্ত্র ব্যবহারের মতো অপরাধগুলিকে রাজনৈতিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

হাসিনাকে যেসব অভিযোগে সেদেশের ট্রাইবিউনাল দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দিয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য হত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ইত্যাদি আছে। যদিও ৪ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করতে পারে ভারত। যেখানে লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যর্পণের আবেদন নাকচ করা যেতে পারে যদি অনুরোধকারী দেশের অভিযোগ 'সৎ বিশ্বাসে এবং ন্যায্যতার স্বার্থে করা না হয়।'

ভারত যুক্তি দিতে পারে যে বাংলাদেশের দাবি ন্যায্য বিচার বা আইনগত স্বার্থের জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ। সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের আর্জি মঞ্জুর না করার ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এছাড়া ৪ নম্বর ধারায় আরেকটি বিধান আছে- যদি প্রত্যর্পণ 'অন্যায় বা অত্যাচারমূলক' হয়, তাহলে অনুরোধ নাকচ করা যেতে পারে।

কার্যত একই ভাষায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, 'হাসিনার দলের দাবি অনুযায়ী সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল 'একটি রাজনৈতিক আদালত।' যেখানে বিচারপ্রক্রিয়া নয়, প্রতিশোধই মূল উদ্দেশ্য। ভারত চাইলে এই যুক্তিকেই আইনগত ভিত্তি হিসেবে পেশ করতে পারে।'

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের রায় ঘোষণার পরই অবশ্য নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠিয়ে

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

জোটের কাছে রাহুল যেন বোঝা হয়ে উঠছেন

আশিস ঘোষ

অনেক দিন আগের কথা। ১৯৯৫ সাল। বিহারের বিধানসভার ভোট। দলের হাল দেখতে গিয়েছেন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। পাটনার কংগ্রেস অফিস সদাকত আশ্রম থেকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, বিহারে কংগ্রেস ক'টা সিট পাবে বলে মনে হয়? বললাম, বড়জোর কুড়ি-পঁচিশটা। কী বলছিস রে! অবাক হয়ে গেলেন কংগ্রেসের চাণক্য, 'আমাকে যে ওরা বলছে আরও বেশি।' ওরা বলতে দলের স্থানীয় মাথা আর অনুগতজনেরা।

তখন ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্য হয়নি। লালুপ্রসাদের জনতা দলের লড়াই ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে। তখন বিহারের মোট আসন ৩২৪। শেষপর্যন্ত সেবার কংগ্রেস পেয়েছিল ২৯টা। সেই যে কংগ্রেসের শনির দশা শুরু হল বিহারে, তা আর কাটল না। এখন অবস্থা যা, তাতে ভোটের রেজাল্ট বেরোলে কংগ্রেসকে খুঁজে বের করতে হয়। এবারও তাই। ৬১ আসনে লড়ে কংগ্রেসের হাতে মাত্র হাফ ডজন।

কংগ্রেসকে ঢের পিছনে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছে বিজেপি, নীতীশ কুমাররা! জাতপাতের অঙ্কে পিছিয়ে পড়েছে কংগ্রেস। একের পর এক ভোটে হারতে হারতে হারার অভ্যেস করে ফেলেছে শতাব্দীপ্রাচীন দলটা। হাতেগোনা একটি-দুটি রাজ্যে টিমটিম করে সরকারে টিকে রয়েছে এখন। বিহারে এবার অভূতপূর্ব হারের পর তারা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছে বলে জানা যাচ্ছে, যেমনটা প্রত্যেকবার হয়ে থাকে।

রাহুল সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, এই লড়াই গণতন্ত্র এবং সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। কংগ্রেস এই ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই আরও জোরদার করবে। সঙ্গে অবশ্যই বলেছেন ভোট চুরির কথা, নির্বাচন কমিশনের কথা। কবেই জমিদারি গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে শুধু জমিদারি মেজাজ।

এরপর দশের পাতায়

প্রেমিকের গলায় কোপ প্রেমিকার বাবার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৭ নভেম্বর : সোমবার আচমকা ফালাকাটা থানায় হাজির হন বছর চব্বিশের এক তরুণ। তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। হাতের আঙুলও কেটেছে। ওই অবস্থায় সটান ঢুকে পড়েন আইসি'র চেম্বারে। তরুণের এমন পরিস্থিতি দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যান অন্য পুলিশকর্মীরা। অবাক হন আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যও। পরে পুলিশ জানতে পারে প্রেমিকার বাবা ওই তরুণকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করেছেন। তবে পুলিশ তড়িঘড়ি জখম তরুণকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

ঘটনা ফালাকাটার ৬ মাইল এলাকার। প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে বছর উনিশের তরুণীর প্রণয়ের সম্পর্ক ৫-৬ বছরের পুরোনো। ছেলেটি পেশায় গাড়ির চালক। বাড়িতে কৃষিকাজও করেন। এদিকে, কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার। প্রেমের সম্পর্ক মেনে নেননি মেয়ের বাড়ির লোকজন। তাই এদিন সকালে বাধ্য হয়ে ছেলের বাড়িতে চলে আসেন ওই তরুণী। তারপর সেই বাড়িতেই পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই সময় আচমকাই সেখানে চড়াও হন মেয়ের বাবা। অভিযোগ, তাঁর হাতে ছিল ছুরি ও হাঁসুয়া। প্রথমে তিনি নিজের মেয়েকেই মারতে উদ্যত হন। তবে মেয়ে কোনওভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে বেঁচে যান। এরপর সবার সামনেই ছেলের হাতে কোপ মারেন বলে অভিযোগ। তাঁকে বাঁচাতে এক প্রতিবেশী এগিয়ে এলে তিনিও সামান্য জখম হন। পরে ছেলের মাকেও লাথি মারেন বলে অভিযোগ। তবে ছেলের ওপর আক্রমণ শুধু একবার নয়। দু'বার করা হয়। বাড়ির বাইরে ওই তরুণকে দ্বিতীয়বার ছুরি দিয়ে গলায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। তখনই আলোচনা ভেস্তে যায়। এরপরই সোজা থানায় যান প্রেমিক। ফালাকাটা থানার আইসি বলেন, 'ছেলেটি আমার চেম্বারে যখন এসেছিল তখন গলা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তাই তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকায় পুলিশ গিয়েছে। মেয়ের বাবা পলাতক। তাঁকে খোঁজার চেষ্টা চলছে।'

ওই তরুণকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে পরিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তরুণকে ভর্তি করে। এখন সেখানেই আছেন তাঁর প্রেমিকাও। ফোনে প্রেমিকার বক্তব্য, 'বাবা প্রথমে আমাকেই মারতে চেয়েছিল। আমাদের ৫-৬ বছরের সম্পর্ক। বাড়ির লোকজন অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাইছিল। তাই আমি ওর বাড়িতে চলে আসি। কিন্তু আমাকে মারতে না পেরে বাবা ওকে আক্রমণ করে। আমি ওর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাব। বাপের বাড়িতে আর যাব না।' চিকিৎসাধীন ওই তরুণের শারীরিক পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল। ফোনে ওই তরুণের মা বলেন, 'আমার ছেলে তো কোনও দোষ করেনি। মেয়েটিই বাড়িতে চলে আসে। পঞ্চায়েতকে ডেকে আলোচনা করছিলাম। তখনই মেয়ের বাবা এসে এভাবে আক্রমণ করলেন।'

এমন ঘটনায় তাজ্জব বনে গিয়েছেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য পরেশ বর্মন। এরপর দশের পাতায়

আচমকা চড়াও

■ প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে বছর উনিশের তরুণীর প্রণয়ের সম্পর্ক ৫-৬ বছরের পুরোনো

■ কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার

■ বাধ্য হয়ে ছেলের বাড়িতে চলে আসেন ওই তরুণী

■ পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল

■ আচমকাই সেখানে চড়াও হন মেয়ের বাবা

মহিলাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করল হাতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ নভেম্বর : সোমবার রাতে এলাকায় হাতি ঢুকেছে বলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। হাতি তাড়ানোর চেষ্টা যেমন চলছিল, তেমনই এলাকায় বুনো দেখতে ভিড় করেছিলেন স্থানীয়রাও। বাকিদের মতোই রাস্তায় বেরিয়েছিলেন বোলো ঝা। সেই হাতি দেখতে বের হওয়াটাই কাল হল পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বোলোর। মূর্তিমান যমদূতের মতো সেই হাতি টেনে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে দিল বোলোকে। সোমবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বীরপাড়া থানার রামঝোরা চা বাগানের বাবুবাসা লাইনে। ঘটনাস্থলের আশপাশে দলমোড়, ধুমচি ও খয়েরবাড়ির জঙ্গল রয়েছে। ঘাতক হাতিটি কোন জঙ্গল থেকে চা বাগানে এসেছে তা স্পষ্ট নয়। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতিটি।

ওই ঘটনার পর একদিকে এলাকায় যেমন ব্যাপক আতঙ্ক রয়েছে, তেমনই ব্যাপক উত্তেজিত স্থানীয়রা। ৩৮ বছর বয়সি ওই মহিলা হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এরপরই দলে দলে লোক ভিড় করেন ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বীরপাড়া থানার পুলিশ। পরে বন দপ্তরের লঙ্কাপাড়া রেঞ্জের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে যান। রামঝোরা চা বাগানটি লঙ্কাপাড়া এবং মাদারিহাট রেঞ্জের এলাকাভুক্ত। খবর পেয়ে মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ও ঘাতক হাতিটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন সাংসদ মনোজ টিগ্গাও। তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য বাদল তুরি জানান, হাতিটি রাত সওয়া আটটা নাগাদ কারখানা লাগোয়া বাবুবাসা লাইনে হানা দেয়। এলাকার বাসিন্দা জয়হিন্দ গোঁসাই বলেন, 'অনেকে বাজি ফাটিয়ে হাতি তাড়াচ্ছিলেন। স্থানীয়দের অনেকেই হাতি দেখতে বের হন। ওই সময় রাস্তায় বেরিয়েছিলেন বোলোও। হঠাৎ হাতিটি তাঁকে আক্রমণ করে। বোলো পালানোর সময় পাননি।'

রামঝোরার বাসিন্দা বোলোর বিয়ে হয়েছিল রাঙ্গালিবাজানার আমবাড়িতে। ওই এলাকাতেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন তিনি, জানান জয়হিন্দ। তিনি বলেন, 'বোলোর মা ক্যানসারে ভুগছেন। অসুস্থ মাকে দেখতে বাপের বাড়ি এসেছিলেন তিনি।'

পঞ্চায়েত সদস্য বাদল বলেন, 'ঘটনার পরই আমি বন দপ্তরে খবর দিই। মানুষ উত্তেজিত। কারণ হাতির হানায় প্রতি রাতেই আতঙ্কে কাটাতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই বাড়িঘর ভাঙচুর করছে হাতি।' স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যা থেকেই হাতিটি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল।

এরপর দশের পাতায়

ঘটনার পর স্থানীয়দের ভিড় রামঝোরা চা বাগানের বাবুবাসা লাইনে।

মর্মান্তিক

■ বীরপাড়া থানার রামঝোরা চা বাগানের বাবুবাসা লাইনে হাতি বের হয়

■ হাতি তাড়াতে এলাকাবাসী হল্লা শুরু করে, লোকজন জড়ো হয়

■ হাতি দেখতে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন বোলো ঝা

■ তখন তাঁর ওপরই হামলা চালায় হাতি

পাহাড় নিয়ে সংঘাত, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর ফের চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

মধ্যস্থতাকারীর কাজ শুরু দিল্লিতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : রাজ্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত মধ্যস্থতাকারী কাজ শুরু করেছেন। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের নির্দেশিকা বাতিল করার দাবি জানালেন তিনি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) অ্যাক্ট লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দেশের সংবিধানের কোনও ধারাতেই এভাবে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের কথা বলা নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গও যে কেন্দ্রের ওই অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না তাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এমন অবস্থানকে পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা স্বাগত জানালেও বিজেপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে।

এব্যাপারে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে কেন্দ্র কোনওভাবেই পাহাড় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ঘটনায় রাজ্য বিরোধিতা করেছে। ফলে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অফিস খুলে বা পাহাড়ে এসে তিনি আর কী করবেন?' অন্যদিকে বিরোধীদের বক্তব্য, কেন্দ্র জিটিএ ব্যবস্থায় খুশি নয়। তাই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। এতে সমস্যা কোথায়? গত ১৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ করেছে। যা নিয়ে বর্তমানে শুধু পাহাড়ই নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও তোলপাড়।

রাজ্য বনাম কেন্দ্র

- দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত মধ্যস্থতাকারী কাজ শুরু করেছেন
- ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে নির্দেশিকা বাতিল করার দাবি জানালেন
- মুখ্যমন্ত্রীর এমন অবস্থানকে পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা স্বাগত জানায়
- তবে বিজেপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে

রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা না বলে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে গত ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। মমতা লিখেছিলেন, দার্জিলিং পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের অংশ। অথচ রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে কেন্দ্রের তরফে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার প্রক্রিয়া সংবিধান বিরোধী। জিটিএ অ্যাক্টেও এমন সুযোগ নেই এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। তাই দ্রুত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠি পাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অফিসে চিঠি দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়। তবে ওই মধ্যস্থতাকারী ইতিমধ্যেই অফিস চালু করেছেন বলে নবান্নের কাছে খবর রয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা মহেন্দ্র ছেত্রীর বক্তব্য, 'জিটিএ চুক্তিতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সই করেছিল। এখন কেন্দ্র এবং মোর্চা দু'পক্ষই জিটিএ ব্যবস্থায় খুশি নয়। তাই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ হয়েছে। রাজ্য বিরোধিতা করলেও কিছু যায় আসে না। কারণ কেন্দ্রের পদক্ষেপকে পাহাড়ের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।' অন্যদিকে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। জিটিএ চুক্তিতেও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আলোচনা চলবে বলে লেখা রয়েছে। কাজেই পাহাড়বাসীর স্বপ্ন পূরণে আলোচনার রাস্তা খুললে তা তো ভালো কথা। মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা না করে স্বাগত জানানো উচিত।' এদিকে, রাজ্যের অবস্থানে ক্ষুব্ধ বিজেপিও। দলের দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে যত কম কথা বলবেন ততই ভালো।'

রামকৃষ্ণ মিশনে শিশু সপ্তাহ

বৈষ্ণবনগর, ১৭ নভেম্বর : সোমবার কালিয়াচক-৩ ব্লকের দাঁড়িয়াপুর ভাদুটোলায় পালিত হল শিশু সপ্তাহ।

এদিন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৃজনশীল বিকাশকে কেন্দ্র করে সারাদিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্যাকেটজাত ও রংযুক্ত খাবারের ক্ষতিকর প্রভাব, ট্রাফিক সিগন্যালের গুরুত্ব, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শংসাপত্র

গাজোল, ১৭ নভেম্বর : উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ পেলেন ১৫ জন ব্যক্তি। ক্ষুদ্র বস্ত্রশিল্পের ওপরে ৩৩ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পাশ করেছেন ২৭ জন। সোমবার দুপুরে গাজোলের ধরণী ধর সরকার অতিথি নিবাসের সভাগৃহে তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

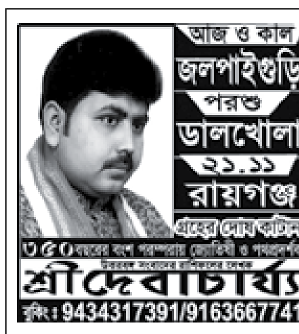

e-Tender

Executive Engineer. WBSRDA, Uttar Dinajpur on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Projects under Urgent Road Repair** in the district of Uttar Dinajpur vide eNIT No. **WBSRDA/URR/12 of 2025-26 [1st Call].** Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in. on & from 18.11.2025 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 12.12.2025 upto 16.55 Hrs for the aforesaid eNIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA. Uttar Dinajpur Division

Quotation

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation vide APAS Quotation no- 03, Memo No- 3631/M, Dated-17/11/2025 for different types of Development works (Apas) under Jalpaiguri Municipality. Last date of bidding dated: 24/11/2025 at 3.00 P.M Details which are available in the official notice board.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

নিলাম নোটিশ

যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি রানিডাঙ্গা/সীমান্ত মুখ্যালয়/ক্ষত্রিয় মুখ্যালয় রানিডাঙ্গা, পিন- ৭৩৪০১২, জেলা- দার্জিলিংয়ে, নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়ে অব্যবহারযোগ্য স্টোর্সের নিষ্পত্তির জন্য প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে, স্থান ঃ ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্প রানিডাঙ্গা, ডাকঘর, সুশ্রুতনগর, জেলা- দার্জিলিং (পঃবঃ), তারিখ ও সময় - ২১/১১/২০২৫ ১০.০০ ঘটিকা। সকল দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিগণকে অতএব নিলামে নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী নিলামের নিয়ম অনুসারে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। নিয়ম ও শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ এসএসবি ওয়েবসাইট https://ssb.gov.in কন্ট্রোল রুম নং - 9435756308 এতে পাওয়া যাবে।

তরফে কমাডান্ট
৪১তম ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সীমাবল
রানিডাঙ্গা

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ, কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph:- 8250106017. (C/119134)

শিলিগুড়ি সেবক রোড, চেক পোস্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী)। বেতন : 10,000/- - 11,500/-. (M):- 8797633557. (C/119134)

Required Computer teachers for Vivekananda Sishu Mandir, Vivekananda Sishu o Vidyamandir, Malda. Cont : 91263-36407. (C/119134)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35 এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. 8016140555. (C/119327)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ডে নাম Jiten Das আছে গত 16-05-2025 তারিখে নোটারী পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Domashu Das এবং Jiten Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118591)

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 10860/14 তাং 26-05-2014 নাম ভুল থাকায় গত 11.11.25, J.M. 2nd চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার ছেলে Iftikar Alam এবং Iftikar Alam (Ayan) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। - Md Jahangir Alam, S/o-Talebul Islam, পূর্ব তালসুর, বাঘুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা। (S/T)

আমি Bikash Ghosh S/o-Suren Ghosh. Vill- Khaihatta, P.O.- Mangalbari, P.S+Dist- Malda. আমার প্যান কার্ডে যার নং AMLPG 2153P. আমার বাবার নাম ও আমার জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 12/11/2025 তারিখে E.M Court মালদায় অ্যাফিডেফিট বলে ভুল সংশোধন করে Bikas Ghosh S/o- Surendra Nath Ghosh থেকে Bikash Ghosh S/o- Suren Ghosh করা হল। এবং আমার জন্ম তারিখ 05/08/1980 থেকে 10/08/1986 করা হল। Bikas Ghosh S/o- Surendra Nath Ghosh ও Bikash Ghosh S/o-Suren Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115438)

জাতীয় সড়কে গাড়ির চাকায় পিষ্ট চিতাবাঘ।

গাড়ির ধাক্কায় ফের মৃত্যু চিতাবাঘের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : গাড়ির ধাক্কায় ফের মৃত্যু হল বন্যপ্রাণীর। সোমবার দুপুর নাগাদ গরুমারা সেন্ট্রাল ওয়ান ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের সুরক্ষিত ৫ নম্বর কম্পার্টমেন্টের মাঝে জাতীয় সড়কে একটি চিতাবাঘের পিষে যাওয়া দেহ উদ্ধার হয়েছে। বন দপ্তর জানাচ্ছে, চিতাবাঘটির মৃত্যুর পর সেটির ওপর দিয়ে এতবার গাড়ির চাকা গিয়েছে যে চিতাবাঘটি মর্দা না মাদি তা চিহ্নিত করা যায়নি। এনিয়ে পরপর দু'দিনে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝের জাতীয় সড়কে তিনটি বুনোর মৃত্যু হল। যদিও উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'গাড়িগুলিকে চিহ্নিতকরণ করার চেষ্টা চলছে।'

এদিন প্রায় থেঁতলে যাওয়া চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাণীটি পূর্ণবয়স্ক ছিল না। ময়নাতদন্ত করার পর সেটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গত কয়েক বছরে গাড়ির ধাক্কায় একের পর এক বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ সহ একাধিক ছোট-বড় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবারও জঙ্গলের এই পথে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি সম্বর ও একটি মাদি বার্কিং ডিয়ারের দেহ উদ্ধার হয়। দুটি প্রাণীরই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল। পরের দিনই ওই ঘটনাস্থল থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে ফের একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। এভাবে জাতীয় সড়কের ওপর একটি বন্যপ্রাণীর দেহ পড়ে থাকার পরও তার ওপর দিয়ে কীভাবে একের পর এক গাড়ি চলে গেল তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে? অভিযোগ, ওই পথে গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট গতির মাত্রা ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটলেও সেব্যাপারে নজরদারি করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। দীর্ঘদিন থেকেই পরিবেশপ্রেমীদের দাবি ছিল যাতে রাতে ওই পথে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সীমান্তে চিন্তা বাংলাদেশিদের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : প্রতিদিনের চেনা ছবিটা সোমবার যেন কিছুটা অন্যরকম। মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতার যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। প্রতিদিন প্রচুর বাংলাদেশি ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু সোমবার সেই যাতায়াত উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। এদিন আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনালের বিচারে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ এসেছে। সোমবার দুপুরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চিন্তিত রোজ করিডর ধরে এপারে আসা বাংলাদেশিরাও। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এমন সাজা ঘোষণায় তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। এদিন তিনবিঘা করিডর পার হওয়া বাংলাদেশের এক টোটোচালক বললেন, 'বাংলাদেশ আরও উত্তপ্ত হবে। আমাদের রুটিরুজিতেও তার প্রভাব পড়বে।'

অন্যদিকে, রংপুর থেকে এদেশে বেড়াতে আসা একটি পরিবারও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বধূর মতে, হাসিনার আমলেই অনেক রাস্তাঘাটের কাজ হয়েছে। তার পরে উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। অন্যদিকে, বিপরীত মতও পোষণ করেছেন অনেকে। দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতার দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে করিডর পার হওয়া আরেক ব্যক্তির বক্তব্য, 'শেখ হাসিনার নির্দেশে রংপুরে শহিদ আবু সাহিদের মতো হাজার হাজার ছাত্র-যুবদের রক্ত ঝরেছে। তাই তাঁর ফাঁসির সাজাই যথাযথ বিচার।' আবার বাইকে তিনবিঘা করিডরে আসা ফিরোজ আলম নামে আরেক তরুণ প্রশ্ন ছুড়লেন, 'শেখ হাসিনাকে নিয়ে শুধুই রাজনীতি চলছে। তিনি যদি ভারতে থাকেন, তবে কীভাবে তাঁর ফাঁসি দেওয়া হবে?' চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভিসাধারী পর্যটকদের যাতায়াত সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা কমছে। ওপারের রংপুর থেকে কোচবিহারে মেয়ের বাড়ি যেতে আসছিলেন ষাটোর্ধ্ব ভারতীরানি রায়। তিনি চোখের চশমা খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবশ্যই খুব খারাপ লাগছে। এতদিন দেশকে আগলে রাখার পর এটাই কি প্রাপ্য!'

ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে হাতিবান্ধার এক স্কুল শিক্ষক আবার বললেন, 'এখনও আমাদের ওদিকে বড় কোনও গোলমাল নেই। মোটামুটি শান্তিতে আছি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে জানা নেই।' তাঁর মতে, এর থেকে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। কারণ, ওই দেশেই থাকতে হবে।

তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশিদের স্বাভাবিক যাতায়াত। সোমবার।

আশঙ্কা

- মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতার যোগাযোগ সম্পন্ন হয়
- প্রতিদিন প্রচুর বাংলাদেশি ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন
- এদিন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশে চিন্তিত রোজ করিডর ধরে এপারে আসা বাংলাদেশিরাও

পণ্যবাহী ট্রেনে সজাগ 'দৃষ্টি'

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পণ্যবাহী ট্রেন থেকে সামগ্রী চুরি ঠেকানোই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল 'দৃষ্টি' নামে এআইভিত্তিক নতুন একটি নজরদারি ব্যবস্থা চালু করছে। গুয়াহাটি আইআইটি'র তৈরি এই দেশীয় প্রযুক্তি ইতিমধ্যে সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে।

গত বছর ১৯ নভেম্বর গুয়াহাটি আইআইটি'র সঙ্গে এ বিষয়ে মৌ স্বাক্ষর করেছিল উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'মালবাহী ট্রেনের বগিগুলিতে দৃষ্টি নামে এই এআইভিত্তিক যন্ত্রটি বসানো থাকবে। এটি দিয়ে চলন্ত ট্রেনেও হাইস্পিড ছবি তোলার পাশাপাশি জোরালো নজরদারি সম্ভব হচ্ছে। সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিংয়ের সময় কোনেও বগির দরজা খোলা থাকলে যন্ত্রটি অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়েও দেবে।' চলতি মাসের শেষ দিকে মালগাড়িতে এই যন্ত্রগুলি স্থায়ীভাবে বসানো হবে বলে রেলের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tenders are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. **e-NIT NO: DHUPGURI/BDO/NIT-007/2025-26,** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit **www.wbetenders.gov.in** and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

e-TENDER NOTICE
Office of the BDO&E.O.,
Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO **BANARHAT/BDO/NIT-015/2025-26.** Last date of online bid submission 11/12/2025 Hrs 11.00 A.M. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই নিলাম ক্যাটালগ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ সিএটিজি-এমএলডিটি-ডিইসি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০১.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট।

মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টল-এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ এএ/১, সিএটিজি- এমএলডিটি-ডিএনআরই- জিএমইউ-২-২২-১, ধনৌরী। এএ/২, সিএটিজি- এমএলডিটি- ডিআরটিপি-জিএমইউ-৫-২২-১, দশরথপুর। এএ/৩, সিএটিজি- এমএলডিটি- এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১, নিমতিতা। এবি/১, সিএটিজি- আরপিইউআর-এসএমইউ-১০-২৪-১, রতনপুর। এবি/২, সিএটিজি- এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-এসএমইউ-৬৬-২৪-১, বারহারওয়া। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-230/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), পীরপৈন্তী (পিপিটি) এবং মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউ-এমএলডিটি-২৫-১৩। নিলাম শুরু ঃ ০১.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ।
(১) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি -টিওআই-৫০-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর।
(২) পিএনইউ -এমএলডিটি- এসজিজি -টিওআই-৪১-২৫-২ এবং সুলতানগঞ্জ।
(৩) পিএনইউ -এমএলডিটি -পিপিটি -টিওআই-৩৪-২৫-১ এবং পীরপৈন্তী,
(৪) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি -টিওআই-৫১-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর।
(৫) পিএনইউ -এমএলডিটি- এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-১ এবং মুঙ্গের। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-228/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

লাজু-সুদেবকে একসঙ্গে বাড়ির দরজায় দেখে অবাক অনুভব!
কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ নায়ক, দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.০০ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বড়বউ, দুপুর ১.০০ মান মর্যদা, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ সখী তুমি কার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, দুপুর ১২.০০ স্বপ্ন, ২.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৯ দবং-থ্রি, ২.১৩ আরআরআর, বিকেল ৫.৩৯ হিট লিস্ট, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ১১.০০ ওয়েলকাম ব্যাক

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪২ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৪.৪৪ তিরঙ্গা, সন্ধে ৭.৩০ হিম্মতওর, রাত ৯.৪৮ কার্তিকেয় টু

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৪ মার্কেট রাজা, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৫.০২ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৯ অহো বিক্রমার্কা, রাত ১০.২৯ চন্দ্রমুখী

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৩ জিরো, বিকেল ৩.০৬ সালাম ভেঙ্কি, বিকেল ৫.২৫ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৭.২৭ ওমেরতা, রাত ১০.৫৫ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

শ্রীমান ভূতনাথ বিকেল ৪.০০
জলসা মুভিজ

আরআরআর দুপুর ২.১৩
জি সিনেমা

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি হতে পারে। মূল্যবান কোনও কাগজ হারিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃষ : পরিচিত কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্তদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মিথুন : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগের সুফল পাবেন। নিজের বা স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে। সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। বাড়ির কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হবে। সিংহ : স্কুলবেলার কোনও বন্ধুর সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। সামান্য কাজের জন্য বাইরের কোনও লোকের সাহায্য না নেওয়াই ভালো। কন্যা : অলসতার কারণে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হারাতে হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটলেও সন্ধের পর ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মন শান্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। বৃশ্চিক : বাড়ির সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ আলোচনা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সন্ধের পর ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্নপূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রু আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। মকর : জমি, বাড়ি কেনাবেচার শুভ দিন। উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক সাফল্যে উচ্চপদে চাকরি। প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কুম্ভ : ব্যবসা সম্প্রসারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিলে উপকৃত হবেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। মীন : নিকট আত্মীয়ের চক্রান্তে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ শুরু করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ কার্ত্তিক, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি অধিক, ২৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৪।৪৯। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী দিবা ৭।৩। স্বাতীনক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।৪৩। বণিজকরণ দিবা ৭।৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৫৯ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৪০ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৫ মধ্যে ও ৭।৩ গতে ১১।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৭ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।৪৫ গতে ৩।৩২ মধ্যে ও ৫।১৯ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাসমেলা শেষ, দোকান গোটাতে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : মেজবিলের রাসমেলায় মোগলাই, এগরোল ইত্যাদি ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়েছিলেন পল্লবী রায়। তিনি কোচবিহারের ঢাংঢিংগুড়ির বাসিন্দা। রবিবার রাতে মেজবিলের রাসমেলা শেষ হয়ে গেলেও তাঁর দোকানে এখনও অনেক জিনিস রয়ে গিয়েছে। সোমবার সকাল থেকে এই মেজবিলের রাসমেলায় দোকান ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। কোচবিহারের টাকাগাছ এলাকার বাসিন্দা মমতাজ বিবি এই রাসমেলায় মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন। তাঁকেও এদিন দোকান ভাঙতে দেখা যায়। যদিও মমতাজ এই মেলা থেকে দোকান গুটিয়ে পাড়ি দেবেন কোচবিহার জেলার আটপুকুরি এলাকার একটি মেলায়। সেখান থেকে প্রথমে ঘাটপাড়ের মেলা, তারপর কুশিয়ারবাড়ি রাসমেলায় যাবেন তিনি।

গত ৯ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহ্যবাহী মেজবিল রাসমেলা শুরু হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকার মধ্যে এটাই সবথেকে বড় রাসমেলা। রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মেলা শেষ হয়। ব্যবসায়ীরা এদিন ভোর হতেই একের পর এক দোকান ভাঙতে শুরু করেছেন। এই মেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় দুশোটি দোকান বসেছিল। মেলা শেষ হতেই স্থানীয়দের মন ভারাক্রান্ত।

ফালাকাটার এক ব্যবসায়ী বিক্রম সরকার এই মেলায় কাপপ্লেট ও খেলনার দোকান দিয়েছিলেন। বিক্রমের কথায়, 'এবছর মেলায় ভালো ব্যবসা হয়েছে। এখন ক'দিন বিশ্রাম নেব। তাই বাড়ি যাচ্ছি। ক'দিন পর কুশিয়ারবাড়ি রাসমেলায় ফের দোকান দেব।'

ব্যবসা ভালো হলেও ঠিক কত টাকা লাভ হয়েছে সেই হিসেব কিন্তু এদিন দিতে পারেননি অনেক ব্যবসায়ী। লতাপাতার বাসিন্দা নির্মল সরকার মেজবিলের মেলায় বই ও ফোটোর দোকান দিয়েছিলেন। এখান থেকে তিনি পাড়ি দেবেন দারিকামারির মেলায়। তিনি বলেন, 'এই মেলায় ব্যবসা করে যা লাভ হয়েছে সেই টাকা দিয়ে আবার নতুন কিছু জিনিস কিনব। অন্য মেলায় সেগুলি বিক্রি করব।' পল্লবী অবশ্য জানান, ব্যবসা করে বেশ ভালোই লাভ হয়েছিল। তবে সেই টাকা দিয়ে আরও খাবারের সামগ্রী কিনেছেন তিনি।

এই রাসমেলার মূল আকর্ষণ ছিল সার্কাস ও নাগরদোলা। সার্কাসের মালিক সানি চন্দ বলেন, 'সার্কাসের দলে মোট ২০ জন রয়েছেন। এখানে মোটামুটি ব্যবসা হয়েছে। মেলা শেষ হয়ে গেলেও সবকিছু গুটিয়ে আমাদের এখান থেকে যেতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।' অন্যদিকে, মেলায় যে নাগরদোলা, ব্রেকডান্স, নৌকা ইত্যাদি চড়ার জিনিস এসেছিল সেগুলি এখনও খোলা হয়নি।

মেজবিল রাসমেলা কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন মহন্তের কথায়, 'মেলার কয়েকদিন হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। ৫৬ বছরের পুরোনো এই মেলায় বহুদূর থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন। তাঁদের ব্যবসা ভালো হলে আমাদেরও ভালো লাগে।'

ভাঙা হচ্ছে মেজবিল রাসমেলার দোকানপাট। সোমবার।

একসঙ্গে।। হাতির পালের সঙ্গে গন্ডার ও বাইসন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে।

দুই কন্যা নিগ্রহে ধৃত ফেরিওয়ালা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৭ নভেম্বর : লেপতোষক বিক্রি করতে এসে দুই শিশুকন্যার ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠল এক ফেরিওয়ালার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে। মেয়ে দুটির পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়েই রবিবার রাতেই অভিযুক্ত ফেরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম মহিনুর রহমান। বাড়ি কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গিতালদহ এলাকায়। আর ওই দুই শিশুকন্যাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়।

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। এলাকায় যে সমস্ত ফেরিওয়ালারা আসছেন, তাঁদের ওপর নজরদারি চালানো হবে। তবে এব্যাপারে গ্রামবাসীদেরও সচেতন হতে হবে। গ্রামবাসীদের সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওই দুই শিশুকন্যার শারীরিক পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দিনহাটা থানার গিতালদহ এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি এলাকায় অনেকেরই মুখ চেনা। তিনি বিভিন্ন সময়ে ওই এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করতে আসেন। এখন শীতের মরশুম। গত কয়েকদিন ধরে মহিনুর এলাকায় ঘুরে ঘুরে লেপতোষক বিক্রি করছিলেন। মোটরসাইকেলে

করে লেপতোষক নিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করার সময় ওই দুই শিশুকন্যাকে একা পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যৌন নির্যাতন চালান বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার দুপুরে শামুকতলা থানা এলাকার একটি গ্রামে লেপতোষক বিক্রি করতে এসে অভিযুক্ত একটি বাড়িতে ঢোকেন। কিন্তু ওই সময় বাড়িতে বড় কেউ ছিলেন না। গৃহকর্তা ও কর্ত্রী জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে তাঁদের পাঁচ বছরের শিশুকন্যা ছিল। আর সে তখন পাশের বাড়ির নয় বছরের আরেক শিশুকন্যার সঙ্গে উঠোনে খেলাধুলো করছিল। বাচ্চারা জানায় যে তখন বাড়িতে কেউ নেই। সেকথা শোনার পর অভিযুক্ত ওই বাড়িতে দাঁড়ান। মোটরসাইকেল থেকে লেপতোষক নামিয়ে সেগুলো গোছাতে শুরু করেন। খানিকক্ষণ পরে দুই শিশুকন্যাকে কাছে ডাকেন। ফাঁকা বাড়িতে তাদের ওপর যৌন নির্যাতন চালান। তারপর হুমকিও দনয় যাতে তারা কাউকে কিছু না বলে। এসবের পর তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। কয়েক ঘণ্টা পর সেই শিশুটির বাবা-মা বাড়িতে আসে। তখন সে তাঁদের গোটা বিষয়টি জানায়। এরপরই দুই শিশুকন্যার বাবা-মা শামুকতলা রোড ফাঁড়িতে এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাতেই গ্রেপ্তার করেন শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক। সোমবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পাঁচ বছরের ওই শিশুকন্যার বাবা বলেছেন, 'আমরা বাড়ির পাশেই জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগ নিয়ে আমার কন্যাসন্তানের ওপর যে এই নির্যাতন চালিয়েছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

আলোচনা সভা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ মহকুমা শাসকের কনফারেন্স রুমে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা সভা করা হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা লিগ্যাল অথরিটির চেয়ারম্যান, সচিব ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা।

পাশাপাশি সেই আলোচনা সভায় যোগ দেয় জেলার বিভিন্ন প্রবীণ নাগরিক সংগঠনগুলি। মূলত সিনিয়ার সিটিজেনদের সুযোগসুবিধা ও তাঁদের অধিকার নিয়ে এই আলোচনা সভায় বক্তারা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সভায় বিভিন্ন প্রবীণ নাগরিক সংগঠন মিলিয়ে ৫০ জনেরও বেশি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

ডুয়ার্সকন্যায় পড়ুয়ারা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কালচিনি, কুমারগ্রাম ও মাদারিহাট চা বাগান এলাকার অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ২১ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে 'এক্সপোজার ভিজিট' করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)'। সোমবার তাদের ডুয়ার্সকন্যার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে তাদের মতবিনিময় করানো হয়।

বিদ্যালয়ভিত্তিক নিরাপত্তা, শিশুদের নিরাপত্তা ও শিশুদের অধিকার, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য

এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে পড়ুয়াদের অবগত করা হয়। স্কুলে ড্রপআউট ঠেকানো, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্লকভিত্তিক চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তার জন্য কাউন্সেলিংয়ের মতো নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে সংস্থার প্রতিনিধিদের তরফে টুম্পা বণিক জানান।

টুকরো খবর

একতা পদযাত্রা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কুমারগ্রাম বিধানসভার কামাখ্যাগুড়িতে একতা পদযাত্রা করে বিজেপি। ওই পদযাত্রায় অংশ নেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো প্রমুখ। মিছিল শেষে কামাখ্যাগুড়ি চৌরঙ্গিতে একটি পথসভা করা হয়। মনোজ বলেন, 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো ও প্রশাসনিক ঐক্যের রূপকার। তাঁর জীবনদর্শন আগামী প্রজন্মের পথপ্রদর্শক।'

প্রশিক্ষণ

কালচিনি, ১৭ নভেম্বর : এসএসবি ৫৩ ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে সোমবার থেকে কালচিনি ব্লকের নয়াবস্তি এলাকায় স্থানীয়দের মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওই প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করছে। এলাকার ২০ জন বাসিন্দাকে ২০ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্থানীয়দের স্বনির্ভর করতে এসএসবির তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যুগ্মভাবে প্রথম

কালচিনি, ১৭ নভেম্বর : কালচিনি থানা ময়দানে আয়োজিত জয় জোহরমেলায় অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রবিবার কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে কালচিনি ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির দুই পড়ুয়া রুদ্রনীল ঘোষ ও প্রিয়মদেব চক্রবর্তী। সোমবার পড়ুয়াদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই মেলা শেষ হয়েছে।

উন্মোচন

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : ২৮ নভেম্বর থেকে তিনদিনব্যাপী বক্সা পাহাড়ে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় এই উৎসবের পোস্টার উন্মোচন করা হয়। পোস্টার উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, অতিরিক্ত জেলা শাসক আদিত্যবিক্রম হিরানি, সপ্তর্ষি নাগ প্রমুখ।

বুনোর আক্রমণ

সোনাপুর, ১৭ নভেম্বর : গন্ডারের আক্রমণে এক মহিলা আহত হয়েছেন। রবিবার রাতে ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়ি গ্রামে ঘটেছে। বাড়ির পাশে ওই মহিলা আচমকা দুটি গন্ডারের সামনে পড়ে যান। একটি গন্ডার মহিলার হাতে কামড় দেয়। ওই মহিলাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিজেপির সভা

পলাশবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : পলাশবাড়ির একটি বেসরকারি স্কুলের মাঠে সোমবার বিজেপির সাংগঠনিক সভা হয়েছে। সেখানে কর্ণাটক থেকে দলের প্রতিনিধি অরুণ বিনারি, বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন উপস্থিত ছিলেন। দলের বিএলএ-২'দের নিয়ে এই সভা হয়েছে। সেখানে এসআইআর নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

উত্তর হলদিবাড়ি বিএফপি বিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। -সংবাদচিত্র

শিক্ষক বিএলও, লাটে শিক্ষা

আঁধারে পাঠশালা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১৭ নভেম্বর : কুমারগ্রামের উত্তর হলদিবাড়ির দুটি স্কুলে পড়াশোনা ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। একটি উত্তর হলদিবাড়ি বিএফপি স্কুল, অপরটি উত্তর হলদিবাড়ি নিউ প্রাইমারি স্কুল। দুই স্কুলেই পরিস্থিতির চাপে ঠিকঠাক ক্লাস করাতে পারছেন না প্রধান শিক্ষকরা। এর জন্য অবশ্য শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের ওপরমহলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে পাঠদানের পরিবর্তে অন্যান্য কাজ করানোয় লেখাপড়া লাটে উঠেছে।

বিএফপি স্কুলে পড়ুয়া ১৩৯ জন। প্রয়োজন ৫ জন শিক্ষক। বাস্তবে আছেন ৩ জন শিক্ষক। পার্শ্বশিক্ষক বানা ওরাওঁয়ের কাঁধে বিএলও-র দায়িত্ব। এসআইআর চলছে। তাই তিনি স্কুলে পা রাখার ফুরসত পান না। একজন সহশিক্ষকের পক্ষে প্রাকপ্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শতাধিক পড়ুয়ার ক্লাস নেওয়া অসম্ভব। একটি ক্লাসে গেলে বাকি ক্লাসের পড়ুয়ারা ফাঁকা বসে থাকে। তাই অফিসের নানা কাজ সামলে শ্রেণিকক্ষ ঘুরে ঘুরে পড়ান প্রধান শিক্ষক সুরজিৎকুমার দাস। এতে অফিসের কাজ এবং পঠনপাঠন কোনওটাই ঠিকঠাক হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষকের জন্য বারবার ওপরমহলে জানিয়েছি। লাভ হয়নি। বছর তিনেক হল স্কুলের গভীর নলকূপ অকেজো। পানীয় জলের সমস্যার কথা একাধিকবার তুলে ধরলেও নলকূপ মেরামতে কোনও পদক্ষেপ দেখছি না।'

এদিকে নিউ প্রাইমারি স্কুলঘরের অবস্থা বেহাল। অতীতের শিলাবৃষ্টিতে গোটা স্কুলঘর, মিড-ডে মিল রান্নার ঘর এবং ভাড়ার ঘরের টিনের শেড ফুটো হয়ে গিয়েছে। শৌচাগার ব্যবহারের অযোগ্য। ৩২ জন পড়ুয়ার জন্য খাতায়-কলমে ৩ জন শিক্ষক আছেন। তবে বাস্তব চিত্রটা আলাদা। সহশিক্ষিকা অণিমা বর্মন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। পার্শ্বশিক্ষিকা কল্যাণী দাস বিএলও-র কাজের চাপে স্কুলে আসছেন না। এমন পরিস্থিতিতে ব্লক প্রশাসন প্রধান শিক্ষক রামচন্দ্র ভগতকে অতিরিক্ত বিএলও করায় স্কুলের পঠনপাঠন শিকেয় উঠেছে। বেলা ১টায় মিড-ডে মিল পর্ব শেষে স্কুলের দরজায় তালা ঝুলিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। নিউ প্রাইমারি স্কুলে মূলত জলধাপাড়া নেপালিবস্তির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। গ্রামবাসী অনীতা শর্মা বলেন, 'বছরখানেক আগেও স্কুলের হতশ্রী দশা ছিল। শিক্ষকরা স্কুলে নিয়মিত আসতেন না। ক্লাস নিতেন না। নতুন প্রধান শিক্ষক আসার পর ৫ থেকে বেড়ে ৩২ জন পড়ুয়া হয়েছে। স্কুলটিকে বাংলা থেকে হিন্দি মিডিয়ামে পরিবর্তন করা হলে পড়ুয়ার সংখ্যা আরও বাড়বে।' হিন্দি মিডিয়াম করার পক্ষে সায় দিয়েছেন বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা, দীপেশ রেগমি, রবিনা রেগমি, বিনা ছেত্রী, কমলবাহাদুর ছেত্রী, ভোলানাথ ঘিমিরে, বিজেন্দ্র সাউ, কুশল মিঞ্জদের মতো অভিভাবকরা।

এনিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক লক্ষমনা গোলে বলেন, 'এসআইআর-এর জন্য বিএলও শিক্ষকদের চাপ বেড়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে বৈঠক করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। আর বাংলা থেকে হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পরিবর্তনের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনব।'

উত্তর হলদিবাড়ি নিউ প্রাইমারি স্কুল।

বাস্তব চিত্র

- উত্তর হলদিবাড়ি বিএফপি স্কুলে প্রয়োজন ৫ জন শিক্ষক, বাস্তবে আছেন ৩ জন
- এক পার্শ্বশিক্ষকের কাঁধে বিএলও-র দায়িত্ব, এসআইআর চলছে বলে স্কুলে আসেন না
- একজন সহশিক্ষকের পক্ষে একাধিক ক্লাস নেওয়া অসম্ভব
- অফিসের নানা কাজ সামলে শ্রেণিকক্ষ ঘুরে ঘুরে পড়ান প্রধান শিক্ষক
- উত্তর হলদিবাড়ি নিউ প্রাইমারি স্কুলে খাতায়-কলমে ৩ জন শিক্ষক আছেন
- এক সহশিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে, পার্শ্বশিক্ষিকা বিএলও-র কাজের চাপে স্কুলে আসছেন না

বিএলএ-কে হুমকি

দিনহাটা, ১৭ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকের পাথরশান গ্রামের ১৩০/৭-এর বিজেপি বুথ সভাপতি এবং বিএলএ-২'কে তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে হুমকির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের দিনহাটা-২ ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। বিএলএ-২ প্রসেনজিৎ বর্মনের অভিযোগ, গত মাসে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দীপক তাঁকে ফোন করে তৃণমূলে যোগ দিতে বলেন। যোগ না দিলে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। তারপর তিনি বাড়ি ছেড়ে শিলিগুড়িতে ছিলেন। ১৪ নভেম্বর ট্রেনে বাড়ি ফিরলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা স্টেশনেই তাঁকে মারধর করে মোবাইল ও টাকা ছিনতাই করে। প্রসেনজিৎ বলেন, 'দুষ্কৃতীরা আমাকে বলে ব্লক সভাপতির বাড়িতে এসে শাসকদলে যোগ দিলে মোবাইল পেয়ে যাব। রবিবার বিকেলে সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে যাই। সেখানে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে ই-মেল মারফত সাহেবগঞ্জ থানা ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়।' যদিও অভিযুক্ত দীপক প্রসেনজিতের অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

খুনের অস্ত্র কোথায়, ধন্দ দম্পতির মৃত্যুতে

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার থারুঘাটিতে দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ক্রমেই রহস্য বেড়ে চলেছে। ঘটনায় মৃত অণিমা রায় ও তপন রায়ের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, তপন তাঁর স্ত্রীকে খুন করে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজের গলায় আঘাত করেছিলেন। যদিও নিজের গলায় আঘাতের পর তপন সেই অস্ত্র কোথায় ফেলেছিলেন, সেই প্রশ্নই এখন দম্পতির পরিবার-পরিজনের। পুলিশের আত্মহত্যার দাবি অস্ত্র লোপাটের কাছে পরবর্তীতে ধোপে টিকবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, ঘটনাস্থল থেকে শুরু করে সাহু নদীর পাড় বরাবর সোমবার সারাদিন তল্লাশির পরেও সেই অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেননি তদন্তকারীরা। প্রশ্ন আরও রয়েছে। তপন যদি নিজের গলায় আঘাত করেন তাহলে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তাহলে পরবর্তীতে তপন দড়ি পেলেন কোথা থেকে? এসব উত্তর এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে না থাকায় পরিবারের লোকজন খুনের অভিযোগেই আরও জোর দিচ্ছেন। অণিমার দাদা ভবেশ মণ্ডল এদিনও বলেছেন, 'ওরা নিজেরা কোনওদিনই এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে না। আমরা

শিলিগুড়ি

প্রথম থেকেই এই কথা বলে আসছি যে ওদের খুন করা হয়েছে।'

পুলিশ ও পরিবার দম্পতির মৃত্যু নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেও ঘটনার পেছনের রহস্য কী, সে ব্যাপারে ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও অন্ধকারে রয়েছে দু'পক্ষই। ভবেশ বলেন, 'রবিবার দাহকাজ শেষ করে আমাদের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। তারপর আমরা সকলে মিলে বসে এর পিছনে রহস্য বের করার চেষ্টা করেছিলাম।'

এদিকে, এদিন দম্পতির পরিবারকে আশিঘর ফাঁড়িতে ডাকা হয়। পরিবারের সদস্যদের বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনার পেছনের কারণ আমাদের কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। তবে স্ত্রীকে খুন করে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।' স্ত্রীকে খুন করে ব্যক্তির আত্মহত্যার তত্ত্বই উঠে আসছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগ থেকেও। এদিকে, ওই দম্পতি বাড়ি ফেরার সময় কোনও দুষ্কৃতী চক্রের খপ্পরে পড়েছিলেন কি না, তা নিয়েও পরিবারের তরফে সংশয় হয়েছে। কারণ, রবিবারও দম্পতির ছেলে পাপনের দাবিমতো, তাঁর মায়ের গায়ে থাকা সোনার অলংকারগুলি পাওয়া যায়নি। সাহু নদীর ওই জায়গা ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি ঘিরে রেখেছে।

৮ কিমি রাস্তা ট্যাংকারের জল থেকে বঞ্চিত

ধুলোয় নাজেহাল হয়ে পথ অবরোধ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৭ নভেম্বর : সমস্যা সবারই। বহু এলাকাই মহাসড়কের ধুলোয় নাজেহাল। রাস্তার ধারের ঘরবাড়ি ধুলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে। তবে ধুলো রুখতে যখন ট্যাংকারে করে জল দেওয়ার পালা আসছে তখন শিশাগোড় থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত আট কিমি রাস্তা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। পলাশবাড়ি, মেজবিল এলাকায় রোজ ট্যাংকারে করে জল দেওয়া হলেও ওই আট কিমি রাস্তায় দিনে একবারও জল দেওয়া হচ্ছে না। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাস্তার ধুলোয় নাজেহাল অবস্থা সবার। স্কুল পড়ুয়া থেকে পথচলতি মানুষ অতিষ্ঠ। জ্বর, সর্দিকাশি তো লেগেই আছে।

অবরোধকারী মিঠুন সরকার ব্যবসার কাজে রোজ ফালাকাটা যাতায়াত করেন। তাঁর কথায়, 'আমি সর্দিকাশিতে ভুগছি। বাইক নিয়ে যাতায়াত করলে ধুলোয় গোটা শরীর সাদা হয়ে যাচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সাইনবোর্ড এলাকায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশের নির্দেশে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ট্যাংকার দিয়ে জল দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। আন্দোলনের আধ ঘণ্টা পরেই একটি ট্যাংকার এলাকায় এসে জল ছেটানো শুরু করে।

মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তর কথায়, 'ট্যাংকার কম থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তবে এখন নিয়মিত ফালাকাটার ওদিকেও জল দেওয়া হবে।'

শিশাগোড়, কদমতলা, বালুরঘাট, আসাম মোড়, গরম চা, রাইচেঙ্গা, সাইনবোর্ড, সন্তোষ দোকান, কিষান মান্ডি মোড় এলাকায় মহাসড়কের কাজ এখনও সেভাবে এগোয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, অথচ ওইসব এলাকায় যেখানে সেখানে মাটি ফেলে রাখা হয়েছে। চরতোর্ষা ডাইভারশনে সবথেকে বেশি ধুলো ওড়ে। এছাড়া, বালুরঘাট ও কদমতলা মোড়ের মাঝামাঝি একটি কালভার্টের কাজ হয়েছে। কিন্তু সেই কালভার্টের ওপর পিচের কাজ হয়নি। শুধু মাটি ফেলে রাখা হয়েছে।

একইভাবে আসাম মোড়ে কালভার্টের উভয় পাশের সংযোগকারী রাস্তায় পড়ে আছে মাটি আর পাথর। গরম চা বাসস্ট্যান্ডের পাশে রাস্তার একাংশে খানাখন্দ। সাইনবোর্ড বাসস্ট্যান্ডের সামনেও মাটি। রাস্তার কাজ এগোয়নি। সন্তোষ দোকান বাসস্ট্যান্ডের সামনেও একই পরিস্থিতি। দোলং নদীর ডাইভারশন বেহাল। ওইসব জায়গায় বাস, পণ্যবাহী গাড়ি দ্রুতগতিতে চললেই ধুলোর ঝড় ওঠে। স্থানীয়রা বলছেন, ঘূর্ণিঝড় মন্থার পর আর বৃষ্টি হয়নি। অথচ ফালাকাটার ওইসব এলাকায় দিনে একবারও জল দেওয়া হচ্ছে না।

তাই বাধ্য হয়ে এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ সাইনবোর্ড বাসস্ট্যান্ডে রাস্তায় বেঞ্চ ফেলে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। বাসিন্দা নিরঙ্গ মল্লিকের কথায়, 'বাচ্চারা এই রাস্তা দিয়ে রোজ যাতায়াত করছে। ধুলোয় ওদের অবস্থা খুবই খারাপ। অনেকেই জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগছে। তাই বাধ্য হয়ে এদিন অবরোধ করা হয়।' একই কথা বলেন আন্দোলনকারী বিষ্ণুপদ সরকার। খবর পেয়ে এলাকায় আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ। প্রথমে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠেনি। তারপর পুলিশের তরফে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। জল দেওয়ার আশ্বাসের পর দুপুর একটা নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, পলাশবাড়ি, মেজবিল এলাকায় রাস্তার কাজ চলছে। তাই নিয়মিত জল দেওয়া হচ্ছে। ফালাকাটার ওদিকে কাজ সেভাবে এগোচ্ছে না। তবে এখন সেখানেও জল দেওয়া হবে।

মহাসড়ক অবরোধ ফালাকাটার সাইনবোর্ডে। সোমবার।

প্রবীণদের সহায়তা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির (ডব্লিউবিডিএলএসএ) উদ্যোগে সোমবার কামাখ্যাগুড়ি তপোবন হোমে একটি বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভায় সন্তানদের কাছে অবহেলিত প্রবীণদের আইনি সহায়তার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২০০৭ সালের 'মেইনটেনান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়ার সিটিজেনস অ্যাক্ট' অনুযায়ী যে কোনও সন্তান তার বাবা-মাকে আর্থিক, চিকিৎসাগত ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বাধ্য। এই দায়িত্ব এড়ালে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।

প্রবীণদের অনেকেই আর্থিক সমস্যা, শারীরিক দুর্বলতা ও সামাজিক ভয়ে অভিযোগ করতে পারেন না। তাঁদেরকেই বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ, আইনজীবী নিয়োগ ও মামলা পরিচালনার সুবিধা দেয় ডব্লিউবিডিএলএসএ। সভায় উপস্থিত ডব্লিউবিডিএলএসএ-র সচিব শ্বেতা শ্রীবাস্তব বলেন, 'যে কোনও প্রবীণ মানুষই তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনার কথা আদালতকে জানাতে পারেন। এবিষয়ে এই আইন নিয়ে প্রবীণদের মধ্যে আরও সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের এই আলোচনা সভার উদ্যোগ। তাঁদের লড়াইয়ে আমরা সবরকমভাবে পাশে আছি।'

দাবিপত্র

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ নভেম্বর : ভারতভুক্তি চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার মেখলিগঞ্জের ভূমিপুত্রদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন সোমবার চ্যাংরাবান্ধা বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে একটি দাবিপত্র দিয়েছে।

ভালো আছি।। কোচবিহারের টুপামারি গ্রামে ছবিটি তুলেছেন দেবজিৎ বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফর্ম পূরণে লাইন তেন্দুদের বাড়িতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় সমস্যা হচ্ছে। ফর্মের কোন অংশে কী লিখতে হবে সেটা নিয়ে অনেকেই ধন্দে। বক্সায় ভাষার সমস্যা সেটাই যেন আরও একটু বেশি বড় আকার তৈরি করছে। তবে কাজ সহজ করছেন তেন্দুদের মতো অনেকেই।

বহুভাষীর ডুয়ার্সে এসআইআর-এর বাংলা এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। যা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সমস্যা তো রয়েছেই। আর আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দাদের কাছে এই সমস্যা যেন সবথেকে বেশি। ডুকপা ও নেপালিদের বেশি বসবাস পাহাড়ি গ্রামগুলিতে। সেখানে বাংলা ভাষায় ছাপানো ফর্ম অনেকেরই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। এই যেমন বক্সা পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট এলাকার বাসিন্দা তেন্দু ডুকপা। লেপচাখা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের এই পার্শ্বশিক্ষকের বাড়িতে প্রতিদিনিই ভিড় করছেন বক্সার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতে বসে যেমন ফর্ম ফিলআপ করে দিচ্ছেন তেন্দু, তেমনই আবার অনেকের বাড়িতে গিয়েও করে দিচ্ছেন ফর্ম ফিলআপের কাজ।

এ নিয়ে তেন্দু যেমন বলেন, 'আমরা বলেছিলাম ইংরেজি ফর্ম দিতে। সেটা পূরণ করা অনেকটাই সহজ ছিল। বক্সার বাসিন্দারা বেশিরভাগই বাংলা অক্ষর চেনেন না। সে কারণেই আমাদের কাছে সাহায্য চাইছেন। আমরাও যতটা পারছি মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।' বক্সা পাহাড়ে বাংলা বলতে পারেন এরকম অনেকেই রয়েছেন। তবে হাতেগোনা কয়েকজনই রয়েছেন যাঁরা বাংলা ভাষা লিখতে বা পড়তে পারেন। সে কারণেই তেন্দুদের মতো যাঁরা বাংলা ভাষায় সাবলীল তাঁদের কাছে অনেকেই পৌঁছে যাচ্ছেন। পাহাড়ের এক বাসিন্দা পেম ডুকপা বলেন, 'এমনিতেই এসআইআর বিষয়টি নিয়ে আমরা ধন্দে রয়েছি। সেই জায়গায় আবার বাংলায় ফর্ম দেওয়া হয়েছে। সেটা অনেকটাই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। কাজ আরও কঠিন হল। ইংরেজি ফর্ম হলে পূরণ করতে অনেক সহজ ছিল। কমবেশি অনেকেই সেটা পড়ে লিখতে পারত।'

কালোনুনিয়া চাষে লাভের মুখ দেখছে বিশ্বনাথপাড়া

সমীর দাস

কালচিনি, ১৭ নভেম্বর : নামের সঙ্গে 'কালো' শব্দ যুক্ত হয়েছে ঠিকই। তবে স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় কালোনুনিয়া ধান উত্তরবঙ্গের পরিচিতিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারি জিআই ট্যাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই ধান থেকে উৎপন্ন চাল। আসলে ধানের ওপরের অংশ কালো রঙের বলেই নুনিয়ার সঙ্গে কালো শব্দটি জুড়ে গিয়েছে, বলছেন স্থানীয় কৃষকরা। চারা রোপণের সাড়ে তিন মাস সময়ের মধ্যে সোমবার এবছরের প্রথম ধান কাটা শুরু করলেন কালচিনি ব্লকের বিশ্বনাথপাড়ার কৃষকরা। ধান রোপণের দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, কৃষি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) রজত চট্টোপাধ্যায়, কালচিনি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা প্রবোধকুমার মণ্ডল। এদিন ধান কাটার প্রথম দিনেও তাঁরা প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়ে কৃষকদের কালোনুনিয়া চাষে উৎসাহিত করেছেন। মাঝেমধ্যে তাঁরা এলাকায় পরিদর্শনও করেছেন। জেলা পরিষদ সভাধিপতির বক্তব্য, 'কৃষি দপ্তরের তরফে কৃষকদের কালোনুনিয়া চাষের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ায় এবছর ভালো ফলন হয়েছে।' মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা জানান, কৃষকদের আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নতমানের ধানের বীজ, জৈব সার দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ঘনশ্যাম ছেত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অন্য বছর বিঘা প্রতি ৫-৬ মন কালোনুনিয়া ধান উৎপন্ন হয়। এবছর আশা করা হচ্ছে বিঘা প্রতি ৮ মন ধান উৎপন্ন হবে। তাঁর নিজের ৪ বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করেছিলেন। ওই ধানের এতটাই চাহিদা যে, কাটার আগেই পাইকাররা আগাম ধানের বুকিং করেছিলেন। এবছর ধানের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি ধানের মানও বেড়েছে। সেজন্য কিছু ধান রেখে আগামী বছরের জন্য ধানের চারা তৈরি করবেন বলে স্থির করেছেন। কৃষক ঘনশ্যাম মাঝিকে এ বছরের কালোনুনিয়া চাষ নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, 'অন্য ধান রোপণ করলে ধানের মূল্য ৭০০-১০০০ টাকা প্রতি মন দাম পাওয়া যায়। তবে কালোনুনিয়া ধানের দাম পাওয়া যাচ্ছে ২০০০ টাকার ওপরে প্রতি মন। এতে এলাকার কৃষকরা যথেষ্ট উৎসাহিত এই ধান চাষ করা নিয়ে।' এলাকার প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে এবছর কালোনুনিয়া ধানের চাষ হয়েছে। ৩১ জুলাই তাঁরা ধানের চারা রোপণ করেছিলেন। আর সোমবার থেকে ধান কাটা শুরু করেছেন।

কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, বিশ্বনাথপাড়া ছাড়াও সাতালি নাকডালা, মেন্দাবাড়ি ও রাজাভাতখাওয়াতেও কালোনুনিয়া ধান চাষ করছেন কৃষকরা। যেহেতু বাজারে কালোনুনিয়া ধানের চাহিদা রয়েছে। তাই উৎপাদিত ধান নিয়ে হাটেবাজারে ঘুরতে হচ্ছে না। সহজেই সঠিক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারছেন কৃষকরা। সেজন্য কৃষি দপ্তরের তরফে ব্লকের কৃষকদের কালোনুনিয়া চাষে নানাভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

কালচিনি ব্লকের বিশ্বনাথপাড়ায় কালোনুনিয়া ধান কাটা শুরু। সোমবার।

আশার আলো

- কৃষকরা জানিয়েছেন, অন্য বছর বিঘা প্রতি ৫-৬ মন কালোনুনিয়া ধান উৎপন্ন হয়
- এবছর কৃষকরা আশাবাদী বিঘা প্রতি ৮ মন কালোনুনিয়া ধান উৎপন্ন হবে
- ধানের এতটাই চাহিদা যে, ধান কাটার আগেই পাইকাররা আগাম ধানের বুকিং করেছিলেন

রায়ের বিরুদ্ধে

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আলোচনা শুরু করেছে বিধানসভার সচিবালয়। সোমবার এজি'র সঙ্গে অধ্যক্ষের বৈঠক হয় বিধানসভায়।

কাঁচিতে রক্তাক্ত

স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া সন্দেহে প্রতিবেশীকে কাঁচি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। হাওড়ার বাঁকড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন জখম তরুণ।

দাদার 'কীর্তি'

নাবালিকা খুড়তুতো বোনকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। উস্তি থানা এলাকার ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। তাঁকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

স্টান্টের বলি

বাইক নিয়ে স্টান্ট করতে গিয়ে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে মৃত্যু হল ২১ বছরের এক কলেজ পড়ুয়ার। বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

এসআইআর-এ কমিশনের হেল্পলাইন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : এসআইআর-র কাজ খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতায় এলেন রাজ্যের উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সহ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার থেকে আগামী চারদিন রাজ্যের কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলার এসআইআর-এর অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

ভোটারদের এসআইআর সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করতে এদিন বিশেষ হেল্পলাইন পরিষেবার সূচনা করেছে রাজ্যের সিইও দপ্তর। এই পরিষেবা প্রসঙ্গে সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখন থেকে এই হেল্পলাইন পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি ফোন করে ভোটাররা তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

হেল্পলাইন পরিষেবা পাওয়া যাবে- ১৯৫০ টোল ফ্রি নম্বরে অথবা ০৩৩-২২৩১০৮৫০ নম্বরে (অফিসের দিন সকাল ১০টা ৩০ থেকে বিকাল ৫টা ৩০ পর্যন্ত), হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৮৩০০৭৮২৫০, ই-মেল আইডি ceowbcomplaints2024@gmail.com/ceo-election-wb@nic.in

১) এনুমারেশন ফর্মে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের নীচে নির্দিষ্ট জায়গায় পুরো নাম সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অথবা বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হবে।

২) আবেদনপত্র পূরণ করতে গিয়ে ভুল হলে তা সংশোধনের জন্যে ভুল অংশটির ওপর একটি লাইন টেনে কেটে দিয়ে পাশের ফাঁকা জায়গায় সঠিকটি লিখতে হবে।

৩) পরিযায়ী শ্রমিক বা অনুপস্থিত ভোটারদের ক্ষেত্রে যেখানে আবেদনকারীর হয়ে ওই পরিবারের অন্য কেউ (যার নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে) স্বাক্ষর করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীর পুরো নাম এবং তার সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্ক স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

৪) প্রত্যেক আবেদনকারীকে দু-কপি করে ফর্ম পূরণ করতে হবে। পূরণ করা ফর্মের একটি আবেদনকারীর কাছে থাকবে। অন্যটি বিএলও নিয়ে যাবেন। দুটি ফর্মেই আবেদনকারীর স্বাক্ষর এবং বিএলও'র স্বাক্ষর রয়েছে কি না সে ব্যাপারে ফর্ম হস্তান্তরের সময় আবেদনকারী এবং বিএলও-কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫) মৃত, স্থানান্তরিত অথবা ডুপ্লিকেট ভোটারদের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানাতে হবে বিএলও-কে। এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড হওয়ার কারণে সব তথ্য, নথি, নাম, স্বাক্ষর ছবি ডিজিটাল রেকর্ডে থাকবে। আবেদনকারী বা বিএলও ভুল করলে আইন অনুযায়ী তাঁদের শাস্তি হবে।

৬) প্রত্যেক এনুমারেশন ফর্মের ওপর ডানদিকে ভোটারের ছবি দেওয়া আছে। ওই ছবির পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় ভোটারকে তাঁর সাম্প্রতিক ছবি সাঁটাতে হবে। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়।

৭) ফর্মে দেওয়া তথ্য যাচাই করে সই করবেন বিএলও। যদি বিএলও ভুল যাচাই না করেন তার জন্য শাস্তি পেতে হবে বিএলও-কে। এনুমারেশন ফর্মের অপব্যবহার করে ভোটার সম্পর্কে গুরুত্ব দিলে সর্বোচ্চ একবছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

৮) যেসব ক্ষেত্রে বিএলএ-রা (রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট) বিএলও-কে ফর্ম জমা দিচ্ছেন (দৈনিক গড়ে ৫০টি করে) সেক্ষেত্রে ফর্মে দেওয়া তথ্য সঠিক এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে ওই বিএলএ-কে। সাদা কাগজে নিজের ফোন নম্বর, ঠিকানা, পার্ট নম্বর, সিরিয়াল নম্বর সহ স্বাক্ষর করে ওই ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হবে বিএলও-কে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের। সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

বাড়তে পারে শূন্যপদ, এবার পথে নতুনরাও

ইন্টারভিউয়ের তালিকাকে চ্যালেঞ্জ মামলায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : দীর্ঘ আন্দোলনের দাবি মেনে শূন্যপদ বাড়াতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার এই কথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বিকাশ ভবনের অনতিদূরে উন্নয়ন ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন। যদিও সন্ধের পর অবস্থান তুলে দেয় পুলিশ। ইন্টারভিউয়ের তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলাও। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বিষয়টি উল্লেখ করে মামলার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শূন্যপদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে যোগ্যরা কেউ বাদ গেল কি না তা আমরা দেখব। আইনি পরামর্শ নিয়ে তবেই শূন্যপদ বৃদ্ধি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'শূন্যপদ বৃদ্ধির ভাবনা সম্পূর্ণ বেআইনি।' সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় রায়গঞ্জের 'অযোগ্য' চাকরিপ্রার্থী নীতীশরঞ্জন বর্মনের নাম থাকা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের যুক্তি, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ব্রাত্য জানান, আদালতের নির্দেশের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন আইনজীবীরা। অভিজ্ঞতায় বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে ঈশিতা চক্রবর্তী নামের এক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও যে অভিযোগ উঠেছে, তার সত্যতা খতিয়ে দেখছে এসএসসি। ফিরদৌসের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না 'অযোগ্য' প্রার্থীরা। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, স্বাস্থ্যকর্মী ও আংশিক সময়ের জন্য কাজ করার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে অনেকেই ১০ নম্বর পেয়েছেন। ব্রাত্যর আশ্বাস, কোনওরকম ভুল তথ্য থাকলে ভেরিফিকেশনের সময় তা বাতিল করে দেওয়া হবে।

এদিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার পাশাপাশি নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার আরও একাধিক বিষয় নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, 'আংশিক সময়ের কর্মরতদের পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দিতে নারাজ কমিশন।' মামলাগুলি বুধবার শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেয়েও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাননি বহু নতুন চাকরিপ্রার্থী। এই অভিযোগ তুলে এদিন সকালে করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত অভিযান শুরু করেন তাঁরা। দক্ষিণ দিনাজপুরের অমিত হালদার, নরোত্তম সূত্রধর, মালদার জাহাঙ্গির আলম, জলপাইগুড়ির নীতীশ রায় সহ আন্দোলনকারীদের দাবি, ১ লক্ষ শূন্যপদ তৈরির পাশাপাশি ওএমআর শিট প্রকাশ্যে আনতে হবে। রাত ৮টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাজ্য সরকারকে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকে ১০ নম্বর বাদ দিয়ে ভেরিফিকেশনের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে এসএসসিকে। নয়তো আন্দোলন আরও জোরালো হবে।' মঙ্গলবার পুলিশের অনুমতি নিয়ে টানা ধর্না অবস্থানে বসা হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ব্রাত্য বলেন, 'নতুন চাকরিপ্রার্থীরা কী চান সেই অভিযোগ জমা পড়লে তারপর সেই নিয়ে আলোচনা হবে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ঠ্যালার নাম বাবাজি। এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন ঘুষ ছাড়া চাকরি হবে না। বিজেপি সহ চাকরিপ্রার্থীদের ঠ্যালায় সরকার শূন্যপদ বাড়াচ্ছে।'

চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক সুমন বিশ্বাস সহ কয়েকজন শিক্ষক এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আন্দোলনে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান। মঙ্গলবার 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ' বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে। এসএসসি জানিয়েছে, নথি যাচাইয়ের জন্য দৈনিক গড়ে ১০০০-১৫০০ চাকরিপ্রার্থীকে ডাকা হবে। ১৫টি টেবিলের প্রত্যেকটিতে ১০ জন করে প্রার্থীর নথি যাচাই হবে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

প্রয়োজনে আরও তল্লাশি করুন : বোস

ডগ স্কোয়াড কিছুই খুঁজে পেল না রাজভবনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : রাজভবন থেকে 'বিজেপির গুন্ডাদের' অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা ফিরে বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডকে দিয়ে রাজভবনের একাংশে রীতিমতো তল্লাশি চালানোর ব্যবস্থা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাজভবনের কর্মীদের সকলকে বাইরে বের করে দেওয়া হবে। সেই মতো বেলা ২টোর আগেই রাজভবনের কর্মীরা নর্থ গেটের সামনে জড়ো হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছোন কলকাতা পুলিশের বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের অফিসারেরা। রাজ্যপাল তাঁদের আহ্বান জানিয়ে শুরু করতে বলেন তল্লাশি।

তল্লাশি চালাচ্ছে ডগ স্কোয়াড। উপস্থিত রাজ্যপাল স্বয়ং। -রাজীব মণ্ডল

কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে রাজ্যপাল নিজেই তল্লাশির তদারকি করতে শুরু করেন। মিনিট বিশেক একতলায় তল্লাশি অভিযান চলার পর দোতলায় তাঁদের নিয়ে যান রাজ্যপাল। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। তবে কিছুই মেলেনি। এরপর রাজ্যপাল বম্ব স্কোয়াডের এক অফিসারের উদ্দেশে বলেন, 'কিছু পাওয়া গেল নাকি? প্রয়োজনে আপনারা আরও তল্লাশি করুন।'

তখনই বোঝা গেল রাজভবন তল্লাশি করানোর জন্য রাজ্যপালের আগ্রহের কারণ। সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানিয়ে দেন, এবার কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের রাস্তায় যাচ্ছেন তিনি। বলেন, 'একজন সাংসদ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, রাজভবনের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল, ওই সাংসদ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন ও রাজ্যপালের মানহানি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এবার কঠোর আইনি পদক্ষেপ করব। একই সঙ্গে একজন সাংসদের এই ধরনের অসংসদীয় আচরণের জন্য লোকসভার অধ্যক্ষকেও আমি চিঠি দেব। তার আগে আমি নিজে স্বচ্ছতার প্রমাণ দিলাম।'এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যপালকে পালটা চ্যালেঞ্জ করলেন কল্যাণ। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এই অসাংবিধনিক ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বলার জন্য আমার বিরুদ্ধে যা খুশি উনি করতে পারেন। আইনি পদক্ষেপ করার জন্য আমিও প্রস্তুত আছি। উনি আইন জানেন না। এতদিন রাজ্যপাল সম্পর্কে আমরা সংসদে কোনও আলোচনা করার সুযোগ পেতাম না। আমি চাইছি উনি দ্রুত সংসদের অধ্যক্ষকে চিঠি দিন। তাহলে আমরা বিরোধীরা দেশে এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যপালদের নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ পাব। আমরা এই সুযোগটাই চাইছি।'

সোমবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিউড়িতে এক শোভাযাত্রায় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাজভবনে বোমা না পাওয়া গেলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা চাইতে হবে।'

নজরদারি বাড়ল সীমান্তে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : এসআইআর আবহে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল ওই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির সাজা ঘোষণা করতেই নজরদারি বাড়ল এপার বাংলার সীমান্ত এলাকায়। বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকাগুলিতে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, বসিরহাটের ইছামতী সেতু, স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়া ব্রিজ, হাসনাবাদের বনবিবি সেতু, হেমনগরের নবদুর্গা মোড়, বাদুড়িয়া সহ একাধিক এলাকায় জোর কদমে চলছে নাকা তল্লাশি। বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, 'এই কদিন ধরে আমাদের তল্লাশি চলবে। নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

ভোটারের ছবি যাচাইয়ে এআই

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ডুপ্লিকেট ভোটার আটকাতে এআই নির্ভর বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে আবেদনকারী বা নির্বাচকের যে ছবি থাকবে সেই ছবি প্রকৃতই ওই ব্যক্তির কি না, তা যাচাই করে দেখতে এই বিশেষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল একথা জানিয়েছেন। অনলাইনে যাঁরা ফর্ম পূরণ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ছবি তোলার জন্য প্রয়োজনে বিএলও-দের ফের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভার্চুয়াল বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

ইডি-তে হাজির সুজিতের জামাই

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জামাই হাজিরা দিলেন কলকাতার ইডি দপ্তরে। জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর জামাই রাহুল সিংকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইডির ডাক পেয়েছেন মন্ত্রীর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে। তাঁদের চলতি সপ্তাহে হাজিরা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনশন ভঙ্গ মতুয়াদের, অসুস্থ মমতাবালা

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ১৩ দিনের মাথায় অনশন প্রত্যাহার করল মতুয়া মহাসংঘ। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ অনশন ভঙ্গ করার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। মন্ত্রী শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি নিয়ে রবিবার অনশন মঞ্চে পৌঁছে ছিলেন। সেই চিঠিতে অভিষেকের বার্তা মেনে এদিন অনশন ভঙ্গ করলেন মমতাবালা। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনশন মঞ্চেই তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়। তারপর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

৫ নভেম্বর থেকে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অনশন চালাচ্ছিলেন মমতাবালাপন্থী মতুয়ারা। এদিন অনশন মঞ্চে মমতাবালা অসুস্থ হয়ে পড়লে মতুয়া গোঁসাইরা তাঁর মুখে ফলের রস দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। একই সঙ্গে অন্যান্য অনশনকারীও অনশন প্রত্যাহার করে নেন। মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, 'আন্দোলন এবার দিল্লির বুকে হবে।'

অভিষেক চিঠি পাঠিয়ে এই অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনশন শুরুর দিন মঞ্চে মমতাবালার উপস্থিত না থাকা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এদিন আন্দোলনকারীদের কথায়, সরকার যতদিন দাবি না মানছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে। অসুস্থতা নিয়ে মমতাবালা বলেন, 'এতদিন ধরে কিছুই না খেয়ে রয়েছি। তাই দুর্বল লাগছে। কিছু শারীরিক সমস্যাও হচ্ছে।'

চিকিৎসায় মাইলস্টোন

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ৭ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য সরকারের টেলিমেডিসিন পরিষেবা তথা 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'। সোমবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য ২০২০ সালে করোনা আবহে এই পরিষেবা শুরু করেছিল রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বর্তমানে ১১ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৬৩টি হাব থেকে টেলি কনসালটেশন পাওয়া যায়। দৈনিক ৯ হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ৮০ হাজারের বেশি রোগীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রোগীরা ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শ করেন এই পদ্ধতিতে। চিকিৎসকরা অনলাইনেই প্রেসক্রিপশন লিখে রোগীকে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা কম। সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ফলে অধিকাংশ রোগী যথাযথ পরিষেবার সুযোগ পান না। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হারও বাড়ে। এই সমস্যা দূর করাই 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন সুভাষগ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সুভাষগ্রাম- এর একজন বাসিন্দা অশোক মাঝি - কে 22.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98D 36653 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনের পথ চলা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। ভাগ্যের ভূমিকা জীবনে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আমারও ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির একটি টিকিট কেনার কথা মাথায় আসে, আর সেই সিদ্ধান্তের ফলেই আজ আমার আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির সাহায্যে আমি কোটিপতি হতে পেরেছি, তাই তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

NPS TRUST
UPS Unified Pension Scheme
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য
আপনার অবসর জীবন সুরক্ষিত করুন। ইউপিএস-এর এর জন্য বেছে নিন।
আবেদনের শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫

(১) ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) : সকল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি নিশ্চিত পেনশন পরিকল্পনা।
৫৯ বছর বয়সের আগে যে কোনও সময়ে ইউপিএস থেকে এনপিএসে একবারের জন্য পরিবর্তন সম্ভব।
ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) নিশ্চিত মাসিক অবসর পরিকল্পনা প্রদান করে।
নিশ্চিত লভ্যাংশ @ ৫০% শেষ ১২ মাসের গড় মূল বেতনের উপর
সর্বনিম্ন নিশ্চিত লভ্যাংশ ১০,০০০ টাকা
মহার্ঘ্য ভাতা
এককালীন অর্থ প্রদান
প্রত্যাহার মোট জমা টাকার ৬০% পর্যন্ত
আয়কর - সুবিধা এনপিএসের মতো উপলব্ধ
শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে আবেদন করার জন্য আবেদনপত্রটি https://www.npscra.nsdl.co.in / ups.php থেকে ডাউনলোড করুন এবং আপনার ডিডিও এর কাছে জমা দিন অথবা অনলাইনে আবেদনের জন্য npscra.nsdl.co.in / ups.php # RUSU-তে পরিদর্শন করুন।
ইউপিএস ক্যালকুলেটার https://npstrust.org.in / ups - calculator
ইউপিএস সম্পর্কে আরও জানার জন্য স্ক্যান করুন
আরও তথ্যের জন্য ইউপিএস হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করুন (টোল-ফ্রি) : ১৮০০৫৭১২৯৩০
NPS Trust | NPS Trust | NPS Trust | NPS Trust

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

গ্রহণযোগ্য নয়

মুখ ফসকে বলে ফেলার সাফাইটা বড্ড জোলো। কোনও তথ্যে বা তত্ত্বে যাঁর বিশ্বাস নেই, তা মুখ ফসকেও কখনও বের হতে পারে না। কথা মানুষের ভেতর থেকে আসে। কথাটা চেতনে না থাকলেও বিশ্বাসের অবচেতনেও থাকতে পারে। কিন্তু যাতে বিশ্বাস নেই, মুখ ফসকালেও তা বেরিয়ে আসা অসম্ভব। মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমারের মুখ ফসকানোর যুক্তি তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাছাড়া উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পদমর্যাদার একজন জনপ্রতিনিধির মুখে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে, তা অসচেতনতার পরিচয় বহন করছে। অসচেতনতা ও পিছিয়ে পড়া মানসিকতা আছে বলেই তো রামমোহন রায়কে ব্রিটিশের দালাল বলার মতো মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে শ্রীযুক্ত পারমারের মুখে। মধ্যপ্রদেশের ওই মন্ত্রীর বক্তব্য আসলে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা থেকে এসেছে। যা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান মানসিকতার ফসল। কেননা, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁর ভূমিকাকে নস্যাৎ করতেই তো পারমারের মুখে রাজা রামমোহনের নিন্দা শোনা গেল।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধমক খেয়ে শেষপর্যন্ত মুখ ফসকে ওই নিন্দাবাক্য বেরিয়ে এসেছে বলে পারমারের যুক্তি অত্যন্ত লঘু। ক্ষমা চেয়ে তিনি যা বলেছেন, তা হাস্যকরও বটে। বিরসা মুন্ডার কর্মজীবনের ওপর বলতে গিয়ে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি নাকি ভুল করে রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলে ফেলেছেন। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে রামমোহনের কী সম্পর্ক, তা কিন্তু মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বোঝাতে পারেননি।

এই সত্য তো অস্বীকার করার নয় যে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম। তিনি ও অন্যরা সেই উদ্যোগ না নিলে আধুনিক শিক্ষার আলো থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিতই থাকত। শিক্ষাক্ষেত্রে সেই যুগান্তকারী অবদানের জন্য যদি কেউ রাজা রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলে চিহ্নিত করেন, তাহলে তা তাঁর চূড়ান্ত অসচেতনতা ও কূপমণ্ডূকতার পরিচায়ক।

কয়েক মাসের মধ্যে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন না থাকলে দলের নির্দেশে পারমার ক্ষমা চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলতেন কি না সন্দেহ। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলেও এমন মন্তব্য করার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তরও ছিল না। কেননা, বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব যেভাবে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর বক্তব্যকে তুলোধোনা করেছে এবং দিল্লির নেতৃত্ব এরাজ্যে ওই বক্তব্যের প্রভাবের কথা ভেবে প্রমাদ গুনেছে, তাতে আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে তিনি করবেন, তা ইন্দর সিং বলেননি। সেই প্রায়শ্চিত্ত করলেও অবশ্য রামমোহন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের ধাক্কা থেকেই যায়। শুধু ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন নয়, কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বন্ধে রামমোহনের অবদান চিরস্মরণীয়। যে প্রথা বন্ধ করার জন্য সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির তৎকালীন ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে কীরকম লড়াই রামমোহনকে লড়তে হয়েছে, তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ব্রিটিশের দালাল বলে রামমোহনের সেই কৃতিত্বকেও কি তাহলে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপির ওই মন্ত্রী। যাঁরা সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির পক্ষে সওয়াল করেন, তাঁরা কি এখনও সতীদাহ প্রথা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি কি না, সেই প্রশ্নও চাগাড় দেয়। শুধু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বলে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' এদেশে গাওয়াকে দেশদ্রোহিতার শামিল বলে ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে।

অসম সরকারের সেই মানসিকতার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য কোথাও যেন খাপ খেয়ে যাচ্ছে। যে মনোভাব আসলে রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের মতো বাংলার আরও অনেক মনীষীর অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা। এই মনীষীদের কার্যকলাপ, অবদান ও সৃষ্টি কিন্তু বাংলার গণ্ডিতে আটকে থাকেনি। সারা ভারতবর্ষে তো বটেই, দেশের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁদের কীর্তি। সেই অবদানকে খাটো করার চেষ্টা বাস্তবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। আধুনিক, প্রগতিশীল ভাবমূর্তির দেশ গড়ার অন্তরায়ও বটে।

অমৃতধারা

যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা আসলে দুর্বল, তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানে না। তুমি যত দুর্বল হবে ততই অধিকার সচেতনতা বাড়বে। অধিকারের জন্য লড়াই তোমাকে অসহায় ও একঘরে করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আবার এতে গর্বও বোধ করে। কেউ কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। অধিকার সবসময়েই স্বপ্রতিষ্ঠিত। সাহসী লোকেরা অধিকারবোধ ত্যাগ করে। এই ত্যাগেই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি। কারণ অধিকার থাকলে তবেই না অধিকারবোধ ত্যাগ করা যায়। যেমন 'অধিকার চাই', 'অধিকার চাই' বলে চ্যাঁচালেই তুমি অধিকার পেয়ে যাবে না, তেমনি ত্যাগ করলেও তোমার অধিকার হারিয়ে যাবে না।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

সময়ের তুলনায় ১০০ বছর এগিয়ে

কাল সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী। বিরল প্রতিভাধর এই সুরস্রষ্টা নিজ ছটায় আজও সমানভাবে উজ্জ্বল।

ভি গৌরব

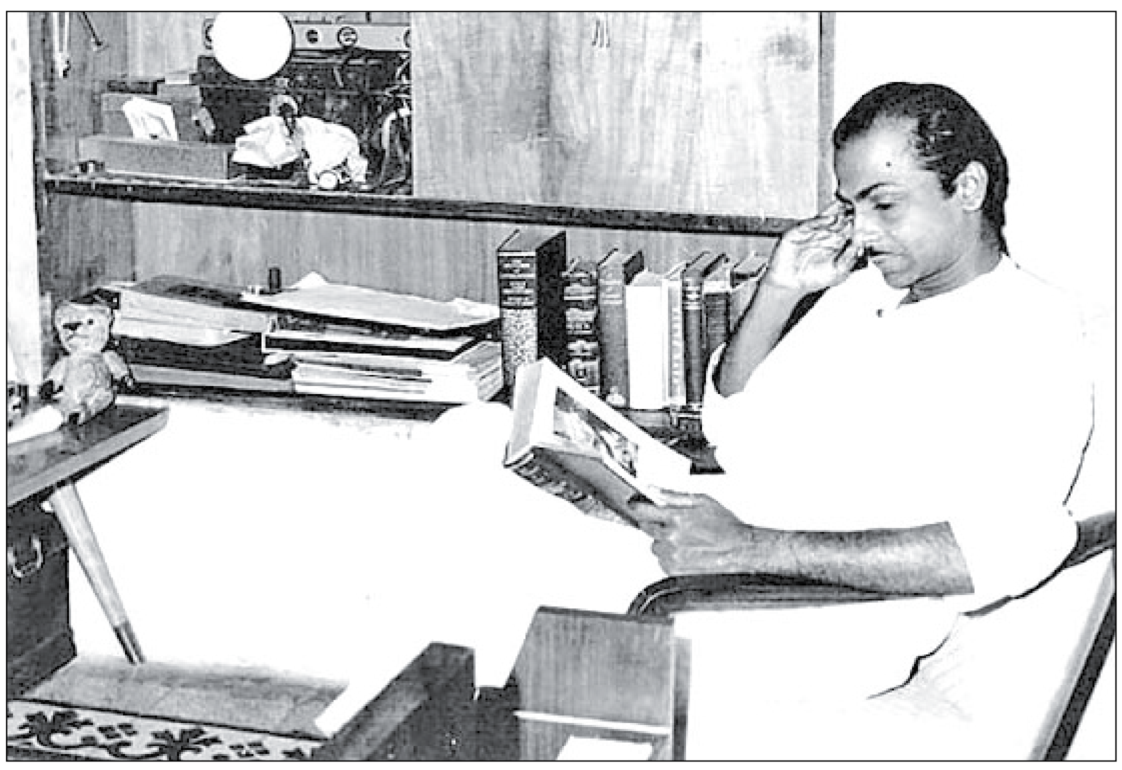

ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর ও সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরী দুজনে যেন একই আকাশের চন্দ্র-সূর্য, অনায়াসে একে অপরের পরিপূরক। 'সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে লতা মঙ্গেশকর সলিলবাবুকে বিরলদের মধ্যে বিরলতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সুরারোপিত অনেক জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন লতা। এর মধ্যে বাংলা গান ৪৬টি। ভারতীয় সংগীতজগতের সৌভাগ্য যে লতা ও সলিল প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন। নইলে অনেক মূল্যবান গান হয়তো সৃষ্টিই হত না।

সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর। ১৯৪৪-এ সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। ১৯৪৯-এ 'গাঁয়ের বধূ' রেকর্ড প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাড়া জাগানো আবির্ভাব। ১৯৫৩-তে 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে সুরারোপ করতে মুম্বই পাড়ি দেন। এরপরে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে শতাধিক চলচ্চিত্রে সুরারোপ করেছেন। বাংলা, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষার সিনেমায় তাঁর উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক অবদান মনে দাগ কাটার মতো। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে সলিল চৌধুরীর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড বাংলা আধুনিক গানকেও সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৫৮-তে বোম্বে ইউথ কয়্যার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সংগীতে সেকুলার কয়্যার ও পলিফোনিক কণ্ঠের ব্যবহার শুরু করেন। সংগীতসৃজনে নিবেদিতপ্রাণ ও বহুমুখী সাহিত্যপ্রতিভায় দীপ্ত এই বিরল ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনের অবসান ঘটে ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজিপুর গ্রামে জন্ম হলেও তাঁর প্রথম জীবনের বহুদিন কেটেছে অসমের একরাজান চা বাগানে। সেখানে তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী চাকরি করতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথবাবু পেশায় চিকিৎসক হলেও নেশায় ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ। তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ধরনের সংগীতের রেকর্ড। তাই সিম্ফনি, বিঠোফেন, মোৎসার্ট তাঁর কাছে বিদেশি সংগীত মনে হয়নি। অন্য দিকে, অসমের চা বাগানের কুলিকামিনরা ছিল তাঁর খেলার সঙ্গী। তাঁদের লোকায়ত গান শৈশবের সলিলকে ভরিয়ে রাখত।

পারিবারিক সূত্রে ১৯৩৩-এ প্রথমে কলকাতায় ও পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়ায় থাকতে শুরু করেন। সেখানেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার হাতেখড়ি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পাঠ। সংগীত পরিচালক নিখিল চৌধুরী ছিলেন তাঁর জেঠতুতো দাদা। নিখিলবাবুর বাড়িতে মিলন পরিষদ নামে অর্কেস্ট্রা ছিল। সেখানে পিয়ানো, তবলা, বাঁশি, বেহালা, এসরাজ, সেতার, গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হন সলিল। কোনও গুরুর কাছে কোনওদিন প্রথাগত তালিম নেননি। অথচ আট বছর বয়সেই বাঁশি বাজিয়ে তিনি সবাইকে মোহিত করে দিতে পারতেন। বঙ্গবাসী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাংগীতিক জীবনের সূচনায় তিনি নিজেকে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে গড়ে তোলেন। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উন্মেষ। পেশাদারি সংগীতসৃজনের জগতে এক বলিষ্ঠ কম্পোজার হিসেবে জ্বলে উঠলেন তিনি।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে পরিবর্তিত গণরুচির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেন না। সংগীতে নিম্নভাবনার চটুলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। ক্ষণস্থায়ী উদ্দীপনা তাঁর কাছে অনভিপ্রেত ছিল। সংগীতের হৃদয়গ্রাহী স্থায়ী আবেদনই তাঁর লক্ষ্য। সেই জায়গা থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চাননি। তাই ফিরে এলেন কলকাতায়। তৈরি করলেন সংগীত গবেষণার ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর মিউজিক রিসার্চ'। 'একটু চুপ করে শোনো' শিরোনামে এখানকার প্রথম রেকর্ড। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনও ঠুনকো সুর ও চাতুরির সঙ্গে সমঝোতা করেননি তিনি।

দীর্ঘ সংগীতজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননা। ১৯৫৮-তে তিনি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান। ১৯৭৩-এ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার, ১৯৮৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮৮-তে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির সম্মান ও ১৯৯০-এ মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। খাদ্য আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জরুরি অবস্থা জারি-- বড় মাপের এমন রাজনৈতিক ঘনঘটায় সলিল চৌধুরী ছিলেন প্রথম সারির প্রতিবাদী শিল্পী। এজন্যই তাঁর প্রেমের গানেও উঠে এসেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার বাণী। 'আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমে' গানটি তাঁর এই ভাবনারই উৎকৃষ্ট ফসল।

প্রায় ৬০টি হিন্দি ছবি ও ৪৫টি বাংলা ছবিতে সুরারোপ করেছেন সলিল। ২৫টি মালয়ালম ছবি সহ বেশ কিছু তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মারাঠি, গুজরাটি, অসমিয়া ও ওড়িয়া ছবিতে স্বচ্ছন্দ সুর বসিয়েছেন। 'মধুমতী', 'জাগতে রহো', 'ছায়া', 'আনন্দ' প্রভৃতি হিন্দি ছবি, 'একদিন রাত্রে', 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি বাংলা ছবি ও 'চেম্মিন'-এর মতো মালয়ালম ছবিতে সলিল চৌধুরীর সংগীতায়োজন চলচ্চিত্র-সংগীতের ইতিহাসে চিরকালীন জায়গা করে নিয়েছে। গান ছাড়াও শুধু সাংগীতিক যন্ত্রানুষঙ্গের আয়োজনে বিআর চোপড়ার 'কানুন' বা 'ইত্তেফাক'-এর মতো ছবিতে জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। দেশের প্রথম সারির বহু দিকপাল শিল্পী তাঁর গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি, মুকেশ, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে, জেসুদাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুচিত্রা মিত্র, মান্না দে, দেবব্রত বিশ্বাস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, নির্মলা মিশ্র, সুবীর সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর গান অমর হয়ে থাকবে।

অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয়ে ভীষণ নিষ্ঠাবান ছিলেন সলিলবাবু। পরীক্ষানিরীক্ষা করে একেবারে নিখুঁত সুর বের করে আনতেন। রেকর্ডিংয়ের সময় যন্ত্রশিল্পীরা তাই অতি সতর্ক থাকতেন। কেউ ঠিকঠাক বাজাতে না পারলে তিনি নিজেই বাজিয়ে দিতেন। কিন্তু কোনও বকাঝকা করতেন না। একবার 'রায় বাহাদুর' ছবিতে 'সবই পেয়েছি তবু' গানটি রেকর্ডিংয়ের সময় অ্যাকোর্ডিয়ানবাদক দেরি করে আসেন। নোটেশন দেখে সঙ্গে সঙ্গে সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশন তোলা সহজ নয়। তাই সেই বাদক আধ ঘণ্টা ধরে মিউজিক পার্ট তুললেন। সলিলবাবু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে গেলেন। আর একবার মুম্বইয়ে ধীরাজ নামে এক নতুন মিউজিশিয়ান অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাতে আসেন। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের সময় তাঁর যন্ত্রের ডি-শার্প নোটটা ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সলিলবাবু এমনভাবে কম্পোজিশন বদলে দিলেন যাতে ওই রিডটি আর বাজাতে না হয়।

গণসংগীত হিসেবে এক ঝাঁক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়েছেন সলিল। 'অবাক পৃথিবী'র সুরারোপ করতে গিয়ে তিনি অন্তত একশোবার কবিতাটিকে আবৃত্তি করেছেন। গানটির মধ্যে বিদ্রোহের অনুষঙ্গ তৈরি করার সময় এক অনন্য অভিনবত্ব এনেছেন। 'রানার' গানটি তৈরিতেও এক অদ্ভুত বিচিত্রতা ধরা পড়েছে। গানটির মধ্যে স্থায়ীতে ফেরার ব্যাপার নেই। গানটিতে ছয়বার ষড়জ পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ 'সা'-এর অবস্থান বারবার বদলে যেতে যেতে রানার তার গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। 'পালকির গান'-এর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। তাই শুধু গলা মেলানো নয়, গণসংগীতের প্রকৃত শিল্পী হতে গেলে সংগীতদক্ষতা থাকাও জরুরি। কেউ গণ আন্দোলনে সক্রিয় হলেই গণসংগীত নির্মাণ করতে পারবেন তা নয়।

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে তাঁর কন্যা অন্তরা চৌধুরীর অভিব্যক্তি, 'আমার বাবা সময়ের তুলনায় একশো বছর আগেই জন্মেছিলেন।' সত্যিই তা-ই। সলিল আজও ব্যতিক্রমী, আজও নির্বিকল্প, আজও মৌলিক। তাঁর গানগুলি সলিল সংগীত হিসেবে ইদানীং পৃথক মর্যাদা পাচ্ছে। মূলত পারিবারিক উদ্যোগেই তাঁর সৃজনসম্ভারকে সংরক্ষণের ব্যবস্থার কাজ চলছে। শতবর্ষে সলিল-অনুরাগী শিল্পীরা একক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানৈবেদ্য উৎসর্গ করছেন বছরভর। কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমেই অঞ্জলি নিবেদন করছেন। ১৯ নভেম্বর তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দেশজুড়েই তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে।

(লেখক গীতিকার)

আজ

১৯১০

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক জুবিন গর্গ।

আলোচিত

সারা বিশ্ব জানে, আবু সঈদ বুক পেতে গুলি খেয়েছেন। আমি ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে জায়গা দিয়েছিলাম। তাঁরা নির্যাতিত ছিলেন। এর চেয়ে মানবিক কাজ আর কী হতে পারে? আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যে। মামলা দিয়ে আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবে না।

- শেখ হাসিনা

ভাইরাল/১

শখে গাড়ি কিনেছিলেন পুনের এক ব্যক্তি। কেনার পরই সেটির ত্রুটি ধরা পড়ে। ডিলারকে ফোন করেও সুরাহা হয়নি। তাই ব্যস্ত রাস্তায় বাজনা বাজিয়ে দুটি গাধা দিয়ে টেনে গাড়িটি শোরুমে ফেরত আনেন। গাধায় টানা গাড়ি দেখে অবাক পথযাত্রীরা।

ভাইরাল/২

নাক-NoGe, কান-EaRe, চোখ-IeY। এভাবে ভুলভাল ইংরেজি বানান লিখলেন ছত্তিশগড়ের এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। অক্ষরগুলি দেখিয়ে উচ্চারণ করে পড়াচ্ছেন তিনি। ছোট্ট পড়ুয়ারাও সেগুলি চেঁচিয়ে পড়ছে। প্রাথমিক ইংরেজিগুলি ভুল শেখানোর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ তৈরি করেছে। সাসপেন্ড শিক্ষক।

জনমন
জনমত

সভ্যতার আগ্রাসনে নদীর আর্তনাদ

উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, বালাসন, রায়ডাক, কালজানি, গদাধর এবং করলা— সব নদীই আজ সভ্যতার আগ্রাসনে ক্ষতবিক্ষত। কোথাও নদীর বুকে অবৈধভাবে চলছে বালি-পাথর তোলা, কোথাও তীর ও চর দখল করে বসতবাড়ি নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। আবার কোথাও নদীবাঁধ কেটে চাষের জমি বিস্তারের অফুরন্ত লোভ-লালসা নিজের অজান্তেই বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে। মহানন্দা ও বালাসনের ঝুপড়ি সভ্যতা জলের স্রোতে ভেসে গেলে হয়তো বলতে শোনা যাবে মহানন্দার গ্রাসে শিলিগুড়িবাসী, কিন্তু মহানন্দাকে অপহরণের কাহিনী আমাদের মনে ভাসবে না।

পাহাড় থেকে বয়ে আসা ছোট-বড় প্রায় সব নদীই উত্তরবঙ্গের শহরগুলোর যেন একেকটি বড় নিকাশিনালা। নদীগুলো বর্তমানে শহরের বর্জ্য পরিবহণের অবৈতনিক সাফাইওয়ালা। মানুষের পরিত্যক্ত বর্জ্য নদীর বুকে জমতে জমতে নদীর গতিপথ বদলে যাচ্ছে, জলস্তর নেমে যাচ্ছে, বর্ষায় ভাঙন- হরপার দাপটে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কিন্তু শুষ্ক মরশুমে সেই নদীই পরিণত হচ্ছে আবর্জনার ভাগাড়ে।

মানুষের এই স্বার্থপরতা ও প্রশাসনিক উদাসীনতাই নদীর মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমরা ভুলে যাচ্ছি, নদী কেবল জল নয়- এ এক জীবন্ত সত্তা, এক প্রাণ। নদী মরে গেলে সভ্যতাও মরবে। অফুরন্ত রসদে ভরপুর উত্তরবঙ্গের নদীগুলো আজ জল্লাদের হাতে।

সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার অন্তরালেও রয়েছে নিষ্ঠুরভাবে নদীকে শাসন ও শোষণের করুণ দৃশ্য। একদিকে যেমন নদীতে বাঁধ দিয়ে তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তেমনই অপরদিকে অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি ও পাথর উত্তোলন নদীর বুকে ক্ষত তৈরি করেছে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতে এখন হড়পা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আগে তেমন শোনা যেত না। তাই একটু ভারী বৃষ্টিতেই নদীর তাণ্ডবলীলা প্রতিদান ও প্রতিশোধ নয় কি? আপাতদৃষ্টিতে নদী মানুষের ঘরবাড়ি ও গবাদিপশুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও এই নদীকে যে আগেও গ্রাস করা হয়েছে তার খবর ক'জন রাখি? ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আগেই নদীকে অপহরণের লালসা আর কবে মিটবে? সভ্যতা আজ নিজেই নিজের সাইলেন্ট কিলার।

এখনও সময় আছে। নদীর তীর দখলমুক্ত করতে হবে, বালি-পাথর উত্তোলনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে, প্লাস্টিক ও নিকাশিনালার বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কৃষক ও সাধারণ মানুষ- সবাইকে নদী রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে।

নদী শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, ভবিষ্যতের আশাও। নদীকে রক্ষা করা মানে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন তখনই হবে, যখন আমরা নদীর সঙ্গে সহাবস্থান শিখব- শাসন নয়, মায়ের মতো স্নেহ ও মমতা দিয়ে।

ডঃ রঞ্জিত বর্মন, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার উৎসব

নতুন চালকে কেন্দ্র করে এই উৎসবে গোটা বাংলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের পরিবারগুলিও সানন্দে মেতে ওঠে।

মনোমিতা চক্রবর্তী

হেমন্তের সোনালি ধানের খেত জানান দিচ্ছে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব নবান্ন হাজির। হেমন্তে কার্তিক মাসের শেষে এবং অঘ্রান মাসের শুরুতে সোনা রোদ আর মৃদু হিমস্পর্শে ফসল কাটা এবং নব অন্নকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের সূচনা হয়। মূলত পয়লা অঘ্রানে পালিত হলেও কোনও সমস্যা হলে এই মাসের ৩, ৫, ৭ কিংবা ৯ তারিখেও এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। নবান্ন অর্থাৎ নব অন্ন (নতুন চালের) তথা নতুন খাবারকে কেন্দ্র করে এই উৎসবে গোটা বাংলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের পরিবারগুলিও সানন্দে মেতে ওঠে। এই উৎসব মূলত গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি করে প্রচলিত। নিজে হাতে যাঁরা অন্ন ফলান, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁদের খুশির অন্ত থাকে না।

কার্তিকের শেষে কুয়াশা ভেজা মাঠ থেকে সবুজ থেকে সোনালি হয়ে আসা নতুন ধান কেটে কৃষকেরা ঘরে তোলেন। গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে এই ধান মাড়াই করবার পর সেই নতুন ধানের চালকে বা অন্নকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নবান্ন উৎসবের প্রচলন রয়েছে। তবে এর রীতিনীতি কিন্তু একটু আলাদা। নবান্ন উৎসবের দিন উত্তরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়িগুলোতে বাড়ির সদস্যরা উপবাস থেকে নতুন চাল দিয়ে প্রসাদ তৈরি করে দেবতাদের অর্পণ করার পাশাপাশি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণও করেন। এই পুজোতে যজ্ঞ হয়। ঠাকুরপাঠ সুন্দর করে লেপে মুছে সুন্দর

করে সাজিয়ে কলার খোল, আম পাতা, ঘি, ফুল, ফল, ধূপ, দীপ ও নতুন চালের প্রসাদ সহযোগে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অধিকারীমশাই পুজো করেন। এই পুজোয় মূলত নতুন ধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে ভালো ফসল পাওয়ার প্রার্থনা করা হয়।

উত্তরের নবান্ন উৎসব এমন এক উৎসব যেখানে পাখি, কুকুর-শিয়ালকেও শামিল করা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সন্ধ্যার দিকে কুকুর-শিয়ালকে খাবার দেওয়ার রীতি রয়েছে। উত্তরের গ্রামের মানুষ এই উৎসবে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের রাতের খাবারে আমন্ত্রণ জানান। সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া চলে। নতুন চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, নতুন কোনও শাকভাজা, কলাই ডাল, ছোট মাছভাজা বা ছোট মাছের চচ্চড়ি, আলু ফুলকপি দিয়ে রুই কিংবা কাতলা মাছের ঝোলে জমজমাট খাওয়াদাওয়া হয়। অনেকে খাবারের তালিকায় মাংসও রাখেন।

নবান্ন উৎসব আসলে আহারে বিহারে আনন্দ ভাগ করে নেবার এক উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্ক যেমন দৃঢ় হয় তেমনই বাইরের অনেকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। সাধারণ বিষয় অনায়াসে অসাধারণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আজকাল নানা উৎসবে আন্তরিকতা কমছে, আড়ম্বর বাড়ছে। নবান্ন কিন্তু আন্তরিকতা বৃদ্ধির পক্ষেই জোর সওয়াল করে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৫

পাশাপাশি : ১। আজেবাজে, অবজ্ঞার যোগ্য, তুচ্ছ ৩। শ্রমবিমুখ, কুঁড়ে, অবসন্ন ৫। মতলবি, ফন্দিবাজ, কৌশলী, স্বার্থপর ৬। প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, প্রাপ্তি নিদর্শন ৭। ফল, গাছ বা অন্য কিছুর নির্যাস, চোয়ানো মদ ৯। অলীক কল্পনা, অবাস্তব ভাবনা ১২। বিজয় দশমীর উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে অনুষ্ঠেয় স্নানের পর্ব ১৩। ঘর, বাসস্থান।

উপর-নীচ : ১। হাতযন্ত্র, ছোট যন্ত্রপাতি ২। থেমে থাকা, ক্ষান্ত, নিরস্ত ৩। অনটন, দারিদ্র্য ৪। অনায়াসসাধ্য, সুবোধ, সরল, সহোদর ৫। গর্ব, অহংকার, সুরা ৭। ফলবিশেষ, সাধারণ, সাধারণ লোকবিষয়ক ৮। মধুর শব্দ ৯। বিপদ, দুর্দশা, দুঃখ, অনভিপ্রেত ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় ১০। চিনি ১১। এক রকম মোটা ও কারুকাজ করা বিছানার চাদর।

সমাধান ■ ৪২৯৪

পাশাপাশি : ১। আনাজ ৪। টিকলি ৫। জিভ ৭। কমলা ৮। জিন্দাপির ৯। বনস্পতি ১১। পনস ১৩। তৎ ১৪। বিভব ১৫। নচ্ছার।

উপর-নীচ : ১। আদ্দেক ২। জটিলা ৩। গলিখুঁজি ৬। বদর ৯। বনাত ১০। তিড়বিড় ১১। পবন ১২। সরোজ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বরাতজোরে প্রাণরক্ষা এক বাসযাত্রীর

সৌদিতে মৃত্যু ৪৫ ভারতীয় পুণ্যার্থীর

রিয়াধ, ১৭ নভেম্বর : সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫ জন ভারতীয় পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। মক্কা থেকে মদিনার পথে এক হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুণ্যার্থীদের প্রায় সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার ভিসি সজ্জনার জানান, 'দুর্ঘটনায় ৪৫ জন মারা গিয়েছেন। অলৌকিকভাবে শুধু একজন বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর নাম মহম্মদ আবদুল শোয়েব (২৪)। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

শোয়েবের প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনাকে। কিন্তু তিনি বাঁচলেন কী করে? প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বছর চব্বিশের ওই তরুণ বাসে বসেছিলেন চালকের আসনের ঠিক পাশেই। রাত দেড়টা নাগাদ যাত্রীবাহী বাসটি একটি ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

দুর্ঘটনা

- মক্কা থেকে মদিনায় ফেরার পথে ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে পুণ্যার্থীদের বাসের সংঘর্ষ
- মৃতদের প্রায় সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা
- একমাত্র জীবিত যাত্রী মহম্মদ আবদুল শোয়েব (২৪)
- ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেট জরুরি হেল্পলাইন চালু করেছে
- মৃতদের শনাক্তকরণ ও সব দেহ দেশে ফেরাতে তৎপর ভারত ও সৌদি প্রশাসন

রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবর প্রথম জানানো হয়। ইতিমধ্যে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাস এবং জেড্ডায় ভারতীয় কনস্যুলেট একটি জরুরি হেল্পলাইন চালু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণ ও দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম সহায়তা নিশ্চিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যাঁরা আপনজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারগুলির কথা ভাবছি। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন—এই প্রার্থনা করছি।'

রবিবার মাঝরাতে ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাসে আগুন ধরে যায়। ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঝলসে মৃত্যু হয় ৪৫ যাত্রীর। যে সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে, সেইসময় যাত্রীরা সকলেই ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে বাসে আগুন ধরে গেলেও তা টের পেতে যাত্রীদের অনেক দেরি হয়ে যায়।

মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন প্রজন্মের ১৮ জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। ঝলসে যাওয়া দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শনাক্তকরণের কাজ চলছে। বাসযাত্রীদের মধ্যে একজন বেঁচে গিয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানা সরকার রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারকে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তেলেঙ্গানার তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ডি শ্রীধর বাবু জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মৃতেরা সকলে মাল্লেপল্লি এলাকার। তবে শনাক্তকরণের পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জানিয়েছেন, রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন (ডিসিএম) আবু মাথেন জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন সবরকম সাহায্যের।

সংঘর্ষ... বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের গ্রেনেড নিক্ষেপ। সোমবার ধানমন্ডি শেখ মুজিবের বাড়ির কাছে।

বিক্ষোভ-প্রতিবাদে উত্তাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর : মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল বাংলাদেশ। যদিও একই সঙ্গে ওই রায়ের সমর্থনে মুজিব-কন্যার প্রতীকী ফাঁসি দিয়ে উচ্ছ্বাসও পালন করে একদল জনতা। এরই পাশাপাশি রায় ঘোষণার দিন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙচুরের চেষ্টা চালায় একদল লোক। নিরাপত্তা বাহিনী বাধা দিলে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বস্তুত, হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে ঘিরে যে গোলমাল, অশান্তি হতে পারে সেই আশঙ্কা ছিলই। সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছিল।

এদিন ট্রাইবিউনালের রায়ের প্রতিবাদে গোপালগঞ্জে ছাত্রলিগের তরফে একটি মিছিল বের হয়। বিকাল সাড়ে চারটের দিকে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার শেখ রাসেন শিশু পার্কের সামনে ওই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। রায় ঘোষণার পরই গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করার চেষ্টা করেন ছাত্রলিগের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা-খুলনা সড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়ায় পেট্রোল দিয়ে

হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড

পাটখড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে কয়েক দফা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন ছাত্রলিগ ও যুবলিগের নেতা-কর্মীরা।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মো. শাহ আলম বলেন, দু-একটি ঘটনা ছাড়া গোপালগঞ্জে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সর্বক্ষণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টহল দিচ্ছে। অপরদিকে রবিবারের পর সোমবারও কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালনের দাবি করেছে আওয়ামি লিগ। এদিকে ঢাকার শাহবাগে হাসিনার ফাঁসি কার্যকর করার প্রতীকী দৃশ্য মঞ্চস্থ করেছে মৌলিক বাংলা নামে একটি সংগঠন। পরে সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরের সামনেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। অন্যদিকে ধানমন্ডি-৩২ নম্বরের বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে হাসিনা মামলার রায়ে উচ্ছ্বসিত একদল লোক। তাঁরা ঐতিহাসিক বাড়িটির দিকে এগোলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। তখন বিক্ষোভকারীরা ইট-পাটকেল ছোড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে। দফায় দফায় পুলিশ-বিক্ষোভকারী খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের খবরে আনন্দ মিছিল বের হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশের জনতাকে শান্ত ও সংযত থাকার বার্তা দিয়েছে ইউনূস সরকার।

ফের এক মঞ্চে উদ্ধব-রাজ

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : সাড়ে চার মাসের মধ্যে তৃতীয়বার এক মঞ্চে দেখা গেল উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে রাজ ঠাকরেকেও। সৌজন্যে বালাসাহেবের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী। সোমবার মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে শিবতীর্থের স্মরণসভায় উপস্থিত দুই তুতো ভাই সম্মিলিতভাবে লড়ার বার্তা দিলেন।

'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' বালাসাহেব ঠাকরেকে শ্রদ্ধা জানাতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদ্ধব এবং রাজ ছাড়াও উদ্ধব-জায়া রশ্মি, ছেলে আদিত্য ঠাকরে, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণসেনা প্রধান রাজের ছেলে অনিল ঠাকরেও। হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মারাঠি অস্মিতাকে বাঁচাতে চলতি বছরের ৫ জুলাই প্রথম একসঙ্গে লড়ার বার্তা দেন রাজ ও উদ্ধব।

প্রায় ৩২ কোটি গায়েব মহিলার

বেঙ্গালুরু, ১৭ নভেম্বর : বিপুল পরিমাণ অর্থ ডিজিটাল প্রতারণায় খোয়ালেন বেঙ্গালুরুর এক মহিলা। অনলাইন প্রতারকরা তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রতারকরা নিজেদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে মহিলাকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদে ফেলে। তাঁকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিতে বাধ্য করে বোঝানো হয় যে, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি যাচাই করা হচ্ছে। এই সুযোগে তারা কৌশলে মহিলার সঞ্চিত টাকাপয়সার একটা

ডিজিটাল অ্যারেস্ট

মোটা অংশ নিজেদের অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেয়। ঘটনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছেন বছর ৫৭-র ওই মহিলা। তিনি বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ফাঁদে পড়েন প্রতারকদের। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পর বিষয়টি বুঝতে পেরে ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে চুপ করে ছিলেন। চলতি বছরের জুন মাসে ছেলের বিয়ে হয়েছে। তারপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।

মহিলা জানিয়েছেন, ওই প্রতারকদের সঙ্গে তাঁর ১৮৭ বার লেনদেন হয়েছে। তাতে তাঁর খোয়া গিয়েছে ৩১.৮৩ কোটি টাকা। তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিশাল অঙ্কের প্রতারণার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম পুলিশ। দায়ের হয়েছে মামলা।

বিবাহবার্ষিকীর দিনেই মৃত্যুদণ্ডের রায়

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল আদালত। অশান্ত বাংলাদেশ। কিন্তু রায়ের দিন নিয়ে নতুন এক তথ্য সামনে এসেছে। ৫৮ বছর আগে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সেই দিনটাও ছিল ১৭ নভেম্বর। কাকতালীয়ভাবে মুজিব-কন্যাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতও করা হল বিবাহবার্ষিকীর দিনেই। যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল ওই রায় দিয়েছে সেটিও গঠন করেছিলেন স্বয়ং হাসিনাই। ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য মনে করছে, দুটি ঘটনার একটিও কাকতালীয় নয়। নেটিজেনদের একাংশ

এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁ ও শেখ হাসিনার বিয়ের ছবি।

মনে করছেন, বিবাহবার্ষিকীতে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই নেওয়া হয়েছে। কারণ, ২৩ অক্টোবর হাসিনা মামলার শুনানি শেষ হয়। প্রথমে রায় ঘোষণার দিন ধার্য হয়েছিল ১৪ নভেম্বর। কিন্তু ১৩ নভেম্বর ট্রাইবিউনাল জানায়, হাসিনা ও তাঁর দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে ১৭ নভেম্বর। ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শেখ হাসিনার। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২০০৯ সালের মে মাসে তিনি মারা যান।

'জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের রেয়াত নয়'

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের একই বন্ধনীতে রাখে ভারত। শান্তি বজায় রাখলে ভালো। কিন্তু উলটো কিছু দেখলেই কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। সোমবার নাম না করে পাকিস্তানকে এই সুরেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

সেনাপ্রধান বলেন, দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগোতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু কেউ তাতে বাধা দিলে দৃঢ় পদক্ষেপ করা হবে। পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে তাঁর মন্তব্য, 'আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। শান্তিপ্রক্রিয়া চাই, কিন্তু ততদিন সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের একই চোখে দেখা হবে।'

পাকিস্তানের পারমাণবিক হুমকির ইঙ্গিত প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, ভারত এখন আর কোনও কৌশলগত ব্ল্যাকমেলিংয়ে ভয় পায় না। দেশের নতুন নিরাপত্তা নীতি সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁর দাবি, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান সময়ে ভারতের প্রতিরোধ শক্তি অত্যন্ত কার্যকর।'

জম্মু ও কাশ্মীরে পরিস্থিতি নিয়েও তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর সেখানে সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে।

মেহবুবার কাঠগড়ায় কেন্দ্র

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : লালকেল্লায় বিস্ফোরণে মোদি সরকারকে দুষেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তাঁর সাফ কথা, মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতি না পেরেছে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি আনতে, না পেরেছে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। নীতি শান্তির পরিবর্তে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। মেহবুবার পর একই বার্তা দিয়েছে কংগ্রেসও। জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতা হুসেন দালওয়াই বলেছেন, 'দিল্লি বিস্ফোরণে যে ১৩ জন নিহত ও ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, তা জম্মু ও কাশ্মীরের অবিচারের প্রতিফলন।' সরকারের উচিত 'আরএসএসের ভূমিকা' তদন্ত করা।

মেহবুবার এমন মন্তব্যে 'পিডিপি নেত্রী জঙ্গিদের মদত দিচ্ছেন' বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ঠিক কী বলেছিলেন মেহবুবা? পিডিপি নেত্রী বলেছিলেন, 'আপনি জম্মু ও কাশ্মীরকে নিরাপদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। পরিবর্তে আপনার নীতি দিল্লিকেও বিপদসংকুল করে তুলেছে। আপনি বারবার বিশ্বকে বলছেন, কাশ্মীরে সব ঠিক আছে। আসলে ঠিক নেই। কাশ্মীরের সমস্যাগুলোই লালকেল্লার কাছে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তা হল 'কাশ্মীরের যন্ত্রণা।'

দুর্ঘটনায় মৃত এক পরিবারের ১৮ জন

হায়দরাবাদ, ১৭ নভেম্বর : আনন্দের সফর শেষ হল নিদারুণ বিষাদে। এক দুর্ঘটনায় শেষ একই পরিবারের তিন-তিনটি প্রজন্ম। ধর্মীয় সফরের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গিয়ে পথ দুর্ঘটনার বলি হলেন হায়দরাবাদের একই পরিবারের তিন প্রজন্মের ৯ জন শিশু সহ ১৮ জন।

উমরাহ পালন করে শনিবার ওই পরিবারটির দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু রবিবার রাত দেড়টার দিকে পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়।

পরিবারের এক আত্মীয় মহম্মদ আসিফ ভারাক্রান্ত গলায় জানান, 'আমার শ্যালিকা-শালা, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা—সবাই গিয়েছিল উমরাহ করতে। আট দিন পর তারা ফিরছিল। ১৮ জন একসঙ্গে মারা গেল। কীভাবে মানব এই ক্ষতি?'

মৃতদের মধ্যে ছিলেন ৭০ বছরের নাসিরুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী আখতার বেগম, ছেলে সালাউদ্দিন, তিন কন্যা আমিনা, রিজওয়ানা ও শাবানা এবং তাঁদের শিশু সন্তানেরা। রামনগরের তাঁদের বাড়িতে চাবি হাতে ঢুকতেই বোনের আর্তনাদ—'আমার ভাইয়ের পুরো পরিবার শেষ হয়ে গেল।'

এলপিজি কিনবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ এলপিজি (লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) আমদানির জন্য চুক্তি করতে চলেছে ভারত। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতে আমদানিকৃত এলপিজির কমপক্ষে ১০ শতাংশ আমেরিকা থেকে আমদানি করা হবে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ বসিয়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণেই ট্রাম্পের এই শুল্ক-বাণ। তারপর থেকে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে দুই দেশের আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে এলপিজি নিয়ে হতে চলা চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নয়া চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ২০২৬ থেকে বার্ষিক মোট আমদানির ১০ শতাংশ আমদানি করবে। মাউন্ট বেলভিউ বেঞ্চমার্কের অধীনে এই আমদানি করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও এই চুক্তির মাধ্যমে আমজনতাকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি সরবরাহ করতে পারবে তেল সংস্থাগুলি।

রাজভবনে নীতীশ

পাটনা, ১৭ নভেম্বর : সবকিছু ঠিক থাকলে ২০ নভেম্বর দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নীতীশ কুমার। সোমবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখানেই রাজ্যপালকে তিনি অনুরোধ করেন, ১৯ নভেম্বর যেন বিহারের বিদায়ি বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে সোমবার সকালে রাজ্যের বিদায়ি মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ঠিক হয়, বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দিনই অর্থাৎ ১৯ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন নীতীশ কুমার। ওইদিনই রাজ্যপালের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন সরকার গঠনের দাবিও জানাবেন তিনি।

তার আগে অবশ্য তাঁকে এনডিএর পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। ইতিমধ্যে বিজেপি ও জেডিইউয়ের পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিহার বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের শপথ নেবেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি কেন্দ্রের তাবড় মন্ত্রী এবং এনডিএ ও বিজেপি শাসিত মুখ্যমন্ত্রীরাও ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রীসভায় বিজেপি-জেডিইউয়ের ১৬ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। এলজেপি (রামবিলাস)-এর ৩, হাম (এস) এবং আরএলএমের একজন করে মন্ত্রী থাকতে পারেন। বিজেপি ও চিরাগের দল উপমুখ্যমন্ত্রী পদও পেতে পারে বলে খবর মিলেছে।

এদিকে পরিবারে সংঘাতের মধ্যেই সোমবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। ওই পদটি পেতে গেলে বিধানসভার অন্তত ১০ শতাংশ আসন পেতে হবে একটি দলকে। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা ২৫। ঘটনাচক্রে এবার আরজেডি ২৫টি আসনই পেয়েছে।

অসমেও নভেম্বরে বিশেষ সংশোধন শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : ২০২৬ সালের গোড়াতেই পাঁচ রাজ্যে ভোট। তার আগে চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কেরলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। কিন্তু এই তালিকায় অন্তত এক রাজ্যকে বাদ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন, অসম। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি, এনআরসির অপূর্ণতা, রাজ্যের নিজস্ব বিধান এসব যুক্তি দেখিয়ে কমিশন জানিয়েছিল, অসমের জন্য আলাদা নির্দেশিকা ও আলাদা সময়সূচি জারি করা হবে। ঠিক সেই কারণেই ২৭ অক্টোবরের ঘোষণায় অসম ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম।

যদিও সোমবার কমিশন জানাল, অসমেও শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার সংশোধন। তবে এসআইআর নয়, অসমে হবে এসআর অর্থাৎ স্পেশাল রিভিশন। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী যদিও নাম ভিন্ন, তবে পদ্ধতিতে এটি কার্যত দেশের অন্যান্য রাজ্যে চলা এসআইআরের অনুরূপ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম যাচাই হবে, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের চিহ্নিত করা হবে ও যোগ্য নাগরিকের নাম যেন কোনও অবস্থাতেই বাদ না যায় তা নিশ্চিত করবেন বুথ লেভেল অফিসারেরা।

কমিশন সূত্রের ব্যাখ্যা, অসমের জন্য যা শুরু হচ্ছে, তা প্রচলিত বার্ষিক সংশোধনের মতো শিথিল নয়, আবার এসআইআরের মতো এত গভীরও নয়। একটি মধ্যবর্তী মডেল,

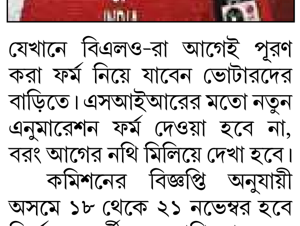

যেখানে বিএলও-রা আগেই পূরণ করা ফর্ম নিয়ে যাবেন ভোটারদের বাড়িতে। এসআইআরের মতো নতুন এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে না, বরং আগের নথি মিলিয়ে দেখা হবে।

কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অসমে ১৮ থেকে ২১ নভেম্বর হবে নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই, ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাস এবং ভোটার কার্ড সংশোধন হবে। ২৭ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে, ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অভিযোগ ও দাবি-আপত্তি জানানো যাবে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটারদের বিষয়ে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল বা আদালতের নির্দেশ ছাড়া তাঁদের নাম বদল বা তালিকা থেকে বাদ কোনওটাই হবে না। ২৭ অক্টোবর যখন ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরু হয়, তখনই অসমকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে ছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে অসমের এনআরসি ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন, রাজ্যের নিজস্ব আইনি কাঠামো আলাদা, তাই আলাদা নির্দেশিকা জারি করা হবে। তবে সত্যিই কি এনআরসির বাকি ৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গেল? সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে যদিও এর কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

'বিরিয়ানি তৈরি, দাওয়াতের জন্য তৈরি হও'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বরের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৫। সোমবার আরও দু'জন আহত এলএনজেপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। মৃতদের পরিচয় লুকমান (৫০) এবং বিনয় পাঠক (৫০)। এখনও বহু আহত হাসপাতালে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এনআইএ সোমবার উমরের এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি জসির বিলাল ওয়ানি, ওরফে দানিশ, যিনি কাশ্মীরেরই বাসিন্দা।

অন্যদিকে নওগাম থানার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মারা যান বিলাল আহমদ ওয়ানি। সোমবার এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে তাঁরই ছেলে দানিশ বিলালকে। তাঁকে 'ফিদায়েঁ' হিসাবে তৈরি করছিল ডা. উমর নবি।

দিল্লি বিস্ফোরণে ধৃত অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে।

নওগাম থানার বিস্ফোরণ শুধুমাত্র একটা দুর্ঘটনা ছিল কি না তদন্তের আওতায় সেই ঘটনাও।

তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক ভয়ংকর তথ্য। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে গড়ে ওঠা 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউল টেলিগ্রামে দিনের পর দিন বার্তা আদানপ্রদান করেছে বিভিন্ন খাবারের নামে। কখনও কাবাব, কখনও বিরিয়ানি, কখনও দাওয়াতের কথা।

দেখতে সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে ছিল নির্মম হামলার নির্দেশ। তদন্তকারীদের দাবি, 'বিরিয়ানি' মানে ছিল বিস্ফোরক, 'দাওয়াত' মানে নির্ধারিত হামলার দিন। 'বিরিয়ানি তৈরি। দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হও।' তদন্তকারীদের মতে, এই বার্তাটিই ছিল শেষ নির্দেশ, হামলা চালানোর চূড়ান্ত সংকেত।

হামলা চালাতে নেপাল থেকে

দিল্লি বিস্ফোরণে সাংকেতিক বার্তার খোঁজ

কেনা হয়েছিল ৭টি সেকেন্ড-হ্যান্ড মোবাইল। যোগাযোগ রাখতে ১৭টি সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে ৬টি কেনা হয়েছিল কানপুর থেকে। বেকনগঞ্জ এলাকার ভুয়ো আইডিও ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, তিন চিকিৎসক হামলার ঠিক এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সক্রিয় যোগাযোগে ছিলেন। তবে ডা. পারভেজ, ডা. আরিফ এবং ডা. ফারুক তিনজনই এখন আটক। তাদের লাগাতার জেরা করে হামলার গোটা নকশা ও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অন্য সহযোগীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এনআইএ।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শিক্ষিত জঙ্গি মডিউলের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মডিউলটি দীর্ঘদিন ধরে ফরিদাবাদ এলাকায় সক্রিয় ছিল। মডিউলটির মূল পরিকল্পনাকারী বা মাস্টারমাইন্ড হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের বাসিন্দা ইমাম ইরফান আহমেদের নাম উঠে এসেছে। তিনিই মূলত ডাক্তার উমর উন নবিকে উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করেন এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন।

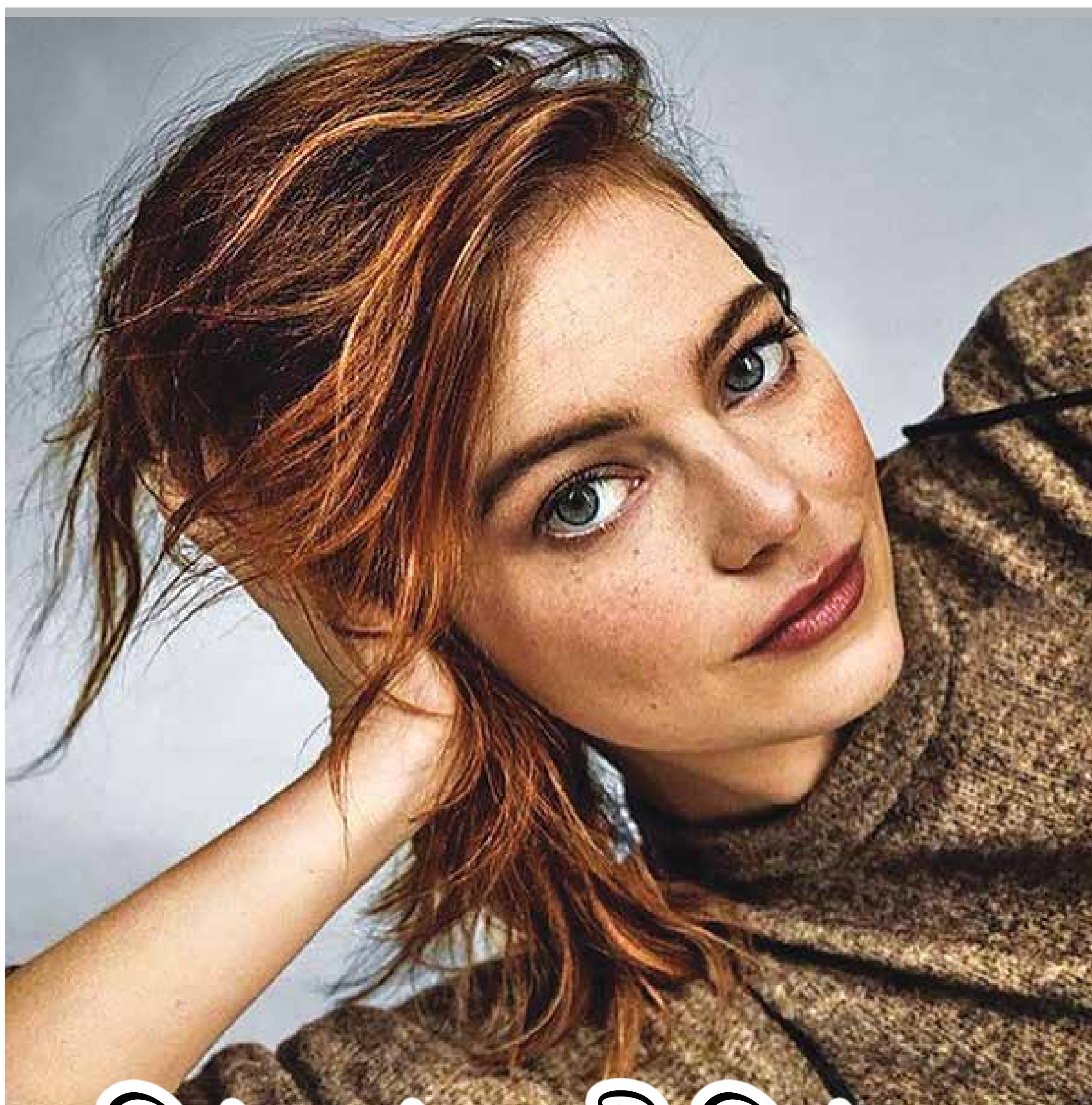

বিশ্বসেরা সুন্দরী বিচারে ফ্রিডা ৩, ঐশ্বর্য ৮ নম্বরে!

অংকের ফর্মুলা খাটিয়েছেন তিনি। লন্ডনের প্লাস্টিক সার্জন জুলিয়েন ডি সিলভার কথা বলছি। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বে সুন্দরীদের মধ্যে ঐশ্বর্য রাই আছেন আট নম্বরে। তিনি দুনিয়ার সুন্দরীদের মুখ কম্পিউটারে স্ক্যান করেছেন, মেপেছেন, তারপর এক ম্যাজিক নম্বর ১.৬১৮-এর সঙ্গে মিলিয়ে একটি স্কোর দিয়েছেন। তারই জোরে ঐশ্বর্য রাইকে তিনি ৮ নম্বরে বসিয়েছেন। এই স্কোরের নাম গোল্ডেন রেশিও, যাকে 'পাই' বলে। এটি একটি নির্ণায়ক বা হিসাব। যেকোনও সুন্দর জিনিস তৈরির সময় তার উপাদানের মধ্যে একটা অনুপাত থাকে, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও সেই অনুপাত লাগে। উল্লিখিত নম্বরটি বলে দেয় কোন জিনিসের সঙ্গে কোন জিনিস কত অনুপাতে আছে, যাতে তা চোখের পক্ষে আরামদায়ক লাগছে। তিনি সব সুন্দরীর নাক-চোখ-ঠোঁটের মাপ ও তাদের সৌন্দর্যের অনুপাত নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং যার অনুপাত এই ১.৬১৮ বা তার কাছাকাছি হয়েছে, তাকেই পারফেক্ট আখ্যা দিচ্ছেন। এই অংকে অ্যাশ ৯৩.৪১ শতাংশ পারফেক্ট, তাঁর জায়গা ৮ নম্বরে। ৯৪.৭২ শতাংশ পারফেক্ট হয়ছেন এমা স্টোন, তাই তিনি প্রথমে। ৯৪.৩৪ শতাংশ পারফেকশন নিয়ে ফ্রিডা পিন্টো আছেন তিন নম্বরে। তিনিও ভারতীয়। সৌন্দর্য চর্চায় অ্যাশ যতটা শিরোনামে আসেন, সেই তুলনায় ফ্রিডা পিন্টো আসেন না। তবে অঙ্কের বিচারে তিনি তিনে, ডা. ডি সিলভার মতে।

ভয়ংকর দৃশ্য নিয়ে ফিরছে 'আনকাট' শোলে

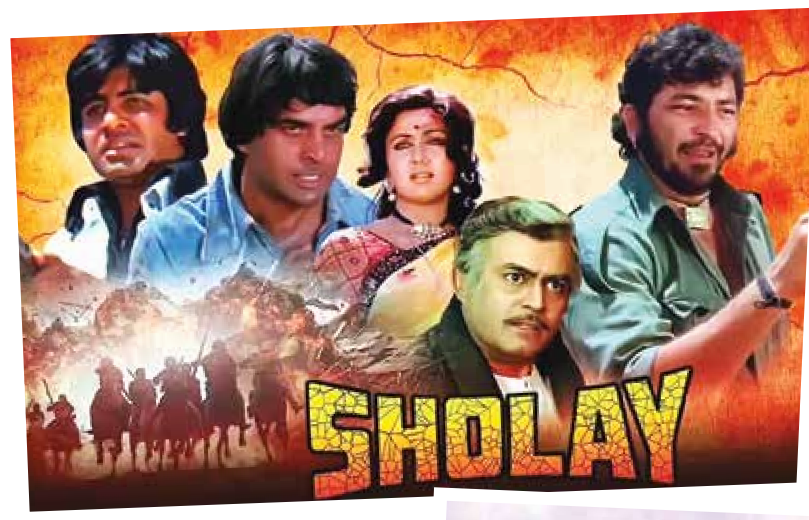

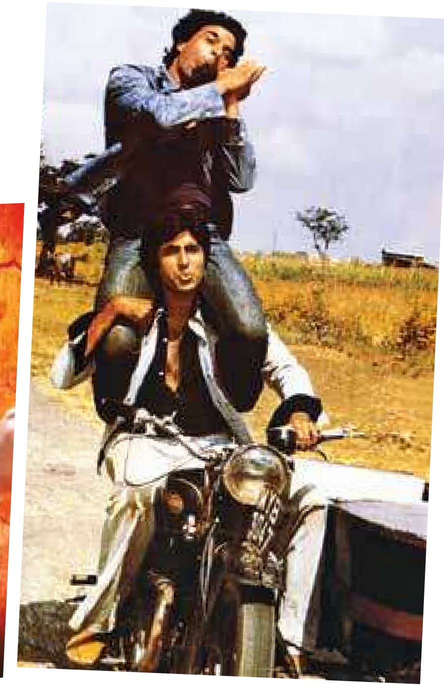

শোলে আসছে। কোথায়? পর্দায়! কী বলছেন–রি রিলিজ? মানে আবার নতুন করে মুক্তি? আজ্ঞে না। এ একেবারে নতুন ছবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, আমজাদ খান, সঞ্জীব কুমারেরই সেই ছবিটা। তাহলে আবার নতুন করে কীভাবে হল, তাই তো? হল, হল।

আসলে যে সময় শোলে মুক্তি পেয়েছিল, সে সময় সেন্সরের নির্দেশে বেশ কিছু দৃশ্য কাটতে হয়েছিল। আসলে, সে সময় জরুরি অবস্থা চলছিল দেশে। সেন্সর বোর্ড আরও কয়েক গুণ কড়া। রমেশ সিপ্পিকে যে দৃশ্যগুলো কাটতে বলা হল, বিনা বাক্যব্যয়ে সেইসব দৃশ্য উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এর ফলে শেষ দৃশ্য, মানে ক্লাইম্যাক্সটার অনেকখানি কেটে গেল। কারণ সে সময় সেন্সর বোর্ডের মনে হয়েছিল যে, অত

হিংস্রতা মানুষ নিতে পারবে না। দেওয়াও ঠিক নয়।

দৃশ্যটা কী ছিল? জুতোর নীচের স্পাইক দিয়ে গব্বরকে মারছেন ঠাকুর সাহাব। সেই স্পাইকের রগড়ানিতে ছটফট করতে করতে মরছে গব্বর। দৃশ্যটা বাদ পড়েছিল তখন। এখন আবার নতুন করে ফিরছে। এই প্রথমবার। শোলের যে যে দৃশ্য কেটে ফেলা হয়েছে, সব দৃশ্য নিয়ে একেবারে 'আনকাট' ভার্সান ফিরছে। এ বছরটা শোলের পঞ্চাশ বছর। সেই উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর অন্তত দেড় হাজার পর্দায় মুক্তি পাবে সেই 'আনএডিটেড' ছবিটা।

মানে সে ছবির সবটা এখনও দেখা হয়নি। এবার নতুন করে দেখবেন।

একনজরে সেরা ৫

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল

রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ছবি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল। ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল সম্প্রতি। কলকাতার তিনটি আলাদা আলাদা পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক, সমস্যা, ইতিবাচকতা এবং তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালের তিন ডেইলি প্যাসেঞ্জার—এই নিয়েই ছবির গল্প। অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সায়নী ঘোষ, পাওলি দাম, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, রাজনন্দিনী পাল প্রমুখ।

রেখা নেই

মণীশ মালহোত্রা প্রযোজিত ছবি গুস্তাখ ইশক-এ রেখার একটি চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল। তবে পরিচালক বিভু পুরি বলেন, এই চরিত্র রেখার তুলনায় খুবই ছোট। তাই তাঁকে আর কিছু বলা হয়নি। মণীশের সঙ্গে রেখার বন্ধুত্ব অনেকদিনের। তিনি একসঙ্গে কাজও করতে চান। মণীশ তাঁর মানানসই চরিত্রের খোঁজে আছেন।

বিজয়ী টম

গত রবিবার অভিনেতা টম ক্রুজ পেলেন অনারারি অস্কার। টম ছবির সঙ্গে জড়িত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, 'অভিনয়ের জন্য বিশ্ব ঘুরেছি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতকে সম্মান দিতে শিখেছি, আমরা একসঙ্গে আশা করতে শিখেছি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' এর আগে চারবার অস্কারের জন্য মনোনীত হন টম, এবার জিতলেন।

জন্মদিনের উপহার

ধর্মেন্দ্র তাঁর ৯০তম জন্মদিনে বিশেষ উপহার পাবেন। অভিনেতার প্রিয় খাবার সর্সো দা শাগ, মকাই দি রোটি। লুধিয়ানার ডঙ্গো গ্রামের সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্ক নিবিড়। এই গ্রাম থেকে এই খাবারই আসছে তাঁর জন্মদিনে, তাঁর বাড়িতে। অনেকদিন আগে তিনি গ্রামবাসীদের কাছে এই খাবার খেতে চেয়েছিলেন, এবার তা পূরণ হবে।

রাহু কেতু

পুলকিত সম্রাট, বরুণ শর্মা ও শালিনী পান্ডে অভিনীত রাহু কেতু আসছে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬-এ। নিজের ইনস্টায় এই খবর দিয়েছেন পুলকিত নিজে। এই জুটি এর আগে ফুকরে, ফুকরে রিটার্নস, ফুকরে ৩, ডলি কি ডোলি ইত্যাদি ছবি করেছে। বিপুল বিগ পরিচালিত ছবিতে এই জুটির মজা পুনরায় উপভোগ করার সুযোগ পাবেন দর্শক।

ধুরন্ধর, অক্ষয়ের ফার্স্ট লুক

আদিত্য ধরের ছবি ধুরন্ধর। অন্যতম প্রধান চরিত্র অক্ষয় খান্না। তাঁর ফার্স্ট লুক এল সামনে। অক্ষয়ের মুখে রক্তের ছিটে, শার্টেও। চোখে, লড়াইয়ের পর জয়ের স্বস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। তাঁর চোখ-মুখে রাগের ছাপ, চুল এলোমেলো। তাঁর চরিত্রকে অ্যাপেক্স প্রিডেটর নামে আখ্যা দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ছবির প্রচারে এই কৌশল নেওয়া হয়েছে যা অবশ্যই আকর্ষণীয়। অক্ষয় ছবির অন্যতম ভিলেন। রণবীর সিংয়ের লুক আগেই প্রকাশিত। তিনিই ছবির চরিত্রদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সঞ্জয় দত্তর চরিত্রকে বলা হয়েছে, দ্য জিন। অক্ষয়ের পোস্টার থেকে জানা যায়, ছবির ট্রেলার আসবে ১৮ নভেম্বর।

আরও এক ব্লকবাস্টারের অপেক্ষায় অহন

৫৬০ কোটি টাকার ব্যবসা দেওয়ার পরে অহন পান্ডে এখন সত্যিই সারা দেশের হার্টথ্রব। প্রথম ছবিতে এই কামাল দেখিয়ে হৃত্বিক রোশনের 'কহো না পেয়ার হ্যায়' ছবির সঙ্গেই তুলনা চলছে তাঁর। তাহলে অহনের দায়িত্বটা একবার ভাবুন।

সেই ছেলে যে নিজের জন্মদিনটাও শুধু কাজ, কাজ আর কাজ নিয়ে থাকবেন, এতে আর আশ্চর্য কী। তার ওপর যশরাজ প্রোডাকশনসের মতো ব্যানার তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিচালনায় আসছেন আলি আব্বাস জাফর। জীবনের দ্বিতীয় ছবিতেই এই বিরাট সুযোগ পাওয়াটা সৌভাগ্যের। তবে ২৭ বছরের অহন পেয়েছেন। বলিউডে বহু তারকাকে তৈরি করেছেন যে জাফর, তিনি এবার অহনের মতো নব্য নায়ককে নিয়ে ময়দানে নামবেন। তাহলে অহনের প্রিপারেশনটাও কোন স্তরে হতে পারে, ভাবতে পারছেন? হ্যাঁ। অহনকে তৈরি করে নিচ্ছেন তিনি। এমন কিছু অ্যাকশন তাঁকে করতে হবে, যে দৃশ্য এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

সেই সব দৃশ্যের প্রিপারেশন শুরু করেছেন অহন। তাঁর জন্মদিনের দিন থেকেই পরের ছবির কাজ শুরু হল। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

প্রতিরক্ষাকর্মীদের জন্য ফারহানের ছবি

এই প্রথম একটি ভারতীয় ছবি সারা দেশে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সেনা ও তাদের পরিবারের জন্য মুক্তি পাচ্ছে। ছবির নাম '১২০ বাহাদুর'। ৮০০ হলে ২১ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা এবং যেসব জায়গায় ছবি তেমনভাবে মুক্তি পেত না, সেখানেও ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা। নির্মাতাদের তরফে সুশীল চৌধুরী বলেছেন, 'দেড় লক্ষের বেশি সক্রিয় সেনা আছেন, ৬ লক্ষের বেশি দর্শক আছেন। কিন্তু মাত্র শক্তিশালী ২০ মিলিয়ন প্রবীণ সেনা ও তাদের পরিবারের সদস্য যাঁরা ছবির দর্শক, তাঁদের ৩০ শতাংশ ছবি দেখতে পারেন। বাকি দেখতে না-পাওয়া ৭০ শতাংশের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করছি।' নির্মাতাদের বক্তব্য, '১২০ বাহাদুর' ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, শৌর্য ও সংগ্রামের ছবি। তাঁরা সম্মানিত এই কারণে যে যাদের কথা ছবিতে বলা হয়েছে, তাদের পরিবার এই ছবি দেখবেন। রেজাং লা-র ঐতিহাসিক যুদ্ধে ১২০ জন বীর বাহাদুর যে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই ছবি। ছবিতে আছেন ফারহান আখতার, রাশি খান্না প্রমুখ। পরিচালক রজনীশ রাজি ঘাই। মুক্তি পাবে ২১ নভেম্বর, ২০২৫।

২৫ বছর পর অক্ষয়ের সঙ্গে টাবু

প্রিয়দর্শনের ছবি ভূত বাংলা। এই ছবিতে আবার অক্ষয় কুমার ও টাবু একসঙ্গে পর্দায় আসছেন। ২৫ বছর আগে সেই ২০০০ সালে হেরা ফেরি-তে দুই তারকাকে দেখা গিয়েছিল। ছবি প্রসঙ্গে টাবু বলেছেন, 'অক্ষয়ের সঙ্গে খুব একটা দেখা হয় না, ছবিও করিনি অনেকদিন। প্রিয়নের সঙ্গে টাচে ছিলাম। তখনই জানলাম, অক্ষয় একইরকম আছে। প্রিয়নও সেইরকমই অধৈর্য, সেইরকমই নিজে যা চায়, তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়ার মানুষই আছে।' অক্ষয়ের প্রসঙ্গে টাবু বলেছেন, 'ও আজও একইরকম রসবোধ আর এনার্জিতে ভরা। এখনও ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়। এটা আমাদের সবার পক্ষেই খুব ভালো। ও বলে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া উচিত। ও তাই করে। ও পার্টিতে যায় না। আমরা এখন পরিণত, তবে ও বদলায়নি।'

এই ছবিতে একটা ভূতুড়ে বাড়িতে অক্ষয় আটকে পড়েন এবং অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হন-- এই নিয়েই ছবির গল্প। ছবির অন্য অভিনেতারা হলেন পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, প্রয়াত আসরানি। ২০২৬ সালের ২ এপ্রিল ছবি মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ।

যানজট রুখতে কড়া জরিমানা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : রাস্তা চওড়া করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে পার্কিং-ও। তবুও যানজটের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বরে। নিয়ম, নির্দেশিকার তোয়াক্কা করছেন না অনেকেই। প্রায়শই রোগী নিয়ে যানজটে বা ভিড়ে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনকি সাম্প্রতিক অতীতে এক গর্ভবতী যানজটের মুখে পড়ে প্রসব করেন অ্যাম্বুল্যান্সেই।

হাসপাতাল রোডের ওষুধের দোকান, প্যাথলজি ল্যাব বা বিভিন্ন ডাক্তারের চেম্বারে সারি দিয়ে বাইক, স্কুটি দাঁড়িয়ে থাকছে বলে অভিযোগ। কিছু ডাক্তারের চেম্বারে অথবা ওষুধের দোকানে ভিড় হলে, পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিচ্ছে। এই সমস্যা নিয়েই সোমবার হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল, ট্রাফিক ওসি সঞ্জয় দত্ত ও অন্য আধিকারিকরাও। পার্কিংয়ের বাইরে ইতিউতি বাইক বা স্কুটি রাখলে জরিমানা করতে বলা হয় পার্কিংকর্মীদের। এছাড়াও যে ডাক্তারদের চেম্বার ও ওষুধের দোকানে সাধারণত বেশি ভিড় হয়, তাঁদের ভিড় এড়ানোর বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

যাতে আগামীতে দোকানদারদের তরফে সকলকেই দোকানের পাশে পার্কিং করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

হাসপাতাল চত্বরের দোকানদার চঞ্চল দত্ত বলেন, 'আমাদের ক্রেতারা ছাড়াও আরও অনেকেই রাস্তার পাশে বাইক রেখে, বহুক্ষণের জন্য বেপাত্তা হয়ে যান। কাউকে কিছু বলা

হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন

যায় না। দোকানে ভিড় হয়ে গেলে আরও সমস্যায় পড়তে হয়। আশা করি প্রশাসন কড়া নজরদারি ও জরিমানা করলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।' আরেক ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ দেবনাথের কথায়, 'দোকানের সামনে অহেতুক বাইক-স্কুটির ভিড় হয়ে গেলে, আমাদেরও দোকান চালাতে অসুবিধা হয়। জরিমানার কড়াকড়ি করা হলে দোকানদারদের খুশিই হওয়া উচিত। এখন রাস্তা দখল, পার্কিংয়ের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। তবুও অনেক মানুষই ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেন।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে দীর্ঘদিন ধরে যানজটের সমস্যা চলতে দেওয়া যায় না। ইতিপূর্বে প্রশাসনের তরফে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও পরিস্থিতি বাগে আনা যায়নি। আশা করি এবার সমস্যা মিটবে।'

মঙ্গলবার থেকেই পার্কিংকর্মীদের বাইরে দাঁড়ানো যে কোনও গাড়িকে জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধ ঘণ্টা দাঁড়ালে ১০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার মূল্যও বাড়বে। এছাড়াও দোকান, ল্যাব বা চেম্বারের বাইরে বোর্ড রাখলে, বেশি ভিড় বা রোগীদের লাইন বাড়তে দিলে বা অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ দখল করতে দেখা গেলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পার্কিংয়ের জন্য আলাদা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আগেও একাধিকবার জরিমানার কড়াকড়ি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হচ্ছে না। যাঁরা হাসপাতালে পরিষেবা নিতে আসছেন, তাঁদের পরিজনেরাই অনেকে নিয়ম মানছেন না। জরিমানা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না।'

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

দলগাঁও স্টেশন রোড বেহাল

বীরপাড়া, ১৭ নভেম্বর : বছরের পর বছর গড়িয়েছে। তবে বীরপাড়ার লেভেল ক্রসিং থেকে দলগাঁও রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটির হাল ফিরছে না। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ওই রাস্তা এবং ভানুনগরে যাওয়ার রাস্তার সংযোগস্থলে গর্ত তৈরি হয়েছে। সেখানে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পাইপলাইনও ফাটা। বছরভর জল জমে থাকে সেখানে। ওই রাস্তা দিয়ে সুভাষপল্লির বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। জলকাদায় প্রতিদিন সমস্যা পোহাতে হয় তাঁদের।

বাসিন্দা নিমাই রায়ের কথায়, 'রাতে সমস্যা আরও বাড়ে। ওই জায়গায় গর্তে আমি একাধিকবার পড়ে গিয়েছি।' দলগাঁও রেলস্টেশনে কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ রয়েছে। এরপরও কেন হাত গুটিয়ে রেলমন্ত্রক, প্রশ্ন বাসিন্দাদের। দলগাঁওয়ের স্টেশন সুপার রাকেশ কুমারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, পুজোর জন্য শ্রমিকরা বাড়ি যাওয়ায় কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তবে পুজো শেষের পর অনেকদিন পেরিয়ে গেলেও রাস্তার সংস্কার শুরু করা হয়নি। এদিকে স্টেশন সূত্রে খবর, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

ইউরোপিয়ান ক্লাবের মাঠের এই সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। বীরপাড়ায়।

> আমরা ওই মাঠে যাই না। বিশেষ করে রবিবারের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। মাঠের কোনও না কোনও প্রান্তে ২৪ ঘণ্টা নেশার আসর বসে। আমরা চাই, মাঠে সুস্থ পরিবেশ ফেরাতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করুক।
>
> আজিজুল হক ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা

মাঠের পরিস্থিতি

- সোশ্যাল ফরেস্টে মদের বোতল, খাবারের প্যাকেট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে
- কয়েকজন দুঃস্থ মহিলা প্রতিদিন সকালবেলা মদের বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করেন
- ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে বীরপাড়ার ইউরোপিয়ান ক্লাবের মাঠ
- কলেজ পড়ুয়ারা তো বটেই স্কুল পড়ুয়াদেরও অনেকে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দিনভর মাঠেই কাটায়
- তাদের বাধা দিলে কটু কথা শুনতে হয় বলে অভিযোগ
- এদিন ঝোপে এক তরুণ ও তরুণীকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে তাড়া করেন বাসিন্দারা

গলফ মাঠে জুয়া

ইউরোপিয়ান ক্লাব চত্বরে অসামাজিক কাজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ নভেম্বর : একসময়ের গলফ খেলার মাঠে মদ-জুয়ার আসর। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি ঠিক কতটা খারাপ হয়েছে এটা তারই প্রমাণ দেয়। ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে বীরপাড়ার ইউরোপিয়ান ক্লাব। তার মাঝে অশ্লীল কার্যকলাপ ছেলেমেয়েদের বলে অভিযোগ। সঙ্গে নানা জায়গায় ছড়িয়ে মদ, কাফ সিরাপের বোতল। এর মধ্যেই রবিবার ওই মাঠের ঝোপ থেকে এক মহিলার কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। এরপরই আতঙ্কিত বাসিন্দারা মাঠের পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন।

মাঠের পরিবেশ এতটাই খারাপ যে স্থানীয়রা মাঠে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, বলছেন মাঠ ঘেঁষা ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা আজিজুল হক। তাঁর কথায়, 'আমরা ওই মাঠে যাই না। বিশেষ করে রবিবারের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। মাঠের কোনও না কোনও প্রান্তে ২৪ ঘণ্টা নেশার আসর বসে। আমরা চাই, মাঠে সুস্থ পরিবেশ ফেরাতে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করুক।'

এই যেমন সোমবারেরই ঘটনা। দুপুরবেলা মাঠের ঝোপে এক তরুণ ও তরুণীকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখে তাড়া করেন এলাকার বাসিন্দারা। সেসময় মোটরবাইকে চেপে পালায় দুজন।

স্থানীয়রা জানালেন, কলেজ পড়ুয়ারা তো বটেই স্কুল পড়ুয়াদেরও অনেকে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দিনভর মাঠেই কাটায়। ২০১৭ সালে ওই মাঠে এক তরুণী শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছিলেন। ২০২১ সালের ৬ মার্চ ওই মাঠে সঞ্জয় লামা নামে এক তরুণের গলাকাটা দেহ পাওয়া যায়। এরপর এখন কঙ্কাল উদ্ধারের পর সরব বাসিন্দারা।

এদিকে থানা সূত্রে খবর, কঙ্কাল উদ্ধারের পর চারবার পুলিশ মাঠে চক্কর দিয়েছে। অবশ্য নেশার আসর নজরে পড়েনি। সোমবার রাত আটটায় ফের মাঠে টহল দিতে যায় পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলছেন, 'বরাবরই ইউরোপিয়ান ক্লাবের মাঠে নজরদারি চলে। তবে রবিবার থেকে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।'

১৯২০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে বীরপাড়া চা বাগান ঘেঁষে তৈরি করা হয় ক্লাবটি। সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি ক্লাবটির নাম ছিল দলগাঁও ক্লাব। সাহেবসুবোরাই ছিলেন ওই এলিট ক্লাবের সদস্য। সাহেব বলতে চা বাগানের মালিক, ম্যানেজাররা। একসময় সেটির নাম হয়ে যায় ইউরোপিয়ান ক্লাব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশি ম্যানেজারদের অনেকেই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান। চা বাগানগুলির ম্যানেজারের পদে আসীন হতে থাকেন ভারতীয়রা। তবে স্বাধীনতার পরও ক্লাবে বিদেশি কেতা বজায় ছিল। মাঠে গলফ খেলতেন সাহেবরা। ক্লাবে সন্ধ্যায় পার্টি হত। পানপাত্র হাতে ইংরেজি গানের তালে তাল মেলাতেন সাহেব-মেমরা।

তবে চা শিল্পে মন্দার ফলে তিন দশকেরও আগে পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে ক্লাব। বন্ধ ক্লাবে একবার অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। এখন কয়েক হেক্টর এলাকাজুড়ে থাকা মাঠের নীচু জায়গাগুলিতে জুয়ার আসর বসে। রয়েছে প্রচুর গাছগাছালি। সেই গাছতলায় বসে মদের আসর। মাঠের উত্তরদিকের সোশ্যাল ফরেস্টে সকালবেলা মদের বোতল, খাবারের প্যাকেট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এলাকার কয়েকজন দুঃস্থ মহিলা প্রতিদিন সকালবেলা মদের বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করেন। বেলা এগারোটা থেকেই পেছনের রাস্তা দিয়ে শুরু হয় মাঠে ঢোকা। মাঠে ঢোকার মূল গেটে এখন তালা লাগানো রয়েছে। তাতে অবশ্য লাভ হচ্ছে না। কারণ শান্তিনগর কলোনির ভেতর দিয়ে ওই মাঠে ঢুকছেন অনেকেই। আবার মহাকালপাড়া, ইন্দিরা কলোনির লোকজন সুকৃতি নদী পেরিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে বীরপাড়ার বাজার এলাকায় যাতায়াত করেন। তবে অসামাজিক কাজকর্ম চলায় ক্ষুব্ধ ও ভীত তাঁরা।

মহাকালপাড়ার বাসিন্দা আলি হোসেনের কথায়, 'নানা জায়গার লোকজন মাঠে নেশার আসর বসায়। আবার কমবয়সি ছেলেমেয়েরা ঝোপঝাড়ে ঢোকে। বাধা দিলে কটু কথা শুনতে হয়। মাঝে মাঝে পুলিশকে টহল দিতে দেখি। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। মাঠে বসে একটু সময় কাটানোর উপায় নেই।'

স্কুলের রাস্তা তৈরি পুরসভার

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : সোমবার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের আলিপুরদুয়ার হিন্দি হাইস্কুলের ভেতরে ৭৫ মিটার কাঁচা রাস্তা তৈরি করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা।

মূলত বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ওই স্কুলের মাঠ জলকাদায় ভর্তি থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের স্কুলে প্রবেশের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

পরবর্তীতে স্কুলের তরফ থেকে তা ওই এলাকার কাউন্সিলারকে জানানো হয়। আর তারপরেই এদিন সেই রাস্তা তৈরি করে দেয় পুরসভা।

এই বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে আবেদন করেছিল। ছাত্রছাত্রীদের বৃষ্টির জলের ওপর দিয়েই কাদা পেরিয়ে স্কুলে ঢুকতে হত। তাই আমরা পুরসভার তরফ থেকে বোর্ড মিটিং-এ আলোচনা করে আমাদের সামর্থ্য মতো আজ এই রাস্তা করে দিলাম। আগেও এই স্কুলের পাশাপাশি অনেক স্কুলেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আমরা পুরসভা থেকে যতটুকু করার করেছি। আগামীতেও করব।'

জিমে নিখরচায় শরীরচর্চা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : সিক্স প্যাক অ্যাব, বাইসেপ-দেখে মনে হবে যেন সিনেমার নায়ক। এমন পেশিবহুল চেহারা কে না চায়? তবে এসব বহু সাধনার ফল। এজন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়, জিমে যেতে হয়, কঠোর ডায়েট চার্ট মেনে চলতে হয়, নানারকম নিয়মকানুনও মানতে হয়। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কী করবেন জানা নেই, তবে যদি মনে করেন নিয়মিত জিম করবেন, অথচ কোনও মাল্টিজিমে টাকা খরচ করে ভর্তি হতে অনীহা, তাহলে আপনার সহায় হতে পারে প্যারেড গ্রাউন্ডের অনফিল্ড ওপেন জিম। প্যারেড গ্রাউন্ডের পশ্চিম প্রান্তে, শহিদ বিপুল রায়ের মূর্তির থেকে কিছুটা দূরে এই জিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বিনামূল্যে শরীরচর্চা করতে পারবেন আগ্রহীরা। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মুক্ত জিমের উদ্বোধন হয়ে গেল।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে এই শরীরচর্চাকেন্দ্রটি। এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ এই জিমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে শহিদ বিপুল রায়ের মূর্তিতে পুষ্প নিবেদন করে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তারপর বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্তদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে এই জিমের তাৎপর্য নিজের মতো ব্যাখ্যা করেন।

মুক্ত জিমের উদ্বোধনের পরই শরীরচর্চা শুরু। প্যারেড গ্রাউন্ডে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সরিৎকুমার চৌধুরী, জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ শহরের নাগরিকরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সপ্তপর্ণী ক্যারাটে অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে একটি ছোট প্রদর্শনী দেখানো হয়। তারপরই বিধায়কের উপস্থিতিতে জেলা শাসক ও অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাত ধরে রিবন কেটে সেই মুক্ত জিমের উদ্বোধন করা হয়। এরপর সেখানের জিম ইনস্ট্রাক্টর দিলীপ রাউত একে একে সেই জিমের যন্ত্রপাতিগুলোর কী কাজ সেটা সকলকে বুঝিয়ে দেন।

উদ্বোধনের পর বিধায়ক সুমন বলেন, 'এদিন থেকে এই অনফিল্ড ওপেন জিমের যাত্রা শুরু হল। এই মাঠে সকালসন্ধ্যায় শরীরচর্চা করতে আসা ব্যক্তিদের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা নিজেদের ফিটনেস ধরে রাখতে এই জিম ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি সবাই উপকৃত হবেন।'

এই মুক্ত জিমে রয়েছে অত্যাধুনিক সব ফিটনেস মেশিন। সেইসব যন্ত্রপাতি মাঠে আসা ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে মানুষরা নিজেদের ফিট রাখতে ব্যবহার করতে পারবেন। এদিন জিমের উদ্বোধন হতেই উৎসাহ দেখা যায় সেখানে উপস্থিত স্থানীয়দের মধ্যে। কেউ কেউ এদিনই সেখানে শরীরচর্চাও করেন। প্রকাশ সাহা নামে এক তরুণ বলেন, 'এতদিন বড় বড় শহরে এগুলো দেখতে পেতাম। এখন আমাদের শহরেও দেখা যাবে। সকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন।'

বিজেপির বৈঠক

বীরপাড়া, ১৭ নভেম্বর : এসআইআর এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট নিয়ে সোমবার বীরপাড়ার দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করে বিজেপির মাদারিহাটের ১ নম্বর মণ্ডল কমিটি। সেখানে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাস চৌধুরী, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠুন ওরাওঁ, বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুচিত্রা মল্লিক, বিএলএ-রা। ১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক টেম্পু ওরাওঁ বলেন, 'এসআইআর, সিএএ ছাড়াও ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়।'

থানাকে এড়াতে চেয়ে পুলিশের জালে

বীরপাড়ায় ৪৫০ লিটার মদ সহ ধৃত ২

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ নভেম্বর : থানাকে এড়াতে ঘুরপথে যাওয়ার কৌশল নিয়েছিলেন মদ পাচারকারীরা। যদিও শেষপর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল পুলিশের অভিযানে। বমাল ধরা পড়লেন দুজন। রবিবার রাতে বীরপাড়ার ঘটনা। সেইসঙ্গে ৪৫০ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ।

বীরপাড়ার কলেজপাড়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বসবাস। সেই এলাকাতেই এই বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছে। সেদিন রাত ১১টা নাগাদ কলেজপাড়ায় সেই মদের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়িও আটক করেছে পুলিশ। ধৃত ২ পাচারকারীর নাম আদলাল শাহ এবং নুর আলম। দুজনই জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে তাঁদের জেল হাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'ওই চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ভুটান থেকে মাকড়াপাড়া এবং লঙ্কাপাড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে মদ পাচার চলছেই। মাঝে মাঝেই আবগারি দপ্তর ভুটানি মদ, বিয়ার সহ পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি বাজেয়াপ্ত করছে। অনেকসময় পাচারকারীরা ধরাও পড়ছে। ১১ নভেম্বর মাকড়াপাড়ায় ১৬৩ লিটার বিয়ার, ১৮০ লিটার মদ, ৯ নভেম্বর দলমোড়ে ১১৬২ লিটার বিয়ার, ৩০৬ লিটার মদ, ৮ নভেম্বর বান্দাপানিতে ৩৬ লিটার মদ, ৮৫ লিটার বিয়ার, ২৭ অক্টোবর ধুমচিপাড়া চা বাগানে ২১৬ লিটার মদ, ২১৮ লিটার বিয়ার, ৯ অক্টোবর মাকড়াপাড়া চা বাগানে ২২৪ লিটার মদ, ২৪৯ লিটার বিয়ার, তুলসীপাড়া চা বাগান থেকে ১০৮০ লিটার মদ, ১৫৬ লিটার বিয়ার বাজেয়াপ্ত করেন আবগারি কর্মীরা। তবে মদ পাচারে বিরাম নেই দুষ্কৃতীদের। পুলিশ সূত্রের খবর, মাঝে মাঝে নীচতলার পাচারকারীরা ধরা পড়লেও বেশিরভাগ সময় চক্রের পান্ডারা নাগালের বাইরেই রয়ে যাচ্ছে। ফলে কারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না।

আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, ভুটান থেকে সীমানা পার করিয়ে মদ এনে বীরপাড়া থানা এলাকার বিভিন্ন চা বাগানে মজুত করা হয়। পরে সুযোগ বুঝে সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়।

বীরপাড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, আগাম পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে কলেজপাড়ায় সাব-ইনস্পেক্টর দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে ওঁত পাতে পুলিশ। পাচারকারীদের গাড়িটি উত্তরদিক থেকে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড হয়ে দক্ষিণদিকে যাওয়ার কথা। কিন্তু লেভেল ক্রসিংয়ের কাছেই বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোড ঘেঁষে বীরপাড়া থানা। তাই পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বীরপাড়া হাসপাতালের উলটোদিকে কলেজপাড়ায় ঢুকে দলগাঁও রেলস্টেশন এলাকা দিয়ে বেরোনোর মতলব করছিলেন পাচারকারীরা। তবে কলেজপাড়াতেই ধরে ফেলা হয় তাঁদের। গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ৫৫টি কার্টনে বন্দি মদের বোতলগুলি।

কোন পথে

পাচারকারীদের গাড়িটি উত্তরদিক থেকে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড হয়ে দক্ষিণদিকে যাওয়ার কথা

কিন্তু লেভেল ক্রসিংয়ের কাছেই বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোড ঘেঁষে বীরপাড়া থানা

পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বীরপাড়া হাসপাতালের উলটোদিকে কলেজপাড়ায় ঢুকে পড়ে

দলগাঁও রেলস্টেশন এলাকা দিয়ে বেরোনোর মতলব করেছিলেন দুষ্কৃতীরা

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে বিতর্কে কাজ বন্ধ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : প্যারেড গ্রাউন্ডে ঠিক কী হচ্ছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয় শহরবাসীর কাছে। মাঠের মাঝবরাবর থেকে পশ্চিম দিকে মাটি কেটে গর্ত করা আর ঘেরার জন্য সিমেন্টের খুঁটি বসানো দেখেই যতটুকু আন্দাজ করেছেন তাঁরা তাতেই চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে। ইতিমধ্যে সেখানে কংক্রিটের নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। খেলার স্বার্থে কাজ হলেও মাঠ নষ্ট করা যাবে না বলে মত অনেকের। এই নিয়ে প্রশাসনকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। ওই মাঠে রোজ অনুশীলন করতে আসেন দীপ ঘোষ, সঞ্চিতা রায় বিশ্বাস, নির্জলা বর্মনরা। তাঁদের মধ্যে দীপ বলেন, 'আমরা রোজ অনুশীলন করি এই মাঠে। সবুজ ঘাস মাঠে দরকার। কংক্রিটের নির্মাণ ঠিক নয়। যদি সেটা হয় আর ফেন্সিং হলে আমাদের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটবে।'

এসব বিতর্কের মাঝে সোমবারে প্যারেড গ্রাউন্ডে কাজ হতে দেখা যায়নি। এই নিয়ে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাফ জানিয়েছেন, সবুজ বজায় রেখে মাঠে খেলাধুলো হোক। খেলার উপযোগী মাঠ গড়ে তুলতে হবে। সঙ্গে অন্য অনুষ্ঠানও হোক অস্থায়ীভাবে। তবে কংক্রিটের নির্মাণ কখনোই যাতে না হয়। গত ২ থেকে ৩ দিন ধরে প্যারেড গ্রাউন্ড কাজ শুরু হতেই সরগরম আলিপুরদুয়ার। কংক্রিটের নির্মাণের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে পুরসভার বিরোধী দলনেতা ও প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'মহকুমা শাসক ও পুরসভার চেয়ারম্যান এ বিষয়ে কিছু জানেন না। উন্নয়নের কাজ করতে গেলে মানুষকে জানিয়ে করতে হয়। সকলের মতামত নেওয়া দরকার। মাঠকে নিয়ে রাজনীতি চলছে।'

৭২ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'কংগ্রেসের তরফে স্মারকলিপি দিয়েছে। সেটা আমরা ওপরমহলে পাঠিয়ে দেব।'

আবার প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার কানামাছি ভোঁভোঁ খেলার চেষ্টা করছে বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস। তিনি বলেন, 'জনসাধারণ সহ রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থে যে কোনও কাজ হলে সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। এসব বরদাস্ত করা হবে না। আমরা নাগরিক সমাজের পাশে আছি। শীঘ্রই আমরা নিজেরা আলোচনা করে এগোব।' একই কথা বলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস। এদিকে, পিপলস ফর প্যারেড গ্রাউন্ড গ্রিন বেঞ্চে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা বলেছে, প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে এর আগেও আন্দোলন করেছে। ফের মাঠের ক্ষতি হচ্ছে দেখে মাঠ পরিদর্শন করে আলোচনায় বসা হয়েছিল। পিপলস ফর প্যারেড গ্রাউন্ডের তরফে অরিজিৎ মালাকার বলেন, 'এই মাঠ বাঁচানোর জন্য গ্রিন বেঞ্চে যাচ্ছি। দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ হতে চলেছে। এই মাঠে আমরাও খেলেছি। আর আগামী প্রজন্ম যাতে এই মাঠে খেলতে পারে সেটা দেখতে হবে।'

> মহকুমা শাসক ও পুরসভার চেয়ারম্যান এ বিষয়ে কিছু জানেন না। উন্নয়নের কাজ করতে গেলে জানিয়ে করতে হয়। সকলের মতামত নেওয়া দরকার। মাঠকে নিয়ে রাজনীতি চলছে।
>
> শান্তনু দেবনাথ সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস

দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে খুলল তিন চা বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর : প্রায় দু'মাস পর একযোগে খুলল তিন চা বাগান। সোমবার থেকে ফের কাজে গেলেন ধরণীপুর, রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর বাগানের শ্রমিকরা। তবে, এদিন শ্রমিকদের উপস্থিতি কম ছিল। অনেকেই বিঘা শ্রমিকের কাজে আশপাশের বাগানে চলে যাওয়ার কারণে এই গরহাজিরা। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে বাগান পরিচালকদের আশা। ফের কাজে যোগ দেওয়ার সেই চেনা সাইরেনের শব্দ ভেসে আসায় শ্রমিকরা খুশি। তাঁরা বকেয়া পাওনা প্রাপ্তি নিয়েও আশা প্রকাশ করেছেন। যদিও শঙ্কার চোরাস্রোত কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। ৩ বাগানই যার মাধ্যমে নতুন করে পথ চলা শুরু করল সেই ঋত্বিক ভট্টাচার্য বলছেন, 'শীতের শুখা মরশুমে বাগান খুলেছি। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক বাকি বকেয়াও মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে জমির লিজ না পেলে অদূরভবিষ্যতে বাগানগুলি চালানো সম্ভব হবে না। দ্রুত লিজের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করব।'

পুজোর আগে সেপ্টেম্বরে বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে ধরণীপুর বন্ধ হয়েছিল। তিন শতাধিক শ্রমিকের ওই বাগানটির পরিস্থিতি

> শীতের শুখা মরশুমে বাগান খুলেছি। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক বাকি বকেয়াও মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে জমির লিজ না পেলে অদূরভবিষ্যতে বাগানগুলি চালানো সম্ভব হবে না। দ্রুত লিজের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করব।
>
> **ঋত্বিক ভট্টাচার্য**
> চা বাগান মালিক

ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছিল। বাড়ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরেই রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর বাগান দুটিও অচল হয়ে ছিল বকেয়াকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকেও শ্রমিকরা দ্রুত বাগান খোলার দাবিতে সরব হচ্ছিলেন।

গত ৮ নভেম্বর দুটি শ্রমিক সংগঠন- তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বর্তমান মালিকপক্ষের শিলিগুড়িতে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। সেই মোতাবেক ৩ বাগান এদিন থেকে খোলে।

ধরণীপুরের বিরষো টোপ্পো নামে এক শ্রমিক বলেন, 'বাগান আর কয়েকদিন বন্ধ থাকলেই হাহাকারের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত। সবার পক্ষে অন্য বাগানে গিয়ে বিঘাশ্রমিকের কাজ করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া শীত এসে যাওয়ায় আর কয়েকদিন পর থেকে বিঘা কাজও বন্ধ হয়ে যাবে।' ওই বাগানেরই রজনী মুন্ডা নামে এক শ্রমিকের কথায়, 'আশা করছি দ্রুত বকেয়া বোনাস সহ ও বকেয়া মজুরিও পেয়ে যাব। গত ২২ বছর ধরে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সাক্ষী রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর। সেখানেও আপাতত খুশির হাওয়া।' সাজন লিম্বু নামে এক দফাদার বলেন, নিয়মিত মজুরি হোক এটাই আমাদের বড় চাওয়া।'

এদিন সব মিলিয়ে সাড়ে ৩০০-র মতো শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বাড়বে। কাঁচা পাতা তোলার ফাঁকেই এক শ্রমিক অমৃতা প্রধান বলেন, 'বন্ধ থাকলে কী দশা হয় তা আমাদের থেকে ভালো আর কে-ই বা জানে। সব অন্ধকার কেটে যাক এটাই একমাত্র প্রার্থনা।'

সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের জুলফে বিশ্বকর্মার কথায়, 'আশা করছি মালিকপক্ষ চুক্তি মোতাবেক বাগান চালাবেন। আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতায় কোনও কার্পণ্য থাকবে না।'

রায়গঞ্জে নিউরোসার্জন চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি

রেফার রোগে আক্রান্ত মেডিকেল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। - সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : শহরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ঝাঁ চকচকে দশতলা ভবন। কিন্তু এই মেডিকেল কলেজই এখন রেফার রোগে ভুগছে। তথ্য অনন্ত এমনটাই বলছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনায় জখম ১১৭ জনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে রেফার করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেককেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। গুরুতর অবস্থায় থাকা রোগীদের রায়গঞ্জে মেডিকেল থেকে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রেফার রোগীদের অন্যত্র নিয়ে যেতে গিয়ে পথেই মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের। রবিবারও মৃত্যু হয় একটি মিষ্টির দোকানের কর্মচারী বছর কুড়ির রেজাউল হকের। রায়গঞ্জে মেডিকেল থেকে তাঁকে রেফার করা হলেও, আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় তাঁকে পরিবারের লোকজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারেননি। রায়গঞ্জ মেডিকেলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আদপে এখনও রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিউরো সার্জারির কোনও ব্যবস্থা নেই। নেই এমআরআইয়ের ব্যবস্থাও। দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে রেফার করা ছাড়া যে কোনও উপায় নেই, তা স্বীকার করে নিয়েছেন রায়গঞ্জ মেডিকেলের সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়। এই পরিস্থিতিতে নিউরোসার্জন ও যন্ত্রপাতি চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি বাইক নিয়ে সিকিমে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক দম্পতি। দু'জনেরই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ায় তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। কারণ, এখানে নিউরো সার্জারির ব্যবস্থাই নেই। তবে বাড়ি দক্ষিণবঙ্গে হওয়ায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের লোকেরা। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, কোনও উপায় না থাকায় তাঁদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, মেডিকেলে দাঁড়িয়ে বললেন ওই দম্পতির আত্মীয় আশুতোষ মাইতি ও তন্ময় রায়। রোজই দুর্ঘটনায় জখমকে নিয়ে রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিতে হয় । কারণ, ট্রমা কেয়ার সেন্টার তো দূরের কথা, এখানকার মেডিকেলে নেই একজন নিউরোসার্জন।

রায়গঞ্জ মেডিকেল সূত্রে খবর, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনায় জখম ১১৭ জনকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। দূরত্বের জন্য সঠিক সময়ে পৌঁছে চিকিৎসা শুরু না হওয়ায়, পথেই মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের। রবিবারই মৃত্যু হয়েছে একটি মিষ্টির দোকানের কর্মচারী রেজাউল হকের (২০)। মেডিকেল থেকে তাঁকে রেফার করা হলেও, আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় তাঁকে পরিবারের লোকজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারেননি। রায়গঞ্জ মেডিকেলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ৭ নভেম্বর রামপুর লহণ্ডায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিসেন তিনি। তাঁর দাদা স্মাইল হক বলেন, 'ওর মা ভিক্ষাবৃত্তি করেন। চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেছিলেন। পাড়ার লোকেরা মিলে চাঁদা তুলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু চাঁদা তোলা শেষ না হতেই মৃত্যুর খবর কানে এল। যদি রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিউরো সার্জারির ব্যবস্থা থাকত, তবে ভাইয়ের মৃত্যু হত না।'

> **সমস্যা যেখানে**
>
> - রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিউরোসার্জন নেই, নেই এমআরআইয়ের ব্যবস্থাও
> - বাধ্য হয়ে রেফার করতে হচ্ছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনায় জখম ১১৭ জনকে রেফার
> - রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি বা কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ৫০ শতাংশের বেশি রেফার রোগীর
> - ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালুর দাবি

রায়গঞ্জ থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথে গত ৬ নভেম্বর মারা যান হেমতাবাদের অমল সোরেন (২৬)। তিনিও পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিলেন। টাকার অভাবে সঠিক সময়ে পরিবারের লোকজন শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। অমলের দাদা সনাতন সোরেন বলেন, 'চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে নিয়ে যেতে পারিনি। কী আর করব, ভাইকে বাঁচাতে পারলাম না।'

চার লক্ষ টাকা খরচ করেও ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি রায়গঞ্জের আশুতোষ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ছেলেকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হলে এখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলেও, বেড না পাওয়ায় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা ভর্তি করা হয়। জমি বন্ধক রেখে টাকার জোগাড় হলেও সাতদিন চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় ১৮ বছরের ছেলের। রায়গঞ্জেই নিউরো সার্জেন থাকলে হয়তো ছেলেটা বেঁচে যেত।'

এমন মৃত্যুর সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠের স্বীকারোক্তি, 'নিউরোসার্জন নেই। এমআরআইয়ের ব্যবস্থা নেই। একাধিক যন্ত্রপাতিও নেই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসক না থাকলে আমরা কী করব।' রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে রেফার করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। নিউরোসার্জন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চিকিৎসকের পাশাপাশি যন্ত্রপাতি চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, 'রায়গঞ্জ মেডিকেলে ট্রমা কেয়ার ইউনিট থাকলে প্রচুর প্রাণ বাঁচত।' এই পরিস্থিতিতে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের আশ্বাস দিয়ে বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মলকুমার মাজি বলেন, 'রায়গঞ্জ মেডিকেল সংলগ্ন বিডিও-র অফিস ক্যাম্পাসে ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরি হবে। বিডিও অফিস চলে যাবে কর্ণজোড়ায়। রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছেন রবিপন্থীরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর : জেলা সভাপতির কাছ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ পাওয়ার পর কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি জেলা সভাপতির নির্দেশ মানবেন না। রাজ্য থেকে নির্দেশ না দিলে বা মুখ্যমন্ত্রী না বললে চেয়ারম্যানের পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন না। এবার নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য দলে নিজের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে বৈঠক করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বৈঠকে দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি পরিমল বর্মন, খোকন মিয়াঁ, আবেদ আলি মিয়াঁ, শিবু পাল ছাড়াও দলের পুরোনো দিনের নেতা লক্ষ্মীকান্ত সরকার, সায়ের আলি মিয়াঁ, আজিজুল হক, কমলেশ অধিকারী সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সবমিলিয়ে শ'দেড়েক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'বর্তমানে জেলায় যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চলছে তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। একতরফাভাবে জেলায় দলের পুরোনো দিনের নেতাদের ছেঁটে ফেলার যে চক্রান্ত চলছে সেটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। জেলায় প্রথম দিন থেকে দলকে যিনি দাঁড় করিয়েছেন, আমাদের সেই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ছেঁটে ফেলার যে চক্রান্ত চলছে, আমরা সকলেই মনে করছি, সেটা ঠিক নয়। তাই আমরা ঠিক করেছি, বিষয়টি লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বা সুব্রত বক্সী যদি আমাদের বলেন চুপ করে বসে থাকতে, আমরা চুপ করে বসে থাকব।' একই সুর প্রাক্তন ব্লক সভাপতি খোকন মিয়াঁর গলাতেও।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবি ঘোষের পদত্যাগ ইস্যু নিয়ে দলের মধ্যে এমন বিদ্রোহ দেওয়ায় যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে। তাঁদের মতে, পদত্যাগ ইস্যু নিয়ে কোচবিহারে দলের অন্দরে যা ঘটছে, তা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বের উচিত অবিলম্বে বিষয়টি হস্তক্ষেপ করা।

বৈঠকের পর এদিন দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'সোমবার আমার বাড়ির অফিসে দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া

> **নেতারা দু'ভাগ**
>
> - অনুগামীদের নিয়ে পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে বৈঠক করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
> - অনুগামীদের মতে, পুরোনো দিনের নেতাদের ছেঁটে ফেলার চক্রান্ত চলছে
> - জেলা নেতৃত্বের কেউ বলছেন দল যখন যা নির্দেশ দেয় সেটা মানা উচিত
> - কেউ বলছেন রবি অনুগামীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে স্বাগত

হবে। আমিও তাতে সহমত প্রকাশ করেছি।'

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এদিন দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে একটা বৈঠক হয়েছে। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি আমার স্ট্যান্ড সেখানে তুলে ধরেছি। সবাই সেটা সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি আগামীদিনের কিছু কর্মসূচিও আমরা আলোচনা করেছি।'

কোচবিহারে দলের প্রথম দিন থেকে রবির সঙ্গে ছিলেন দলের বর্তমান জেলা সহ সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে রবি আর আমি ছিলাম, এটা সত্যি কথা। তবে দল যখন যা নির্দেশ দেয় সেটা মানা উচিত। পদত্যাগ নিয়ে যে নির্দেশটা এসেছে সেটা রাজ্যের নির্দেশ বলেই আমি জানি।'

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'রবির অনুগামীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাকে স্বাগত জানাই।' জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

টিলেমির অভিযোগ

আট মাসেও মিলল না পাকা রাস্তা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৭ নভেম্বর : প্রায় আট মাস আগে জটেশ্বর বাজার থেকে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা সড়কের তপসিতলা পর্যন্ত প্রায় নয় কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এনিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, সড়ক কর্তৃপক্ষ নবনির্মিত রাস্তার কাজ সঠিকভাবে করছে না। রাস্তার বেশকিছু অংশ পাকা করা হলেও এখনও বেশিরভাগ এলাকা বাকি রয়েছে। যে অংশে এখনও পিচ দেওয়া হয়নি সেই অংশ দিয়ে স্কুল পড়ুয়া, স্থানীয় মানুষ এবং নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়েন। রাস্তার ধুলো চোখেমুখে ঢুকে যায়। তাই এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তা পাকা করার কাজ দ্রুত শুরু করা না হলে পথ অবরোধ করে আন্দোলন করা হবে। এবিষয়ে জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দাসকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় জটেশ্বর বাজার থেকে তপসিতলা পর্যন্ত ৯.৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। জেলা পরিষদের ডব্লিউবিএসআরডিএ কর্তৃপক্ষ এই কাজ করছে। বর্ষার পর এবং পুজোর মাঝে গোটা রাস্তা পাকা হওয়ার কথা ছিল। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন তৈরির কথাও হয়েছিল। কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। উলটে পিচের কাজও আটকে রয়েছে। স্থানীয় অমল রায় বলেন, 'পাকা রাস্তার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। ধুলোর কারণে বাচ্চাদের সাইকেল বা টোটোতে স্কুলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়। সর্দি-কাশির সঙ্গে চোখের যন্ত্রণার সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।' এলাকার আরেক বাসিন্দা শর্মিলা দাসের কথায়, 'এভাবে কতদিন চলবে জানি না। আমরা চাই দ্রুত রাস্তার কাজ করা হোক। বর্ষাকালে কাদা ছিল, এখন ধুলো।'

এদিকে, কাজ দেরি হওয়ার কারণ হিসাবে ফান্ড না থাকাকেই দায়ী করছে ঠিকাদারি সংস্থা। সংস্থার তরফে সরিতা আগরওয়াল বলেন, 'ফান্ড আসছে না তাই কাজও শুরু করা যাচ্ছে না। তবে চলতি মাসেই রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হবে।'

জটেশ্বরের তপসীতলার রাস্তার এই অংশে কাজ হয়নি।

কাজের মাঝে।। সোনালিপাঠ ঘাগড়ায়। ছবি : প্রসেনজিৎ দেব

মৃত্যুদণ্ড ঢাকায়

প্রথম পাতার পর

মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সম্ভবত নিশ্চিতই ছিলেন আওয়ামী লিগ নেত্রী। সে কারণেই বোধহয় রায় ঘোষণার আগে সোমবার সকালে তিনি বলেন, 'আমি রায়ের পরোয়া করি না।

আল্লা জীবন দিয়েছেন, তিনিই নেবেন। আগামীদিনে বাংলাদেশে আমার দল আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে।' হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় তিনি আমেরিকা থেকে বলেন, 'আমার মাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে। কিন্তু তিনি ভারতে সুরক্ষিত আছেন।'

যদিও হাসিনার মৃত্যুদণ্ড এখনই কার্যকর হবে, এমনটা নয়। কারণ তিনি ভারত সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার বারবার তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও এখনও সম্মত হয়নি নয়াদিল্লি। ফলে ট্রাইবিউনালের রায়কে সামনে রেখে ঢাকা হাসিনাকে ফেরানোর কথা বললেও তাতে নয়াদিল্লি কর্ণপাত করবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অবশ্য জানিয়েছেন, হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে তাঁরা আবার চিঠি লিখবেন। তাঁর ভাষায়, 'গণহত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখলে ভারতকে বুঝতে হবে, সেটা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও নিন্দনীয় আচরণের শামিল।' রায়টি নিয়ে ভারত বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া সোমবার রাত পর্যন্ত না জানালেও কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক মন্তব্য করেছে, নয়াদিল্লি বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের রায়কে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের জনতাকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। জামায়াতে ইসলামির তরফে বলা হয়েছে, 'ট্রাইবিউনালে জামায়াতে নেতাদের বিচার ছিল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার ও আজকের বিচার হল যথার্থ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত বিচার।' বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'শেখ হাসিনার এই বিচার তাঁর অপরাধের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তবে এটা শুধু অতীতের বিচার নয়, বরং ভবিষ্যতের শিক্ষাও বটে।' তবে আওয়ামী লিগের নেতা জাহাঙ্গির কবির নানকের বক্তব্য, 'যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাংলার জনগণ মানবে না।' রায়ে ট্রাইবিউনাল স্পষ্ট উল্লেখ করেছে, শেখ হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আল মামুনের বিরুদ্ধেও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ মিলেছে বলে ঘোষণা করেছে ট্রাইবিউনাল। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় শুরু হয় ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণা। যদিও ট্রাইবিউনাল রায়ের সংক্ষিপ্ত অংশই পাঠ করে। রায় ঘোষণা হতেই এজলাসে উল্লাসে ফেটে পড়েন সরকার পক্ষের লোকেরা।

ট্রাইবিউনালের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে হাসিনা বলেন, 'গত বছর জুলাই-অগাস্টে যতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেজন্য আমি শোকাহত। কিন্তু আমি কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতা কখনও কোনও আন্দোলনকারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিইনি। আমাকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দেশের বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।'

মহিলাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করল হাতি

প্রথম পাতার পর

এছাড়া চা বাগানের ঝোপঝাড়ে মাঝে মাঝেই ঘাঁটি গাড়ছে হাতি। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোনো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ছেকামারি এবং মধ্য খয়েরবাড়িতে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাতির আক্রমণে শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ফের আরেকজনের প্রাণ কাড়ল হাতি। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা বলেন, 'হাতির হানায় মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকে লাগাতার মানুষের মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনক। মানুষের উত্তেজিত হওয়াই স্বাভাবিক। বনমন্ত্রীকে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি শীঘ্রই উত্তরবঙ্গে আসবেন। হাতির হানা বন্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে আমরা তাঁর সঙ্গে বৈঠক করব।'

কলেজে ঢুকে দাদাগিরি

তুফানগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ কলেজে যা সব চলছে তা যেন মির্জাপুরকে মনে করাচ্ছে। ভাবছেন হঠাৎ আবার মির্জাপুর নিয়ে পড়লাম কেন। কারণটা হল দিনেদুপুরে কলেজ চত্বরে ঢুকে 'মুন্না ভাইয়া'র ঢংয়ে ফেলে পেটানো হচ্ছে পড়ুয়াদের। সোমবার এমনই ঘটনা ঘটেছে কলেজে। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ধীমান দেউড়ি নামে এক প্রাক্তন ছাত্র তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে চতুর্থ সিমেস্টারের ৩ ছাত্রকে পিটিয়েছেন। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেছেন, 'লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে।' অন্যদিকে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কলেজে কারা এই কাণ্ড ঘটাল তা আমার জানা নেই।'

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে কলেজ চলাকালীন ক্রিকেট খেলছিলেন চতুর্থ সিমেস্টারের কয়েকজন ছাত্র। অভিযোগ, সেই সময় আচমকা এসে হাজির হন ধীমান ও তাঁর দলবল। খেলা বন্ধের হুমকি দেন তাঁরা। তারপরই তিনজন পড়ুয়াকে মারধর করেন তাঁরা। এ ব্যাপারে আক্রান্ত আকাশ দেবনাথের বক্তব্য, 'আমাদের খেলা বন্ধের কথা বলা হলে আমরা মাঠের এক কোণে বসেছিলাম। ওরা আমাদের ধারালো অস্ত্র, লোহার রড, বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করে। আমার মাথায় ও হাতে গুরুতর চোট লাগে। আমার বন্ধুদেরও মারধর করে ওরা।'

রাহুল যেন বোঝা হয়ে উঠছেন

প্রথম পাতার পর

তাই জোটে মাতব্বরি করতে গিয়ে একে একে শরিকদের হারাতে হচ্ছে।

যাঁর হাতে এমন হার, সেই নীতীশ কুমার একসময়ে ছিলেন বিরোধী জোটে। এবার বিহারের আসন বণ্টন টানাটানিতে যেমন সময় গেল, তেমনই এড়ানো গেল না নিজেদের মধ্যে লড়াই। তারপর মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে হবেন বা আদৌ কেউ হবেন কি না, তা নিয়েও মনকষাকষি। সব মিলিয়ে বেশ অগোছাল

চেহারাটা। অথচ আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। ভোটার অধিকার যাত্রায় নেমে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তাতে বিস্তর ভিড় হল। মনে হল পাশা ওলটাবে। কোথায় কী!

গত ১৭ অগাস্ট থেকে দু'সপ্তাহে মোট ১,৩০০ কিলোমিটার চলেছিল ভোটার অধিকার যাত্রা। ২০টি জেলা ছুঁয়ে যাওয়া সেই যাত্রায় মাঝেমধ্যেই সঙ্গী হয়েছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল, ওই যাত্রাপথের ৩১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র একটি, আরারিয়ায় জিতেছে কংগ্রেস। আরজেডি আর বামেদের প্রাপ্তি শূন্য।

সেই যে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভোটার অধিকার যাত্রা হল, ব্যাস। তারপর ভোটের আগে দু'মাস রাহুলকে আর বিহারে দেখা যায়নি। ওই সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। ততদিনে যা নিয়ে এত হইচই সেই এসআইআর পর্ব চুকেছে। কেউ কিছুই করেনি। অথচ আরও পাঁচ রাজ্যের ভোটের আগে বিহার ভোটের গুরুত্ব কাউকে আলাদা করে বোঝাতে হবে না।

একদিকে মোদি-শা'র টানা প্রচার, অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে চাপানউতোর। পাশাপাশি ভাঁড়ার খালি করে মহিলাদের নগদ বিতরণ। তার মধ্যে কোথায় রাহুল! অবস্থা বুঝে তেজস্বী আলাদা যাত্রা করে অবস্থা সামলানোর চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু ড্যামেজ কন্ট্রোল কতটা হয়েছে, তা ফলেই দেখা যাচ্ছে। শেষদিকে আবার হঠাৎ উড়ে এসে কয়েকটা জনসভা করা আর পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার ছিল না রাহুলের, করেনওনি।

বিহারের বিধানসভার ভোটে ২০২০ সালের পর এত খারাপ রেজাল্ট করেনি কংগ্রেস। ২০১৫ সালে ২৭টা, ২০২০ সালে ১৯টা। আর এবার ৬টা। ফলে শুধু কংগ্রেসের মধ্যে নয়, তাদের নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে 'ইন্ডিয়া' জোটেও। এমনিতেই তাদের দাদাগিরি নিয়ে বারেবারেই ক্ষোভ জানিয়েছে অন্য শরিকরা। যে নেতা ভোট এনে দিতে পারেন না, তাঁর মাতব্বরি অন্যরা মানবে কেন? একসময় ক্ষমতা ছিল বলে এখন তাঁদের খবরদারি কে মানবে?

বেশিরভাগ রাজ্যে তারা প্রান্তিক শক্তি। একার জোরে লড়ার মুরোদ নেই। ভোটে লড়তে শরিকদের লাগে। পাশাপাশি রাহুল আদৌ কতটা সিরিয়াস, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে নিজের দলেই। বিজেপি যেভাবে মন দিয়ে ভোট করায়, তার অর্ধেকও মনোযোগী নয় সোনিয়া গান্ধির পার্টি। ফলে প্রতি ভোটে জমি হারাচ্ছে কংগ্রেস।

আরও একটা বিপদ রয়েছে। কংগ্রেসের নিজেদের দলেই বিদ্রোহ। আগেই রাহুলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরে গিয়েছেন বেশকিছু নেতা। এবার আরও ক'জন শশী থারুর অপেক্ষায় আছেন, দেখতে হবে!

চুক্তিই অস্ত্র ভারতের

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং বন্ধুসুলভ আচরণ নয়। ভারতের এখন বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া উচিত।' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সেই চিঠির জবাব দিলেও প্রত্যর্পণ নিয়ে মন্তব্য করেনি।

বিদেশমন্ত্রক শুধু জানিয়েছে, 'ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের শান্তি, গণতন্ত্র, স্থায়িত্বের পাশাপাশি সেদেশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই উদ্দেশে আমরা সবসময় সমস্ত পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকব।' এবারই প্রথম নয় আওয়ামী লিগ নেত্রী এদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, ভারত কি তাঁকে ঢাকার হাতে তুলে দিতে বাধ্য?

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি অত সহজ নয়। নয়াদিল্লির আরেকটি বড় যুক্তি হতে পারে যে, হাসিনার বিচারে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড উপেক্ষিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে ফেরত পাঠাতে ভারতের আদালতই প্রথম আপত্তি তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে দেওয়া রায়কে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

তাছাড়া ভারতের মানবাধিকার নীতি অনুযায়ী কোনও দেশে অভিযুক্তের জীবন, স্বাধীনতা বা নির্যাতনের ঝুঁকি থাকলে তাঁকে সেখানে ফেরত পাঠানো যাবে না। হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের সেই নীতি আর জোরালো হবে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ভারতে মৃত্যুদণ্ড থাকলেও বিদেশে প্রত্যর্পণ করার ক্ষেত্রে যে নীতি নয়াদিল্লি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছে। তা হল, যে দেশে মৃত্যুদণ্ডের বাস্তব ঝুঁকি আছে, সেদেশে কাউকে ফেরত পাঠানো হবে না।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে, দণ্ডিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী। কিন্তু ভারতের কাছে উলটো যুক্তি আছে। হাসিনা শুধু প্রতিবেশী দেশের নেত্রী নন, গত ১৫ বছরে তিনি ভারতের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র। সীমান্তে নিরাপত্তা, জঙ্গিবিরোধী অভিযান, বাণিজ্য- সবক্ষেত্রে তিনি ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই কারণে ভারত তাঁকে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে না বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

ভারত এখনও কোনও অবস্থান ঘোষণা না করে শুধু বলেছে, বাংলাদেশের চিঠি 'পর্যালোচনা' করা হচ্ছে। কূটনৈতিক ব্যাখ্যায় এর অর্থ, ভারত সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবে না। বরং ভারত চাইলে তাঁকে দলাই লামার মতো দীর্ঘমেয়াদি আশ্রয়ও দিতে পারে।

প্রেমিকের গলায়

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'মেয়ে যেহেতু ছেলের বাড়িতে চলে গিয়েছে তাই আমরা গিয়ে আলোচনা করছিলাম। আর ছেলেমেয়ে উভয়েই সাবালক। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছিল। তখন আচমকাই মেয়ের বাবা এসে এভাবে আক্রমণ করবেন তা আমরা ভাবতেই পারিনি।' এই ঘটনার পরই মেয়ের বাবা সহ ওই পরিবারের কেউই বাড়িতে নেই। তাই মেয়ের পরিবারের কারও বক্তব্য মেলেনি। তবে এমন ঘটনা নিয়ে গোটা এলাকায় জোর চর্চা চলছে।

গোড়ায় গলদ গোতির, দাবি অশ্বীনের

চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর : টি২০ ক্রিকেট আর টেস্ট এক নয়।

গৌতম গম্ভীরকে সবার আগে যা বুঝতে হবে। কুড়ির ফরম্যাটে একঝাঁক অলরাউন্ডার দরকার লাগে। কিন্তু লাল বলের দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাটে প্রতি বিভাগে বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটার গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে সমস্যা। ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের অপ্রত্যাশিত টেস্ট হার নিয়ে কাটাছেঁড়ায় এমনই প্রতিক্রিয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের।

সামলাতে পারতেন না শচীন-বিরাটও!

ধৈর্যের সঙ্গে কপিবুক টেকনিকেও ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে বড় রান পাননি ওয়াশিংটন সুন্দর।

শুভমান গিলদের হেডস্যরকে কাঠগড়ায় তুলে অশ্বীনের যুক্তি, 'চারজন স্পিনার নিয়ে লাভ হয় না। বরাবরই এটা মনে করি আমি। ওয়াশিংটন সুন্দরকে তো বলই করাতে পারেনি দ্বিতীয় ইনিংসে। চার স্পিনার নিচ্ছ, অথচ একজনকে বলই দিচ্ছ না! এতে কিন্তু ওর আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খাবে।'

প্রাক্তন অফস্পিনার আরও বলেছেন, 'টি২০তে একঝাঁক অলরাউন্ডার লাগে। টেস্টে কিন্তু স্পেশালিস্টদের মঞ্চ। টিম কম্বিনেশন নিয়ে এই রকম ভাবনায় আখেরে ক্ষতি দলের। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরবে বি সাই সুদর্শনের মতো ক্রিকেটারদের। ওয়াশিংটনের ব্যাটিংয়ের ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওকে তিনে নামানো কতটা সঠিক, সময়ই তার উত্তর দেবে। সুদর্শন কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ওর সামনে উজ্জ্বল কেরিয়ার পড়ে রয়েছে।'

অশ্বীনের পথে হেঁটে গোতির পরিকল্পনা নিয়ে সোচ্চার চেতেশ্বর পূজারাও। তবে পিচ নিয়ে সুর চড়ালেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন 'ক্রাইসিসম্যান'। বলেছেন, 'র‍্যাঙ্ক টার্নারে ভাগ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা টার্নিং পিচে খেলতে পারি না, এমন নয়। কিন্তু ভারতের উচিত আরও কিছুটা ভালো পিচে খেলা। বোলারদের উইকেট থেকে সুবিধা পাওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমন দরকার পিচে ভারসাম্য বজায় থাকা। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে মাথায় রাখতে হবে, এমন পিচ দরকার, যেখানে সাফল্যের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকবে। জোর দিতে হবে স্কিলেও।'

হরভজন সিং মনে করেন, এই পিচে বিরাট কোহলি, শচীন তেন্ডুলকারদের পক্ষেও সফল হওয়া কঠিন ছিল। গম্ভীররা কার্যত এভাবে টেস্ট ক্রিকেটের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছেন। ১০৩ টেস্টে চারশো প্লাস উইকেটের মালিকের দাবি, 'বল যেভাবে টার্ন করছিল, ব্যাটাররা কোনও হদিস পাচ্ছিল না। তা তোমার টেকনিক যতই ভালো হোক। তুমি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি হলেও এই পিচে টিকে থাকা কঠিন হত। একটা বল লাফাচ্ছে। পরেরটা নীচু। কোনওটা আবার লম্বা টার্ন। স্কিল দিয়ে যার মোকাবিলা কার্যত অসম্ভব।'

> বল যেভাবে টার্ন করছিল, ব্যাটাররা কোনও হদিস পাচ্ছিল না। তা তোমার টেকনিক যতই ভালো হোক। তুমি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি হলেও এই পিচে টিকে থাকা কঠিন হত। একটা বল লাফাচ্ছে। পরেরটা নীচু। কোনওটা আবার লম্বা টার্ন। স্কিল দিয়ে যার মোকাবিলা কার্যত অসম্ভব।
>
> **হরভজন সিং**

ভারতীয় দলের হারের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের কটাক্ষ, পিচ নিয়ে গম্ভীররা যা করেছে, তাতে এই হারটা প্রাপ্য ছিল। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পিচ বানালে যা হওয়ার তাই হয়েছে। হারটা প্রাপ্য ছিল ভারতের। দুর্দান্ত জয় দক্ষিণ আফ্রিকার।'

বিশ্বকাপ জিতে ছুটির মেজাজে রিচা ঘোষ। হিমাচলপ্রদেশের জিভিতে ছুটি কাটাচ্ছেন শিলিগুড়ির উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

ফেডারেশনের সভায় আজ ক্লাব প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : লিগ কীভাবে শুরু করা যায় সেই নিয়েই মঙ্গলবার আলোচনায় বসতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলি। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে কলকাতার তিন ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোনও প্রতিনিধি থাকছেন না। ইস্টবেঙ্গলে ইমামির তরফে একজন এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সিইও উপস্থিত থাকার কথা এই সভায়।

এদিনই বিড ইভালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও উচ্চ আদালতের কাছে পেশ করার রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন বলে খবর। আগামী ১৯ নভেম্বর ফুটবলারদের পিটিশনও আদালতে জমা পড়ার কথা। সম্ভবত মঙ্গলবারের সভায় বিনিয়োগকারী ছাড়া কীভাবে লিগ করা যায় সেই নিয়েই আলোচনা হতে চলেছে। এছাড়াও নাগেশ্বর রাও কী কী বিষয় আদালতের সামনে তুলে ধরবেন, সেই সবও ক্লাবগুলিকে জানানো হবে। তবে যা পরিস্থিতি তাতে সব ক্লাবই নিজেরা টাকা দিয়ে লিগ করার ব্যাপারে একমত নয়।

বেশ কিছু ক্লাব হয়তো বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নও তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, কেন এফএসডিএল-কে রাজি করানো গেল না বা অন্য কোনও বিনিয়োগকারী কেন পাওয়া গেল না, এই ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্নও উঠে আসতে পারে সভায়। একইসঙ্গে সবাই টাকা দিতে রাজি না হলে আদৌ লিগ শুরু করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল।

ইডেন গার্ডেন্সে জয়ের আনন্দে কোচ শুকরি কনরাডকে জড়িয়ে ধরেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

ইডেন জয় সেরা তিনে : রাবাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে ইতিহাস।

২০১০-এর পর ২০২৫। ১৫ বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ দক্ষিণ আফ্রিকার। শুধু ইডেন-ইতিহাসে থেমে থাকতে রাজি নন প্রোটিয়া শিবির। লক্ষ্য পরিষ্কার-সিরিজ জয়। স্পিন অস্ত্রে বাজিমাতের পর সেই আত্মবিশ্বাসে ঝলক কোচ শুকরি কনরাডের গলায়।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দলের কোচের কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকা আর এখন শুধু পেস-নির্ভর দল নয়। ম্যাচ জেতানোর মতো স্পিনারও তাদের হাতে রয়েছে। কনরাড বলেছেন, 'পাক সিরিজে সেরা হয়েছিল মুথুস্বামী। ইডেন টেস্টে ওকে খেলায়নি, যা আমাদের স্পিন গভীরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে।'

স্পিন 'জুজু' দেখাচ্ছেন কনরাড

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জয়ের পাশে রবিবারের জয়কে রাখছেন। কনরাডের কথায়, 'বছরের শুরুতে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলাম আমরা। এই জয়টা খুব কাছাকাছি থাকবে। ইডেন দ্বৈরথে আমরা কখনও হাল ছাড়িনি। ক্রিকেটারদের জন্য আমি গর্বিত। পরস্পরের পাশে থেকেছে, এককাট্টা হয়ে লড়েছে। কিছুদিন আগে পাকিস্তানে টেস্ট জিতেছি। এবার ভারতে। তবে কাজ এখনও বাকি। লক্ষ্য সিরিজ জেতা।' কাগিসো রাবাদা ইডেন জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ইতিহাসের সেরা তিন সাফল্যের মধ্যে রাখছেন। পাঁজরের চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে ছিটকে গেলেও সারাক্ষণ ডাগআউটে বসে সতীর্থদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। রাবাদার দাবি, 'চলতি মরশুমে বেশ কয়েকটা ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছি আমরা। সেক্ষেত্রে কোনটা সেরা বলা মুশকিল। তবে যে পরিস্থিতিতে ইডেনে জিতেছি আমরা, সেকথা মাথায় রেখে সেরা তিনে অবশ্যই রাখব। চোটের জন্য খেলতে পারিনি। কিন্তু বাকিরা দায়িত্বটা সামলেছে। আর বাইরে থেকে ম্যাচের প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা অনুভব করেছি আমি।'

টিম কম্বিনেশন, পিচ বিতর্কে জেরবার

সমালোচনা ভুলে গম্ভীর নজরে দ্বিতীয় টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : পিচ নিয়ে অভিযোগ মানতে নারাজ। দাবি, চাপ নিতে পারেনি ব্যাটাররা! টিম কম্বিনেশন নিয়েও একই অবস্থান। তবে মুখে যাই বলুন, ইডেন গার্ডেন্সে হারে তিনি যে কাঠগড়ায়, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গৌতম গম্ভীরের।

ভিতরে ভিতরে চললে হারের ময়নাতদন্ত। যে রিপোর্ট সামনে রেখে কাল দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করছে ভারতীয় দল। ক্রিকেটারদের ছুটি বাতিল করে ব্যর্থতার ইডেনেই সকালে সদলবলে গা ঘামানো। বুধবার কলকাতা থেকে সরাসরি গুয়াহাটির বিমানে উঠে পড়বেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার বড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ঘরের মাঠে টার্নিং পিচ, স্পিন পরিকল্পনায় বাজিমাতের সুপারহিট থিয়োরি মুখ থুবড়ে পড়েছে গম্ভীর জমানায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত বছর তিনটি টেস্টে হেরেছে। ইডেনে প্রোটিয়া ধাক্কা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পিনারদের সামনে বেলাইন টিম ইন্ডিয়া।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো পেসার হাতে থাকার পরও দলের টার্নিং পিচ নিয়ে কাঁদুনিতে অনেকেই অবাক। সমালোচনার ঝড় বইলেও নিজের অবস্থান থেকে শুভমান গিলদের হেডস্যর সরবেন নিশ্চয়তা নেই। ফলে ২২ নভেম্বর শুরু গুয়াহাটি টেস্টে টার্নিং পিচ না হলে, সেটাই খবর। ফলে আবারও শুকনো পিচে সাইমন হার্মার, কেশব মহারাজদের সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

অনিশ্চয়তা জারি শুভমানকে নিয়েও। হাসপাতাল থেকে গতকাল ছাড়া পেলেও সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয়। আপাতত শুভমানকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি। সবদিক খতিয়ে দেখেই তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। টিম ডক্টর, ফিজিওদের সবুজ সংকেত যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে গতকাল পর্যন্ত যা খবর, তাতে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

টিম কম্বিনেশন, চার স্পিনারের থিয়োরিকে ঘিরে প্রথম দিন থেকেই বিতর্ক। প্রাক্তনদের দাবি, গম্ভীর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাইছে টি২০ ফর্ম্যাটের ভাবনা দিয়ে। ফল যা হওয়ার তাই। র‍্যাংক টার্নার বানাচ্ছে, অথচ বিশেষজ্ঞ ব্যাটার বসিয়ে অলরাউন্ডাররা অগ্রাধিকার পাচ্ছে!

কেউ কেউ আবার গম্ভীর বনাম শুভমান দেখছেন! গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ টেস্টের সময় গিল বলেছিলেন, ঘরের মাঠে 'র‍্যাংক টার্নার'-এর পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে চান। বোলার, ব্যাটার, স্পিনার, পেসার- সবার কথা মাথায় রেখে ভারসাম্যের উইকেট গুরুত্ব পাবে।

অথচ, ইডেনের পিচ নিয়ে গম্ভীরের আচরণে উলটো দৃশ্য। ভারতীয় দলের হেডকোচের চাপে ম্যাচের আগে দিন চারেক জলের ছিটে পড়েনি বাইশ গজে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পিচ নিয়ে ধেয়ে আসা একঝাঁক প্রশ্নের মুখে বলতে বাধ্য হন গম্ভীর। জানান, এরকম পিচই নাকি চেয়েছিলেন!

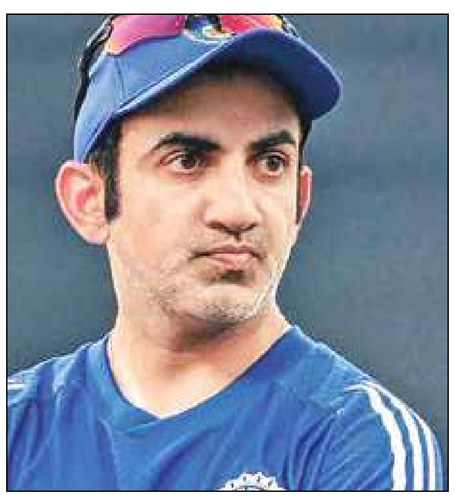
র‍্যাংক টার্নার বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট হেরে প্রাক্তনদের তোপের মুখে কোচ গৌতম গম্ভীর।

দ্বিতীয় টেস্টে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। শুভমান না খেললে লড়াই মূলত বি সাই সুদর্শন ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে ১৫০ করেছিলেন দেবদত্ত। যদিও অনিল কুম্বলের ভোট সুদর্শনের দিকে। বলেন, 'আশা করব শুভমান সুস্থ হয়ে উঠবে। যদি না হয়, সুদর্শনের দলে ফেরা উচিত।'

দ্রাবিড়ের জায়গায় দায়িত্বে সাঙ্গাকারা

জয়পুর, ১৭ নভেম্বর : হেডকোচের নাম ঘোষণা করে দিল রাজস্থান রয়্যালস। রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন কুমার সাঙ্গাকারা। অতীতেও রয়্যালসের হেডকোচের গুরুভার সামলেছেন। তিন মরশুমে সাঙ্গাকারার প্রশিক্ষণে আইপিএলে খেলেছে পিঙ্ক ব্রিগেড। পুরোনো দায়িত্বেই প্রত্যাবর্তন। ফ্র্যাঞ্চাইজির 'এক্স হ্যান্ডেলে' যে খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।

২০২২, ২০২৩, ২০২৪— তিন আইপিএলে দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলান সাঙ্গাকারা। এরমধ্যে '২২-এ ফাইনালে ওঠে পিঙ্ক ব্রিগেড। ২০২৪-এ প্লে-অফ। কিন্তু ২০২৫ বিশ্বকাপ জেতার পর রাহুল দ্রাবিড়ের আগমনে কোচের দায়িত্ব হারান সাঙ্গাকারা। তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজির 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' করা হয়। বছর কাটতে না কাটতে দ্রাবিড়ের বিদায় এবং হেডকোচের আসনে সাঙ্গা।

ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে খবর, কোচ এবং ডিরেক্টর— দুই ভূমিকাই সামলাবেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি। সহকারী কোচ বিক্রম রাঠোর। দ্রাবিড়ের সময়ে ব্যাটিং কোচ ছিলেন। পদোন্নতি হয়ে সহকারী কোচ। অপর সহকারী কোচ হিসেবে থাকছেন ট্রেভর পেনি। প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড পেসার শেন বন্ড বোলিং কোচের পদেই থাকছেন।

হেডকোচ ঘোষণা রাজস্থানের

> প্রধান কোচ হিসেবে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিভাবান একঝাঁক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাজ করতে পারব। ভালো লাগছে। বিক্রম, ট্রেভর, শেনদের সঙ্গে কাজ করা বরাবর উপভোগ করেছি। মিলিতভাবে চেষ্টা করব ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে।
>
> **কুমার সাঙ্গাকারা**

দুই বছর পর পুরোনো পদে ফিরছেন কুমার সাঙ্গাকারা।

শনিবারই রাজস্থান রয়্যালস পরিবারে রবীন্দ্র জাদেজার প্রত্যাবর্তনের খবর ঘোষণা করা হয়েছে। 'অসন্তুষ্ট' সঞ্জু স্যামসনের বিদায়, জাদেজার ফেরাকে স্বাগত জানানো হয়। এবার পুরোনো দায়িত্বে সাঙ্গা। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্নধার মনোজ বাদালে বলেছেন, 'হেডকোচ হিসেবে সাঙ্গার প্রত্যাবর্তনে আমরা খুশি। ওর লিডারশিপ দক্ষতা, রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনি আরও জানান, সাঙ্গার উপস্থিতিতে সবদিক থেকে ভারসাম্যের পরিবেশ তৈরি করবে। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজি বরাবর শ্রীলঙ্কান তারকার নেতৃত্ব গুণের ওপর ভরসা রেখেছে। তাঁদের বিশ্বাস, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে সাঙ্গাকারার উপস্থিতি।

সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'প্রধান কোচ হিসেবে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিভাবান একঝাঁক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাজ করতে পারব। ভালো লাগছে। বিক্রম, ট্রেভর, শেনদের সঙ্গে কাজ করা বরাবর উপভোগ করেছি। মিলিতভাবে চেষ্টা করব ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে।'

এটিপি ফাইনালস জিতে বছর শেষ সিনারের

তুরিন, ১৭ নভেম্বর : কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে হারিয়ে ফরাসি ও ইউএস ওপেন ফাইনালে হারের বদলা নিলেন। একইসঙ্গে এটিপি ফাইনালসে খেতাবরক্ষায় সফল হলেন ইতালির জানিক সিনার। আলকারাজকে ৭-৬, ৭-৫ গেমে হারিয়ে ট্রফি হাতে বছর শেষ করার আনন্দে তারপরই তিনি উঠে যান গ্যালারিতে। সেখানে অপেক্ষারত বান্ধবী লায়লা হাসানোভিচকে দ্রুত আলিঙ্গনে বাঁধেন ইতালির তরুণ। যা ক্যামেরাবন্দি করতে ভুল হয়নি উপস্থিত চিত্র সাংবাদিকদের। অথচ এই লায়লার হাতে আংটি দেখে তাঁর সঙ্গে বিয়ের জল্পনা ছড়ানোয় সিনার বলেছিলেন, কোনও সম্পর্কই নাকি নেই তাঁদের মধ্যে।

> অসাধারণ একটা সপ্তাহ শেষ হল। আজ কোর্টের চারপাশে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। শেষপর্যন্ত সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে আমি খুশি।
>
> **জানিক সিনার**

দ্বিতীয়বার এটিপি ফাইনালস জয়ের পর ইতালির জানিক সিনার।

দ্বিতীয়বার এটিপি ফাইনালস জিতে সিনার বলেছেন, 'অসাধারণ একটা সপ্তাহ শেষ হল। আজ কোর্টের চারপাশে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। শেষপর্যন্ত সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে আমি খুশি।' অন্যদিকে হারের পর আলকারাজ সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন সিনারকে।

অন্যদিকে, স্প্যানিশ তরুণের মন্তব্য, 'আমি ভালোই খেলেছি। কিন্তু সমস্যা হল আজ সামনে এমন একজন ছিলেন যিনি ইন্ডোর টেনিসে দুই বছর পরাজয় কী জিনিস ভুলে গিয়েছেন। যোগ্য হিসেবেই ও চ্যাম্পিয়ন। ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' হেরে গেলেও আলকারাজ এটিপি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষেই থাকলেন। দুই নম্বরে সিনার।

মরশুমে স্মরণের দ্বিতীয় দ্বিশতরান

জম্মু ও মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : রনজি ট্রফির এলিট গ্রুপ 'ডি'-র ম্যাচে ঘরের মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভালো জায়গায় জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের স্কোর ২৭৫/৪। এখনই লিড ৩২৪ রানের। ক্রিজে রয়েছেন আব্দুল সামাদ (৭৭) ও কানহাইয়া ওয়াধওয়ান (৮২)।

গতকালের ৮৮/৬ স্কোর থেকে সোমবার সকালে হায়দরাবাদকে ১২১ রানে অল আউট করতে বেশি সময় লাগেনি জম্মু ও কাশ্মীরের। গত ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে জম্মুর রনজি জয়ের নায়ক ছিলেন আকিব নবি। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট তুলে নিলেন।

৪৯ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা জম্মু শুরুতেই শুভম খাজুরিয়ার (৫) উইকেট হারায়। তবে ওপেনার কামরান ইকবাল (৫০) ও বিভ্রান্ত শর্মা (৪৫) বড় রানের ভিত গড়ে দেন।

শতরান সিদ্ধেশ, আকাশের

অন্যদিকে, এলিট গ্রুপ 'বি'-র ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করলেন কর্ণাটকের রবিচন্দ্রন স্মরণ। রবিবার প্রথম দিনের শেষে তিনি অপরাজিত ছিলেন ১১০ রানে। সোমবার দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটক যখন ৫৪৭/৮ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করছে তখনও স্মরণ অপরাজিত ২২৭ রানে। চলতি মরশুমে এটি তাঁর দ্বিতীয় দ্বিশতরান। এদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ১০০০ রানও হয়ে গেল। ৫ রানের জন্য শতরান ফসকেছেন করুণ নায়ার (৯৫)। কর্ণাটকের পাহাড় প্রমাণ রানের জবাবে ধুঁকছে চণ্ডীগড়। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ৭২/৪। শ্রেয়স গোপাল তুলে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

পুদুচেরির বিরুদ্ধে শতরানের পর আকাশ আনন্দ।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পুদুচেরির বিরুদ্ধে জয়ের পথে মুম্বই। এলিট গ্রুপ 'ডি'-র ম্যাচে সোমবার মুম্বই প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ৬৩০/৫ স্কোরে। দিনের শেষে পুদুচেরির স্কোর ৪৩/৩। রবিবারের অপরাজিত ৮০ রান থেকে খেলতে নেমে এদিন ১৭০ রান করলেন সিদ্ধেশ লাড। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস। এছাড়াও শতরান পেয়েছেন আকাশ আনন্দ (অপরাজিত ১০৭)। ব্যাট হাতে অর্ধশতরানের (৫৬) পর বল হাতেও ৩ উইকেট পেয়েছেন শার্দূল ঠাকুর।

জয়ের মঞ্চ প্রস্তুত সামি-ঈশ্বরণদের

অসম-২০০ বাংলা-২৬৭/৪
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৭ নভেম্বর : প্রথম ইনিংসের লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত। যদিও নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে থাকা বাংলার লক্ষ্য ম্যাচ জিতে পুরো ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা। কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে লক্ষ্যপূরণের যে মঞ্চটা প্রস্তুতও করে নিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল।

গতকাল প্রথম দিনেই মহম্মদ সামির নেতৃত্বে বোলিং ব্রিগেড দলের জন্য রাস্তাটা মসৃণ করে দেন। ১৯৪ রানে ৮ উইকেট খুইয়ে বসে রিয়ান পরাগহীন অসম। আজ বাকি ২ উইকেট তুলতে দেরি করেনি বাংলা। দিনের চতুর্থ ওভারে ২০০ রানে অসমের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে দেয়। জবাবে বাংলার স্কোর ২৬৭/৪। ৬৭ রানের লিড হাতে হাফডজন উইকেট।

দিনের দ্বিতীয় ওভারে মুখতার হোসেনকে (৯) আউট করে প্রথম ইনিংসে নিজের প্রথম উইকেট তুলে নেন ঈশান পোড়েল। সামি ফেরান অসমের অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকরকে (৫৩)। সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে অধিনায়কোচিত ইনিংসে উপহার দেন সুমিত। সামি ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল তিনটি করে উইকেট নেন। মহম্মদ কাইফের ঝোলায় দুই শিকার।

প্রতিপক্ষকে কম রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়নি। অহেতুক ঝুঁকি নিতে গিয়ে রান আউট হন সুদীপকুমার ঘরামি (২)। দলের স্কোর তখন মাত্র ৭। তবে আতঙ্ক দ্রুত ঢাকা পড়ে যায় টপ অর্ডারের বাকিরা রান পাওয়ায়। দ্বিতীয় উইকেটে শাকির হাবিব গান্ধিকে (৫৮) নিয়ে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৬৬) ১২২ রানের পার্টনারশিপ গড়েন।

দুইজনের সামনেই সুযোগ ছিল ইনিংসটাকে আরও লম্বা করার। কিন্তু অহেতুক ভুলের খেসারতে উইকেট উপহার দিয়ে ফেরেন দুইজনেই। এরমধ্যেই 'কট বিহাইন্ড' আউটের পর মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিপদে শাকির। দিনের খেলা শেষে ম্যাচ রেফারি ডেকেও পাঠান তাঁকে। শাস্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ক্রিজ জমে গিয়ে বড় স্কোর করতে পারেননি বাংলার ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটার অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৩)। অসমের আকাশ সেনগুপ্তের বলে লেগবিফোর আউট হয়ে ফেরেন। ২১৩/৪ স্কোর থেকে বাকি দিনে আরও উইকেট হারায়নি বাংলা। পড়ন্ত বিকেলের বাইশ গজে উত্তাপ বাড়ান শাহবাজ আহমেদ। ৬৭ বলে ঝোড়ো ৬১ রান করে অপরাজিত আছেন। ৬টি চারের সঙ্গে দুইটি বিশাল ছক্কা হাঁকান শাহবাজ। সুমন্ত গুপ্ত অপরাজিত ২৫ রানে। দুজনে মিলে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ৪৪ রান যোগ করেছেন। বাংলার হাতে ৬৭ রানের লিড। সোমবার যে লিডটাকে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে জয়ের জন্য ঝাঁপানোর সুর বাংলা শিবিরে।

বাংলা-অসম রনজি ম্যাচ

অধিনায়ক অভিমন্যুও সেই কথা জানান। পাশাপাশি ভারতীয় টেস্ট দলে বারবার ডাক পেয়েও অভিষেকের সুযোগ না পেলেও বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেও নারাজ। ঈশ্বরণের যুক্তি, নির্বাচন তাঁর হাতে নেই। পারফর্ম করাটা তাঁর কাজ, সেটাই করে যেতে চান। ফোকাস আপাতত অসম ম্যাচে। বাংলার হয়ে খেলা সবসময় গর্বের। বাংলার জার্সিতে মাঠে নামলে বাড়তি তাগিদ অনুভব করেন।

অর্ধশতরানের পথে অভিমন্যু ঈশ্বরণ (বাঁয়ে)। তিন উইকেট তুলে নিলেন মহম্মদ সামি। কল্যাণীতে সোমবার।

বাংলাদেশের বিপক্ষেই নয়া সূচনায় খালিদ

প্রথম জয়ের লক্ষ্যে ভারত

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন আগেই শেষ হয়েছে। তাই বাংলাদেশ ম্যাচকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম ধাপ হিসেবেই দেখতে চাইছেন খালিদ জামিল।

দুই দলেরই পরিস্থিতি এক। এখনও জয় আসেনি একটা ম্যাচেও এবং ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতেও কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস খালিদ দেখাতে পেরেছেন। এবারই স্কোয়াড থেকে তিনি বাদ দেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সব ফুটবলারকে। কাফা নেশনস কাপের সময়ে বারবার চেয়েও তিনি পাননি ফুটবলারদের। তা সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে তিনি আপুইয়া ও শুভাশিস বসুকে ডাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এবারও যখন শিবির শুরু হওয়ার দিনে ফুটবলার ছাড়তে রাজি হয়নি মোহনবাগান তখন আর কিছু ভাবেননি খালিদ। পরিষ্কার মোহনবাগানের সব ফুটবলারকে বাদ দিয়েই দল গড়েন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এটাই সঠিক সময় দলটাকে নতুন করে গড়ে তোলার। যারা দেশের হয়ে ১০০ শতাংশ দিতে প্রস্তুত, আমার দলে তারাই স্বাগত। নতুন করে তৈরি করছি দলটাকে। তবে সিনিয়ার-জুনিয়ারের সঠিক ভারসাম্য আনতে খানিকটা সময় লাগবে।' এই দলে মাত্র সাতজন ফুটবলার আছেন যাঁদের বয়স ২৫-এর বেশি। বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন কি না সেটা পরিষ্কার না হলেও দলে ডেকে নেওয়া হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

বাংলাদেশ বনাম ভারত

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০, **স্থান :** ঢাকা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সুযোগ মিলবে কিনা জানা নেই, তারপরও প্রস্তুতিতে খামতি নেই রায়ান উইলিয়ামসের।

তিনি এইমুহূর্তে ঢাকাতেই আছেন ভারতীয় দলের সঙ্গে। আরাতা ইজুমির পর তিনিই প্রথম বিদেশি ফুটবলার যিনি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে দলে ঢুকলেন। যা খবর, মাঠে নামতে পারলে প্রাক্তন এই অজি ফুটবলারকে ১১ নম্বর জার্সি দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এতদিন এই জার্সির একচ্ছত্র মালিক স্বয়ং সুনীল ছেত্রী।

গত মার্চে ভারত নিজেদের মাঠে প্রথম খেলে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে হওয়া ড্র থেকেই যেন পিছিয়ে যাওয়া শুরু ভারতের। তারপর হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে হারেই শেষ যাবতীয় স্বপ্ন। নিজেদের মাঠে যে বাংলাদেশ তাদের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিতে চাইবে, এই কথা বলাই বাহুল্য। এমনিতেই ঢাকায় পৌঁছানোর পর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে খানিকটা গুটিয়েই থাকতে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। ফলে গত শনিবার ঢাকা পৌঁছানোর পর থেকেই অনুশীলন ছাড়া বাইরে বেরোনোর ঝুঁকি নিচ্ছেন না কোচ-ফুটবলাররা। তাই নিজের দল ও ওখানকার পরিস্থিতি, দুইয়ে মিলেই সম্ভবত ম্যাচটা যে কঠিন হতে চলেছে সেই কথা এদিন বলতে দ্বিধা করেননি খালিদ। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের জন্য ম্যাচটা সহজ হবে না। বাংলাদেশ খুবই ভালো দল। জানি এই ম্যাচে খুবই চাপ থাকবে। তবে আমরা শুধু নিজেদের খেলাতেই ফোকাস করছি। কারণ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য জয়।' রায়ানকে নিয়ে যখন ধোঁয়াশা তখন বাংলাদেশ দলে অবশ্য হামজা চৌধুরী কী সমিত সোমরা মাঠে নামছেনই। ফলে আবারও একটা কঠিন পরীক্ষা ভারতের সামনে।

ভারতের দুর্গ আগলাতে তৈরি হচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ঢাকায় সোমবার।

বিশ্বকাপে নরওয়ে বিপাকে ইতালি

বেলিংহামকে সতর্ক করলেন টুচেল

মিলান, ১৭ নভেম্বর : ২৮ বছর পর আবার ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে নরওয়ে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের কাছে হেরে চাপে ইতালি।

১৯৯৮, শেষবার বিশ্বকাপে খেলেছিল নরওয়ে। তারপর থেকে লাগাতার ব্যর্থতা। হাল্যান্ড, আলেকজান্ডার সরলোথদের পারফরমেন্সে ভর করে আরও একবার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে জায়গা করে নিল তারা।

সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে রবিবার জিততেই হত ইতালিকে। তাও আবার ৯ গোলের ব্যবধানে। সেখানে নরওয়ের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। ম্যাচের প্রথমার্ধে ভালো ফুটবল খেললেও একের বেশি গোল করতে পারেনি ইতালি। ১১ মিনিটে আজ্জুরিদের এগিয়ে দেন পিও এসপোসিতো। দ্বিতীয়ার্ধে পালটা আক্রমণে ইতালির ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে নরওয়ে। সেই লক্ষ্যে সফল হাল্যান্ডরা। ৬৩ মিনিটে নরওয়েকে এগিয়ে দেন আন্তোনিও নুসা। এরপরই পরপর দুই মিনিটে দুটি গোল করেন হাল্যান্ড (৭৮, ৭৯)। ম্যাচের যোগ করা সময় আজ্জুরিদের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন জোর্গেন লারসেন।

নরওয়ের এই জয়ে ইতালির আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় প্লে-অফ খেলতে হবে নিকোলো বারেল্লা, ম্যানুয়েল লোকাতেল্লি, জিয়ানলুকা মানচিনিদের। যদিও সেই লড়াই সহজ হবে না। ২০১৮-য় সুইডেন এবং ২০২২-এ উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার কাছে হেরে এই প্লে-অফ থেকেই ছিটকে গিয়েছিল ইতালি। আরও একবার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আশঙ্কা এখন থেকেই ঘিরে ধরছে আজ্জুরি ব্রিগেডকে। সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, 'ভয় পাচ্ছি না বললে মিথ্যে বলা হবে। আমাদের মানসিকতায় বদল আনতে হবে।'

অন্যদিকে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আলবেনিয়াকে ২-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। ফলে শুধু বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায়ই নয়, এই পথে এক অনন্য নজিরও গড়েছে তারা। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৮ ম্যাচের ৮টিতেই জিতল 'থ্রি লায়ন্স'। এই ৮ ম্যাচে ২২ গোল করলেও কোনও গোল হজম করেনি ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইউরোপের প্রথম দল হিসাবে কোনও ম্যাচ না হারার পাশাপাশি ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড গড়ল টমাস টুচেলের দল।

এরপরও একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। তারকায় ঠাসা দল। ফলে প্রথম একাদশ সাজানো কঠিন হয়ে পড়ছে টুচেলের জন্য। বিষয়টা ইতিবাচক এই কথা ঠিক। তবে আলবেনিয়া ম্যাচে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর জুড়ে বেলিংহামকে তুলে নেন তিনি। যা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন বেলিংহাম। ম্যাচ শেষে অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেন টুচেল। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে। বুঝতে হবে তোমার সতীর্থ সাইডলাইনে অপেক্ষা করছে। তাঁকে সম্মান দেখাতে হবে।'

কেরিয়ারে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

অলউইন রেকর্ড নিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ করলেন হ্যারি কেনরা।

বিদেশেও দাপট দেখাল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(সিলকি, ফাজিলা, রেস্টি)
বাম খাতুন এফসি-১ (হামৌদি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : মহাদেশীয় মঞ্চেও স্বপ্নের জাল বুনছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল।

প্রতিকূল পরিবেশ। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনীর সামনে। উহানে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বাম খাতুন এফসি-কে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। পরিকল্পনামাফিক ফুটবলেই ইরানের ঘরোয়া লিগের সফলতম দল এবং ১১ বারের চ্যাম্পিয়নদের হেলায় হারাল মহিলা মশাল ব্রিগেড।

ম্যাচের ৪ মিনিটেই গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সিলকি দেবী। গোলের পর ক্রমাগত বিপক্ষ রক্ষণে চাপ বজায় রাখলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট, রেস্টি নানজিরি, জ্যোতি চৌহানরা। ইরানের ক্লাবটিও অবশ্য সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল। তবে লাল-হলুদ রক্ষণ সজাগ থাকায় বিপদ ঘটেনি। ৩২ মিনিটে ফাজিলার গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। আমনাহ নবাবির পাস জালে পাঠান উগান্ডার স্ট্রাইকার। ৩৫ মিনিটে সৌম্যা গোগুলোথের পাস বক্সে পেয়েছিলেন রেস্টি। তবে তাঁর শট ক্রসবার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়।

বাম খাতুন একমাত্র গোলটি করে প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে। নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করেন জ্যোতি। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। ইরানের ক্লাবটির হয়ে স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করেন মোনা হামৌদি। ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক পান্থই চানু সঠিক দিকে ঝাঁপালেও বলের নাগাল পাননি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন ফাজিলা। তবে গোললাইন থেকে বল বিপন্মুক্ত করেন বাম খাতুনের এক ডিফেন্ডার। ৭৯ মিনিটে আরও একবার ফাজিলার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। শেষদিকে অবশ্য অল আউট আক্রমণে লাল-হলুদ রক্ষণকে বেশ কয়েকবার কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলল ইরানের ক্লাবটি। অবশেষে ৮৭ মিনিটে দর্শনীয় গোলে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন রেস্টি। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে পাঠান তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'মশাল গার্লস'-এর পরের ম্যাচ ২০ নভেম্বর। প্রতিপক্ষ গতবারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন উহান জিয়াংদা উইমেন্স এফসি। প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় তার আগে নিঃসন্দেহে একটু হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে লাল-হলুদ শিবিরে।

বাম খাতুন এফসি-র বিরুদ্ধে জয়ের পর লাল-হলুদ ফুটবলাররা। উহানে।

ম্যাচের সেরার পদক নিয়ে তুষার সিং। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বড় জয় পতিরামের

বালুরঘাট, ১৭ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ১৩৭ রানে জয় পায় দিলীপ দাস মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে পতিরাম প্রথমে ৪৮ ওভারে ৭ উইকেটে ২৭৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা তুষার সিং ৯২ রান করেন। জয়জিৎ কিস্কুর অবদান ২৪ রান। তুষার দত্ত ৭৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে দিলীপ দাস ৪২.২ ওভারে ১৩৮ রানে সব উইকেট হারিয়েছে। শুভম হেমব্রম রেখে আসেন ৪৮ রান। অনিমেষ সরকারের শিকার ২১ রানে ৪ উইকেট। ১৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন তুষার।

গোড়ায় গলদ গম্ভীরের, দাবি অশ্বীনের

-খবর এগারোর পাতায়

ফুটবল বিশ্বের মহারণে কঙ্গো, নেই নাইজিরিয়া

আবুজা, ১৭ নভেম্বর : আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে থেকে ফুটবলের মহারণে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে চমক দিল কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। প্লে-অফ ফাইনালে তাদের কাছে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গেল নাইজিরিয়া। নির্ধারিত সময় নাইজিরিয়া-কঙ্গো ম্যাচ শেষ হয় ১-১ গোলে। টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ম্যাচ জিতল কঙ্গো। এর আগে ১৮৭৪ সালে একবারই বিশ্বকাপ খেলেছিল কঙ্গো। তখন অবশ্য ওই দেশের নাম ছিল জাইরে। এদিকে, হারের পর প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে 'কালো জাদু'র অভিযোগ এনেছেন নাইজিরিয়ার কোচ এরিক শেলা। কঙ্গো টিম ম্যানেজমেন্ট যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে। তবে এই কথাও ঠিক আফ্রিকান ফুটবলে 'কালো জাদু' নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়।

ম্যাচের সেরা মিন্টু রায় ও প্রণব বর্মন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কিডস কাপে লাকির ৪ শিকার

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে সোমবার টাউন ক্লাব মাঠে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৭৩ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বেলাকোবা প্রথমে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১২ রান তোলে। সুরজ সরকার ৫২ রানে অপরাজিত ছিল। রোহিনী চৌধুরী ৪৩ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ৮.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় ৩৯ রানে। লাকি বর্মনের শিকার ৪ উইকেট। ম্যাচের সেরা মিন্টু রায়।

বিএমসি মাঠে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি 'বি' ৫ উইকেটে জয় পেয়েছে বোনজার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। বোনজার প্রথমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৪ রান করে। কুন্তল রেখে আসে ৩৮ রান। প্রণব বর্মন ৩৫ রানে নিয়েছে ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর 'বি' ৫ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রণব বর্মন ২৩ রান করে।

মরতে চাইছেন যুবরাজের বাবা

চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর : বিতর্কিত কথা বলে খবরের শিরোনামে আসতে অভ্যস্ত যুবরাজ সিংয়ের বাবা। ৬৭ বছরে পৌঁছে যোগরাজ উপলব্ধি করেছেন তাঁর পাশে এখন কেউ নেই। একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এখন তিনি মরতে চাইছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'মা, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি, সবাইকে আমি ভালোবাসি। বদলে কারও থেকে কিছু চাই না। আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি। আমার জীবন সম্পূর্ণ। ঈশ্বর চাইলে যে দিন খুশি নিজের কাছে আমাকে ডেকে নিতে পারেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

যুবরাজের মা শবনমের সঙ্গে যোগরাজের প্রথম বিয়ে হয়। তবে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যোগরাজ হতাশা মাখা গলায় বলেছেন, 'প্রতিটি বিকেলে একা বসে থাকি। ঘর ফাঁকা থাকে। বাড়িতে রান্নার লোক আছে। খিদে পেলে তাঁরাই খাবার দিয়ে যায়।'

শবনমের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যুবরাজ তাঁর মায়ের সঙ্গেই চলে যান। আর সেটাই তাঁর জীবনে সমস্যা ডেকে এনেছে বলে তিনি মনে করেন। যোগরাজ বলেছেন, 'আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল যুবরাজ ও ওর মায়ের আমাকে ছেড়ে যাওয়া। যার জন্য গোটা জীবন দিয়েছি, সে কী করে আমাকে ছেড়ে যেতে পারে! এইভাবেই সবকিছু শেষ হয়। ঈশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছি, কী এমন করেছি যে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল? ভুল হয়তো কিছু ছিল। তারপরও বলব আমি নির্দোষ। কারও ক্ষতি করিনি।'

নিষ্ফলা ছোটদের বড় ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ যুব লিগের কলকাতা ডার্বি নিষ্ফলা। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র।

প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল। এদিন সবুজ-মেরুনের ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে ঝড় তোলে লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। তা থেকে সরাসরি গোল হয়নি। স্পট কিক রুখে দেয় বাগান গোলরক্ষক নন্দন রায়। ফিরতি বলে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেয় প্রীতম গাইন।

৫৮ মিনিটে গোল শোধ মোহনবাগানের প্রেম হাঁসদার। ম্যাচের বাকি সময় মাঝমাঠ দখলের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকল দুই দল। বলা যায় ছোটদের বড় ম্যাচ তেমন উপভোগ্যও হল না। এদিন আবার ডার্বি দেখতে মাঠে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ ও দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায়। ছবি : রাহুল দেব

প্রতিবাদের জয়

রায়গঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার প্রতিবাদ ক্লাব ৬ উইকেটে হারিয়েছে দিনাজপুর ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবকে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে ইয়ং ৩৮.৫ ওভারে ১২১ রানে অল আউট হয়। শুভম সরকার ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় ১৪ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ভালো বোলিং করেন নিতাই দে (১৭/২)। জবাবে প্রতিবাদ ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়। প্রিয়াংশু ৪০ ও অর্নব পাল ২৮ রান করেন। জয়দীপ দাস ও সোহেল আখতার ২ উইকেট নিয়েছেন। মঙ্গলবার দ্বিতীয় ডিভিশনে মুখোমুখি হবে নেতাজি পাঠাগার-অজয় সংঘ এবং বিদ্রোহী-কাঞ্চনপল্লী জাগৃতি সংঘ।

প্রস্তুতিতে সাউল, প্রভসুখান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : সোমবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো ও গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্রামে ছিলেন প্রভসুখান। আগেই জানা গিয়েছিল দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন প্রভসুখান। অবশেষে এদিন মাঠে নেমে পড়লেন। যদিও এদিন বেশিরভাগ সময়টাই সাইডলাইনে ছিলেন তিনি। সাউলও মূলত ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করলেন। পরে বল পায়ে হালকা অনুশীলন করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

জয়ী বাগডোগরা এফএ

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর : সোনার বাংলা যুব সংঘের মৃণাল ইসলাম ও হামিদ মিয়াঁ ট্রফি ফুটবলে সোমবার বাগডোগরা ফুটবল অ্যাকাডেমি সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে অসমের মোংরা এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। গোল করেন বাগডোগরার বিল্টু রায় ও মোংরার সুমন শাক্কা। ম্যাচের সেরা বাগডোগরার শাহরুখ ইসলাম। বুধবার খেলবে দক্ষিণ পারঙ্গেরপাড় ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বিকে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা শাহরুখ ইসলাম। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

খেতাব জয়ের পর শুভ ইলেভেন। ছবি : বাবাই দাস

চ্যাম্পিয়ন শুভ ইলেভেন

তুফানগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : এনটিসি কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শুভ ইলেভেন। রবিবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে আপ্পু সংঘকে। প্রথমে আপ্পু ১৪.১ ওভারে ৯৮ রানে অল আউট হয়। মেহেবুব আলম ২৫ রান করেন। ৩ উইকেট নিয়েছেন ফাইনালের সেরা সোনু কুমার সিং। জবাবে শুভ ইলেভেন ৯.৩ ওভারে ১ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। বিজু দেবনাথের অবদান ৫৭ রান। প্রতিযোগিতার সেরা গৌতম দে।